নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

NAAC কর্তৃক মূল্যায়িত

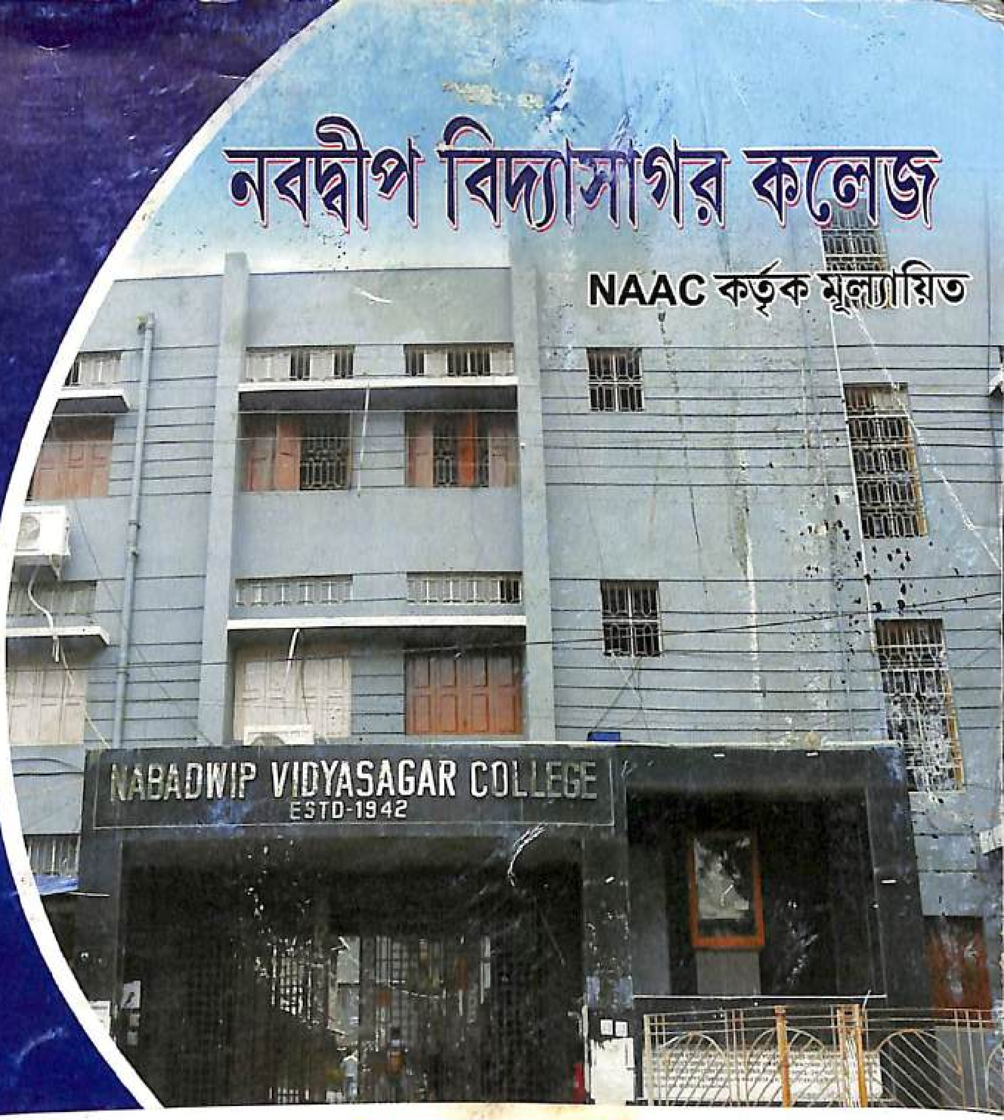

পত্রিকা

২০১৯

सत्यं ज्ञानमनतुंब्रह्म

विद्यासागर कलेज

नवद्वीप

ज्ञान त्याग सेवा

"Educating the mind without educating the heart is no education at all"

– Aristotle

ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (২০১৮-২০১৯) নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

পত্রিকা

২০১৯

NABADWIP VIDYASAGAR COLLEGE

নবদ্বীপ, নদিয়া।

প্রকাশনা উপসমিতি

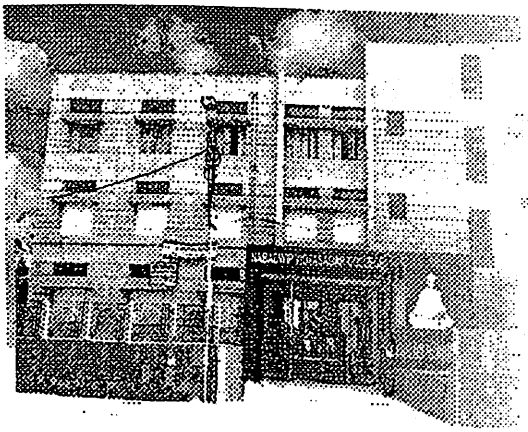

অধ্যাপিকা	ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী সাহা (আহ্বায়িকা)
অধ্যাপিকা	অরুণিমা চক্রবর্ত্তী
অধ্যাপিকা	সঙ্গীতা দত্ত
অধ্যাপিকা	ডঃ মৌসুমী রায় চৌধুরী (অতিথি সদস্য)
অধ্যাপিকা	ডঃ সুতপা সাহা (মিত্র)
অধ্যাপক	ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস
অধ্যাপিকা	ডঃ সোমা মণ্ডল
অধ্যাপিকা	ডঃ সোমা শেঠ (দুলে)
অধ্যাপক	শ্রীরূপেন মণ্ডল
অধ্যাপক	ডঃ শুভদীপ চক্রবর্ত্তী
শিক্ষাকর্মী	শ্রীঅশোক দে

ঃ মুদ্রণে ঃ

পোড়ামা প্রেস

রাণীরচড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া।

মোঃ- ৯৩৩২৩৩০৯৬০

শ্রদ্ধায় ঃ স্মরণে

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে'–

মৃত্যুর অমোঘতাকে মেনে নিয়েই আমাদের জীবনের পথে এগিয়ে চলা। সময়ের সরণী বেয়ে চলতে চলতে পেরিয়ে এলাম আরও একটা বছর। প্রতি বছরের মতো এবারও ছাত্রছাত্রীরা তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনার সম্ভার সাজিয়ে প্রকাশ করতে চলেছে ২০১৯-এর নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা। লেখনীকে অবলম্বন করে নবীন হৃদয়ের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ অত্যন্ত আনন্দের। কিন্তু আজ এই আনন্দের মুহূর্তে অনেকেই আর আমাদের মধ্যে নেই। নিষ্ঠুর মৃত্যুর করাল কশাঘাতে তাদের চিরতরে হারিয়ে আমরা শোকবিহ্বল। তাই এলাকায় দেশে-বিদেশে, নিকটে দূরে, জানা-অজানা, খ্যাত-অখ্যাত সেই সব প্রয়াত মানুষদের স্মরণে ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের পত্রিকা প্রকাশনার সূচনাপর্ব সার্থক হয়ে উঠুক –

"আনন্দগান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে
অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে।"

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে স্মরণ করছি আমাদের কলেজের দুইজন প্রাক্তন অধ্যাপক, শ্রীপ্রসাদ সাহা (বাণিজ্য বিভাগ) এবং শ্রীখগেন মান্না (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ) মহাশয়কে যারা অতি সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন।

বিগত বছরে দেশের ও বিদেশের অনেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ক্রীড়াজগতে স্মরণীয় অবদান রেখে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন -- যেমন, বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, লোকসভার প্রাক্তন স্পীকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম. করুণানিধি, আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, বলিউড, অভিনয় জগতের তারকা কাদের খান ও আভা মুখার্জী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিকেটার অজিত ওয়াদেকার, দাদাসাহেব ফালকে ও পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত কিংবদন্তী চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন, বাংলার বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বিদগ্ধ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং বাংলা চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় কমেডিয়ান চিন্ময় রায়। তাঁদের আমরা বেদনাবিধূর চিত্তে স্মরণ করি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

একই সঙ্গে স্মরণ করি এই সময়কালে কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শুভানুধ্যায়ী অভিভাবকবৃন্দ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের যাদের আমরা হারিয়েছি।

গর্বের সঙ্গে অশ্রু মুছি ভারত-পাক সীমান্তে আত্মাহুতি দেওয়া বীর সৈনিকদের বীরত্বে। আমরা স্তম্ভিত ও বাক্‌রুদ্ধ গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী কাশ্মীরের পুলওয়ামার রাস্তায় সেনা কনভয়ে জঙ্গিগোষ্ঠীর নাশকতামূলক বিস্ফোরণে ৪৮ জন সেনার আকস্মিক মৃত্যুতে। আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে সেই শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। আমরা শোকাহত দেশের নানা স্থানে অসহায় মেয়েদের ওপর ঘটে চলা নির্যাতনের নারকীয়তায়।

বিভিন্ন দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিভিন্ন নাশকতামূলক কার্যকলাপে নিহত মানুষ, উগ্র সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর লোভে বিলীন হওয়া মানুষদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত ও নিহত পরিবারের পরিজনদের জানাই সমবেদনা। কামনা করি আহত জনের দ্রুত আরোগ্য। প্রার্থনা করি, নবজীবনের সুচারু উন্মেষ এনে দিক নতুন সকাল, বিশ্বাস করতে চাই জীবনের প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর -

"আমি মৃত্যু চেয়ে বড়
এই কথা বলে, যাব আমি চলে"।

PUNDARIKAKSHYA SAHA
Member,
West Bengal Legislative Assembly

Vill. : Baraighat Road
P.O. : Nabadwip
Dist. : Nadia
Ph. : 03472-240550
03472-241583
03472-241279

Date 12/04/2019

Souvenir

It is a great pleasure to know that Nabadwip Vidyasagar College is going to publish student magazine this year enriching it with several important curriculum activities. I am sure that this magazine will be informative and resourceful. On this occasion I convey my good wishes to the principal, students, faculty and staff of the college in their endeavors.

Member
Legislative Assembly
West Bengal

বিমানকৃষ্ণ সাহা
পৌরপ্রধান
নবদ্বীপ পৌরসভা
Biman Krishna Saha
Chairman
Nabadwip Municipality

: এস. টি. ডি.- ০৩৪৭২, অফিসঃ ২৪০-০০৮, ২৪১-২৭৯
: বাড়ীঃ ২৪০-৫৫০ মো-৯৩৩২৪২২৭০৪
নবদ্বীপ, নদীয়া।
পিন-৭৪১৩০২

: S.T.D.– 03472, Office : 240-008, 241-279
: Resi. : 240-550 Mob. : 9332422704
Nabadwip, Nadia.
Pin.– 741302

Date 12/04/2013

Souvenir

I am extremely happy to know that Nabadwip Vidyasagar College is bringing out their college magazine during this year. I hope the magazine will produce creative talents of the students of the College. I am sure that the Students of this college will keep on contributing more effectively in order to achieve the goal in life.

I convey my good wishes to the principal, students, faculty and staff of the college in their endeavors.

Board of Councillors * Nabadwip Municipality * Estd-1869 Nabadwip

Chairman
Nabadwip Municipality

Chairman
Nabadwip Municipality

✆ : (03472) 240-014

Nabadwip Vidyasagar College
NABADWIP, WEST BENGAL.

Ref. No. ....   Date 8/4/2019

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কলমে -

প্রতিবারের মতো এবছরেও "নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা" প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম। পঠনপাঠনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা কিছু লিখে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায় কলেজ পত্রিকার মাধ্যমে। এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

আমার দায়িত্বপ্রাপ্তির দুটো বছর পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ছাত্রভর্তি, নতুন CBCS পাঠক্রম অনুযায়ী পঠনপাঠন ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে আমাদের কলেজ যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। একই সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে পাঠাগারের আধুনিকীকরণ, সেমিনার হল, স্মার্ট ক্লাসরুম, নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, NAAC কর্তৃক দ্বিতীয় দফায় কলেজের মূল্যায়ণের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী। এছাড়াও RUSA-য় আমাদের কলেজ মডেল কলেজ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে যার ফলে পরিকাঠামো সহ কলেজের নানা ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ আরও তরান্বিত হবে।

তবু চলার কোন শেষ নেই। শেষ নেই সমস্যারও। আমার স্থির বিশ্বাস যে সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সকলের সৌহার্দিক সাহচার্যে আমরা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাব। স্নেহাসম্পদ সকল ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

Mandal

ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

✆ : (03472) 240-014

Nabadwip Vidyasagar College

NABADWIP, WEST BENGAL.

Ref. No. ....   Date ....8/4/2019....

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কলমে -

প্রতিবারের মতো এবছরেও "নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা" প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম। পঠনপাঠনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা কিছু লিখে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায় কলেজ পত্রিকার মাধ্যমে। এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

আমার দায়িত্বপ্রাপ্তির দুটো বছর পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ছাত্রভর্তি, নতুন CBCS পাঠক্রম অনুযায়ী পঠনপাঠন ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে আমাদের কলেজ যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। একই সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে পাঠাগারের আধুনিকীকরণ, সেমিনার হল, স্মার্ট ক্লাসরুম, নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, NAAC কর্তৃক দ্বিতীয় দফায় কলেজের মূল্যায়ণের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী। এছাড়াও RUSA-য় আমাদের কলেজ মডেল কলেজ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে যার ফলে পরিকাঠামো সহ কলেজের নানা ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ আরও তরান্বিত হবে।

তবু চলার কোন শেষ নেই। শেষ নেই সমস্যারও। আমার স্থির বিশ্বাস যে সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সকলের সৌহার্দিক সাহচার্যে আমরা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাব। স্নেহাসম্পদ সকল ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

Mandal

ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

✆ : (03472) 240-014

Nabadwip Vidyasagar College

NABADWIP, WEST BENGAL.

Ref. No. ....   Date 8/4/2019

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কলমে -

প্রতিবারের মতো এবছরেও "নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা" প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম। পঠনপাঠনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা কিছু লিখে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায় কলেজ পত্রিকার মাধ্যমে। এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

আমার দায়িত্বপ্রাপ্তির দুটো বছর পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ছাত্রভর্তি, নতুন CBCS পাঠক্রম অনুযায়ী পঠনপাঠন ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে আমাদের কলেজ যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। একই সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে পাঠাগারের আধুনিকীকরণ, সেমিনার হল, স্মার্ট ক্লাসরুম, নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, NAAC কর্তৃক দ্বিতীয় দফায় কলেজের মূল্যায়ণের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী। এছাড়াও RUSA-য় আমাদের কলেজ মডেল কলেজ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে যার ফলে পরিকাঠামো সহ কলেজের নানা ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ আরও তরান্বিত হবে।

তবু চলার কোন শেষ নেই। শেষ নেই সমস্যারও। আমার স্থির বিশ্বাস যে সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সকলের সৌহার্দিক সাহচার্যে আমরা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাব। স্নেহাসম্পদ সকল ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

Mandal

ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

✆ : (03472) 240-014

Nabadwip Vidyasagar College

NABADWIP, WEST BENGAL.

Ref. No. .... Date ....8/4/2019....

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে প্রতি বছরের মতো এবারও বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম। ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পঠন পাঠনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের লেখনীতে কল্পনার বিস্তার শিক্ষার অঙ্গনে তাদের দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, সামাজিক ও দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখবে- আমার বিশ্বাস।

পত্রিকার সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি এবং পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী সকলকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

শুভেচ্ছান্তে–

অশোক দে

সম্পাদক

কর্মচারী সমিতি

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃঃ
আমার কথা	১-৭
কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ	৮
আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী	৯-১০
আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ	১১
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের (২০১৮-১৯) ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী ও সাফল্য	১২
ঃ কবিতা ঃ	
অলীক	১৩
নারীকথা	১৩
ভালোলাগে	১৩
সুন্দর পৃথিবী	১৩
ওলটপালট	১৪
আমার পৃথিবী	১৪
বর্ষা	১৪
শিক্ষাদর্পণ	১৫
মনের জ্বর	১৫
উদাসীন	১৫
ঃ গল্প ঃ	
চৌকী	১৬
প্রাক্তন	১৭-১৯
ছাত্রজীবনে গীতার মাহাত্ম্য	২০-২১
প্রিয়বন্ধু	২২
পরিবেশ দূষণে নতুন বিপদ ই জঞ্জাল	২৩
বুড়িটা	২৪
বিশ্ব ইতিহাসে নারীর অধিকারের আন্দোলন	২৫-২৬
নদীর গতিপথে মানব জীবন দর্পণ	২৭
নারী নিগ্রহে নির্বিকার সমাজ	২৮
পুরোনো স্মৃতির পাতা থেকে	২৯-৩০
একটি কলমের মূল্য	৩০
এক টুকরো অভিজ্ঞতা	৩১
আমার পথের দিশারী	৩২
পণপ্রথা	৩৩
জীবন্মুক্তির শিক্ষা	৩৪-৩৫
Education of today	৩৫
Our college our department	৩৬
Epicene	৩৭
Blooming beauty	৩৭
Envelope	৩৭
Shadows behind me	৩৮
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ফলাফল	৩৯-৪০
খুশি	৪১
আমাদের গ্রন্থাগার	৪২-৪৪
কলেজ কথা	৪৫-৪৯
Mirror	৫০
আধুনিক মহাভারত পর্বয়োঃ স্ত্রী ধর্মপর্যালোচনম্	৫১
ধান সিঁড়িটার তীরে	৫২-৫৫

আমার কথা

শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্য জন্মভূমিতে সমাজ-সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত নদীয়া জেলা তথা নবদ্বীপের সুবিখ্যাত এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র বলে আমি গর্ব অনুভব করছি।

সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক উন্নতির বিধান করা, তাদের পাশে থাকার পাশাপাশি কলেজের সর্বব্যাপী উন্নয়নে সহযোগিতা করাকে আমি একান্ত কর্তব্য বলে মনে করছি।

বিগত ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭, আমাদের মহাবিদ্যালয়ে NAAC কলেজ পরিদর্শন করতে এসেছিল। তার ফলে নানাক্ষেত্রে কলেজের অনেক উন্নতি ঘটেছে। আমরা চেষ্টা করব এই উন্নতির ধারা বজায় রাখতে।

কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের শুভক্ষণে আমি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই ঐকান্তিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা, ২০১৯ বর্ষের কলেজ পত্রিকা সফল হোক, এই কামনা করি।

অরিজিৎ সাহা
ছাত্র-২০১৮-১৯ বি.এ. এডুকেশন অনার্স (৩য় বর্ষ)
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমার কথা

সোনার বাংলার সুপ্রাচীন ও সুপরিচায় সম্পন্ন নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, আমাদের সবার প্রিয়। আমাদের শহর নবদ্বীপকে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলা হত। সেই গৌরব ভূমির বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের এই সুবিশাল নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। যত দিন গড়িয়েছে, নবদ্বীপের সাথে সাথে এই কলেজের গৌরব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে আমাদের কলেজে NAAC পরিদর্শন হয়েছে। আমাদের কলেজে Free JIO Wifi পরিষেবা পেয়েছি। নতুন রূপে সেজে উঠেছে গ্রন্থাগার। হয়েছে সুন্দর স্মার্ট ক্লাসরুম। বহিরাঙ্গিক রূপসজ্জাতেও আমাদের কলেজ আজ সুপরিকল্পিত ভাবে নতুন রূপ ধারন করেছে।

এই কলেজের একজন ছাত্র হিসাবে আমি গর্ব অনুভব করি ও আশারাখি কলেজের আরও উন্নতির।

এই কলেজের পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্কালে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিকে জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

সৌমেন কর্মকার
ছাত্র (২০১৮ - ২০১৯)
দ্বিতীয় বর্ষ, বি.এ. (জেনারেল)
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমার কথা

নদীয়া জেলার প্রাচীনতম সুনাম সম্পূর্ণ কলেজ আমাদের এই নব বিদ্যাসাগর কলেজ। বর্তমানে এই কলেজের ছাত্র হিসাবে আমি গর্বিত। ২০/০৯/২০১৭ ও ২১/০৯/২০১৭ তারিখে বিদ্যাসাগর কলেজ 'NAA পরিদর্শনে এসেছিল এবং তার ফলে আমাদের কলেজ সন্তোষজনক ম উত্তীর্ণ হয়েছে। 'NAAC' মূল্যায়ণের ফলে আমাদের কলেজে অনেক উন্ন ঘটেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, আমাদের কলেজে একটি sma class room তৈরী হয়েছে, কলেজে JIO Wifi এর পরিষেবা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার প্রতি যাতে অধিকতর মনোযোগী হয় জন্য কলেজের গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে।

এছাড়া U.G.C থেকে আমাদের কলেজ ও আমাদের উন্নতির জ অনেক সুবিধা পেয়েছি। আমরা খুবই চেষ্টা করব যাতে আমাদের কলেজে আরও অনেক উন্নতি হয়।

প্রতি বছরের মত এ বছরও নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের বার্ষি পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে। এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করি এ পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল গুরুজনেদের প্রণাম জানাই ও ছাত্র-ছাত্রী ভ বোন ও সহপাঠীদের জানাই ভালবাসা।

অভিজিৎ মণ্ডল
ছাত্র (২০১৮-১৯) প্রথম বর্ষ, বি.এ. জেনারেল
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমার কথা

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার প্রাক্কালে, এই কলেজের একজন ছাত্র হিসাবে অতি উৎসাহিত এবং গর্ব অনুভব করছি। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করার চেষ্টা করি। কলেজের শিক্ষাগত ও পরিকাঠামোগত উন্নতি সাধনের জন্য কলেজের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বদা চেষ্টা করে চলেছি। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ নদীয়া জেলার এক সুপরিচিত স্বনামধন্য ঐতিহাসিক কলেজ। তার সুনাম বজায় রাখতে আমরা বদ্ধ পরিকর।

সৌভিক ঘোষ
ছাত্র-২০১৮-১৯ (বি.এ, জেনারেল)
(১ম বর্ষ)
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমার কথা

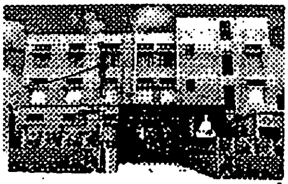

স্কুল এর গন্ডি পেরিয়ে এলুম সমুদ্র সৈকতে
প্রচুর আনন্দ, মজা, পড়াশুনা এর জটিলতার সাথে
কলেজ গেটপেরোতেই উদাস মন হয় উচ্ছ্বাসিত
স্কুল ছাড়ার বেদনা, কই সেই সব তখন প্রায় মৃত।

নতুন বই; নতুন ভাবনা, নতুন নতুন প্রফেসার
স্বাধীন চেতনা, স্বাধীন আমি একটা দারুন ব্যাপার।
অনার্স নিয়েছি পড়তে হবে আর ও কঠিন হবে ভূগোলের ম্যাপ,
না পড়লে থাকবেনা অনার্স, এতো দেখি আর ও বেশি চাপ।

রূপক নিয়োগী
ছাত্র (২০১৮ - ২০১৯)
প্রথম বর্ষ, বি.এ. (জেনারেল)
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমার কথা

শিক্ষানুরাগী সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত নবদ্বীপ বিদ্যাসগার কলেজের ছাত্র হিসাবে আমি গর্বিত। এই বার্ষিক কলেজ পত্রিকার মাধ্যমে সকল ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন সহ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

আধুনিক শিক্ষা -ব্যবস্থার সঙ্গে সমতা রেখে এই মহাবিদ্যালয়ের অনার্স ও পাশকোর্সের আসন সংখ্যা ও সাফল্যের হার বাড়ানো, পাঠাগার, স্মার্ট - ক্লাসরুম, গবেষণাগার সহ মহাবিদ্যলয়ের উন্নয়ন এমন কি দূর শিক্ষার মাধ্যমে মহাবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের গতি সঞ্চারসহ সামাগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে এই কলেজে।

এই বার্ষিক পত্রিকার সমস্ত লেখক লেখিকাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাশাপাশি এই বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্কালে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। আশা রাখছি যে, আগামী দিনেও প্রতিবারের মতো এই পত্রিকা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় অনুপ্রাণিত করবে।

গৌরব কংসবণিক
ছাত্র (২০১৮ - ২০১৯)
প্রথম বর্ষ, বি.কম (অনার্স)
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমার কথা

নদীয়া জেলার প্রাচীনতম ও ঐতিহ্য পূর্ণ কলেজ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামাঙ্কিত। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করি। আমাদের কলেজ গত বছর (২০১৭) NAAC-এর মূল্যায়ণে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমাদের কলেজে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী গ্রাম থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে আসে। বরাবরই আমাদের কলেজের ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। অবসর সময় ছাত্রীদের বিনোদনের জন্য টিভি ও অন্যান্য খেলাধূলার সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের অফুরন্ত উৎসাহ এই পত্রিকাটির প্রকাশের প্রতি, তাই এই মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক পত্রিকার সাফল্য কামনা করি এবং এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাই।

রিয়া চৌধুরী.
ছাত্রী- ২০১৮-১৯, (বাংলা অনার্স) ২য় বর্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

নবদ্বীপ, নদীয়া

কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ ঃ-

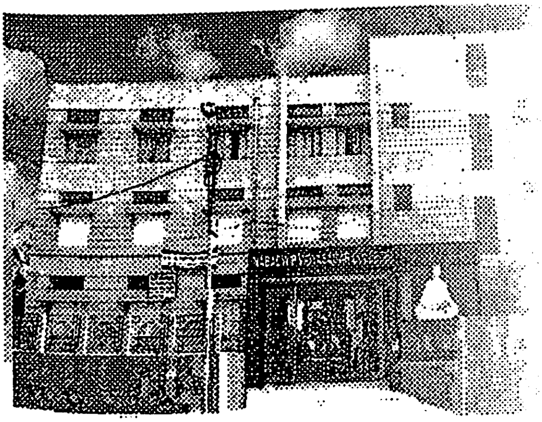

১। শ্রীবিমানকৃষ্ণ সাহা — সভাপতি, পরিচালন সমিতি
(পৌরপ্রধান, নবদ্বীপ পৌরসভা)

২। ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল — ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ,
সম্পাদক পরিচালন সমিতি

৩। ডঃ হেমন্ত ভট্টাচার্য — সদস্য (পঃ বঃ সরকার,
শিক্ষা দপ্তর প্রেরিত)

৪। ডঃ প্রসেনজিৎ দেব — সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)

৫ । ডঃ শর্মিষ্ঠা মাইতি — সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)

৬। অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসু — শিক্ষক প্রতিনিধি।

৭। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী — শিক্ষক প্রতিনিধি

৮। অধ্যাপক অখিল সরকার — শিক্ষক প্রতিনিধি

৯। অধ্যাপক পীযুষ ভদ্র — শিক্ষক প্রতিনিধি।

১০। শ্রীঅশোক দে — শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি।

১১। শ্রীমানিক চন্দ্র মোদক — শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

নবদ্বীপ, নদীয়া

কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ ঃ-

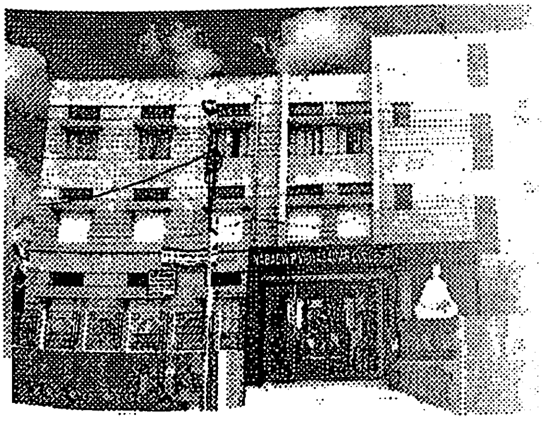

১। শ্রীবিমানকৃষ্ণ সাহা — সভাপতি, পরিচালন সমিতি (পৌরপ্রধান, নবদ্বীপ পৌরসভা)

২। ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল — ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সম্পাদক পরিচালন সমিতি

৩। ডঃ হেমন্ত ভট্টাচার্য — সদস্য (পঃ বঃ সরকার, শিক্ষা দপ্তর প্রেরিত)

৪। ডঃ প্রসেনজিৎ দেব — সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)

৫ । ডঃ শর্মিষ্ঠা মাইতি — সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)

৬। অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসু — শিক্ষক প্রতিনিধি।

৭। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী — শিক্ষক প্রতিনিধি

৮। অধ্যাপক অখিল সরকার — শিক্ষক প্রতিনিধি

৯। অধ্যাপক পীযুষ ভদ্র — শিক্ষক প্রতিনিধি।

১০। শ্রীঅশোক দে — শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি।

১১। শ্রীমানিক চন্দ্র মোদক — শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী

কলা বিভাগ

বাংলা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা কল্যাণী রায়

২। অধ্যাপিকা ডঃ তপতী ঠাকুর

৩। অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসু

৪। অধ্যাপিকা অরুণিমা চক্রবর্তী

৫। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা

সংস্কৃত বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ সোমা মণ্ডল

২। অধ্যাপক বিপ্লব বাগদী

৩। অধ্যাপক নিতাই পাল

৪। অধ্যাপক ডঃ জয়দেব ভট্টাচার্য (আংশিক)

৫। অধ্যাপিকা স্বাতী ভট্টাচার্য (আংশিক)

ইংরাজি বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস

২। অধ্যাপক পীযুষ ভদ্র

৩। অধ্যাপক রুপেন মণ্ডল

৪। অধ্যাপক দীপাঞ্জন ঘোষ

ইতিহাস বিভাগ

১। অধ্যাপক নির্মল হাটী

২। অধ্যাপিকা ডঃ সুতপা সাহা (মিত্র)

৩। অধ্যাপক অখিল সরকার

৪। অধ্যাপিকা তারামণি তরফদার (আংশিক)

৫। অতিথি অধ্যাপিকা শ্রাবন্তি দাস

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

১। অতিথি অধ্যাপক সুধাংশু মণ্ডল

২। অতিথি অধ্যাপিকা সেরিনা পারভিন

৩। অতিথি অধ্যাপক আব্দুল রউফ শামিম

৪। অতিথি অধ্যাপক আব্দুর লতিফ সেখ

৫। অতিথি অধ্যাপিকা পূজাশ্রী চক্রবর্ত্তী

অর্থনীতি বিভাগ

১। অধ্যাপক বাদল কুমার দত্ত

২। অধ্যাপিকা সঙ্গীতা দত্ত

৩। অধ্যাপক ডঃ অনুপ কুমার সাহা

দর্শন বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ বৈশাখী বর্মণ

২। অধ্যাপিকা শম্পা দাস

৩। অতিথি অধ্যাপিকা দেবমিতা চৌধুরী

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১। অধ্যাপক দেবাশিস দাশ

২। অধ্যাপক সমীর মিত্র

৩। অধ্যাপক রিন্টু মাহন্ত

৪। অধ্যাপক সোমনাথ পাল (আংশিক)

৫। অধ্যাপিকা অনিতা রায় (আংশিক)

৬। অতিথি অধ্যাপক সুব্রত দাস

বিজ্ঞান বিভাগ

গণিত বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

২। অধ্যাপক ডঃ দেবীপ্রসাদ আচার্য

৩। অধ্যাপক ডঃ সমীরণ সেনাপতি

৪। অধ্যাপক ডঃ চিন্ময় বিশ্বাস

৫। অতিথি অধ্যাপিকা শিল্পা দাশ

৬। অতিথি অধ্যাপক শুভজিৎ সেন

পদার্থবিদ্যা বিভাগ
১। অধ্যাপক প্রভাস মণ্ডল
২। অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু গণাই
৩। অধ্যাপক রাজকুমার মণ্ডল
৪। অধ্যাপক ডঃ অসীম কুমার বিশ্বাস
৫। অধ্যাপিকা নিদর্শনা গুহ (আংশিক)
৬। অতিথি অধ্যাপক সুদীপ্ত মোদক

রসায়ন বিভাগ
১। অধ্যাপিকা ডঃ মৌসুমী রায়চৌধুরী
২। অধ্যাপক ডঃ মনোজিৎ রায় (লিয়েন)
৩। অধ্যাপক পঙ্কজ সরকার
৪। অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর চ্যাটার্জী
৫। অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে)
৬। অতিথি অধ্যাপক মনিষা দাস

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
১। অধ্যাপিকা ডঃ মধুবন দত্ত
২। অধ্যাপক ডঃ নির্মাল্য দাস
৩। অধ্যাপিকা ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী সাহা
৪। অতিথি অধ্যাপক তাপস পাত্র

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ
১। অধ্যাপিকা ডঃ স্বাতী দাশ (সুর)
২। অধ্যাপক ডঃ শুভদীপ চক্রবর্ত্তী
৩। অধ্যাপক ডঃ কৌশিক সেনগুপ্ত (আংশিক)
৪। অধ্যাপিকা ডঃ দময়ন্তী ভট্টাচার্য (আংশিক)
৫। অতিথি অধ্যাপক তন্ময় ঘোষ
৬। অতিথি অধ্যাপক রাজকুমার শর্মা

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ
১। চুক্তি ভিত্তিক অধ্যাপক ডঃ শান্তনু চৌধুরী (পূর্ণ সময়)
২। অতিথি অধ্যাপক রাজা ব্যানার্জী
৩। অতিথি অধ্যাপিকা প্রিয়াংকা দাস
৪। অতিথি অধ্যাপিকা শুচিস্মিতা সাহা
৫। অতিথি অধ্যাপক ডঃ অর্নির্বাণ বিশ্বাস

বাণিজ্য বিভাগ
১। অধ্যাপক ডঃ প্রণব নাগ
২। অধ্যাপক ডঃ জয়দীপ দাশগুপ্ত
৩। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী
৪। অধ্যাপক ডঃ তপন কুমার সামন্ত
৫। অধ্যাপক অমিত কুমার বিশ্বাস (আংশিক)

গ্রন্থাগার বিভাগ
শ্রীঅমলেন্দু দাস — গ্রন্থাগারিক

আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

অফিস কর্মী

১। শ্রীঅশোক দে	—	কোষাধ্যক্ষ
২। শ্রীবাদল দত্ত	—	হিসাবরক্ষক (অস্থায়ী)
৩। শ্রীসুরজিৎ নন্দী	—	করণিক (অস্থায়ী)
৪। শ্রীতরুন কান্তি ঘোষাল	—	করণিক (অস্থায়ী)
৫। শ্রীদেবব্রত মোদক	—	করণিক (অস্থায়ী) এন.সি.সি অফিস কর্মী
৬। শ্রীঅনির্বাণ ঘোষ	—	করণিক (অস্থায়ী)
৭। শ্রীসিদ্ধার্থ গুঁই	—	করণিক (অস্থায়ী)
৮। শ্রীমানিক মোদক	—	পিওন
৯। শ্রীজয়দেব দাস	—	পিওন
১০। শ্রীগণেশ ভট্ট	—	দারোয়ান
১১। শ্রীআনন্দ হাড়ি	—	পিওন
১২। শ্রীজ্যোতির্ময় চক্রবর্তী	—	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৩। শ্রীমিঠুন দে	—	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৪। শ্রীস্বপন দেবনাথ	—	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৫। শ্রীসোমনাথ মল্লিক	—	চতুর্থ শ্রেণি কর্মী, ইলেকট্রিশিয়ান (অস্থায়ী)
১৬। শ্রীজগন্নাথ নাথ	—	মালি (অস্থায়ী)
১৭। শ্রীনিমাই মিত্র	—	নিরাপত্তা রক্ষী (অস্থায়ী)
১৮। শ্রীসৌরভ দেবনাথ	—	নিরাপত্তা রক্ষী (অস্থায়ী)

রসায়ন বিভাগ

১। শ্রীমতী সোমা সাহা	—	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)
২। শ্রীমতী মাধুরী সাহু	—	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)
৩। শ্রীবিপ্লব বিশ্বাস	—	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১। শ্রীমনোতোষ সরকার	—	বীক্ষণাগার কর্মী
২। শ্রীসৌমেন কুমার দাস	—	বীক্ষণাগার কর্মী

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

১। শ্রীসূরাজ বণিক	—	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

পদার্থ বিভাগ

১। শ্রীগৌরচন্দ্র ঘোষ	—	বীক্ষণাগার কর্মী

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

১। শ্রীসাধন বণিক	—	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

গ্রন্থাগার বিভাগ

১। শ্রীমতী ঝুমা সাহা	—	গ্রন্থাগার করণিক (অস্থায়ী)
২। শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	গ্রন্থাগার পিওন (অস্থায়ী)
৩। শ্রীদীপঙ্কর দাস	—	গ্রন্থাগার পিওন (অস্থায়ী)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের (২০১৮-১৯) দাবী

কলেজ লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বইয়ের ব্যবস্থা করা।
কলেজের লাইব্রেরী ও তথ্য ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে তোলা।
কলেজ সাইকেল গ্যারেজের আয়তন বৃদ্ধি করা।
কলেজ N.C.C ও N.S.S কে আরও সক্রিয় করা।
কলেজে যথেষ্ঠ পরিমাণে অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা।
কলেজে Computer শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
কলেজে অত্যাধুনিক Multi Gym-এর ব্যবস্থা করা।
কলেজ Book Bank-এর ব্যবস্থা করা।
Geography- তে অনার্স ও পাশ কোর্স চালু করা।
প্রত্যের অনার্স বিষয়ে আরও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অর্ধেক ও পুরো কনসেশনের ব্যবস্থা করা।
শিক্ষাবিজ্ঞান-এ 'এম-এ' কোর্স চালু করা।
কলেজ প্রাঙ্গণে একটি সুন্দর উদ্যান তৈরী করা।
সমস্ত B.Sc. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত গবেষণাগারের (আধুনিক যন্ত্রাদিসহ) ব্যবস্থা করা।
কলেজে ক্যান্টিনের পরিষেবা ব্যবস্থা আরও উন্নত করা।
শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাকর্মী প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করা।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের (২০১৮-১৯) সাফল্য

নতুনরূপে কলেজ সাজিয়ে তোলা।
প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের অভাব অভিযোগ ভালো করে খতিয়ে দেখা ও সমস্যার সমাধান করা।
আমাদের লাইব্রেরিতে কয়েকটি e-learning প্রকল্প চালু করা।
একটি স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরী করা।
প্রতিটি অনার্স ও পাশ কোর্সের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
কলেজের পিছনে ফাঁকা জায়গাটি খেলার উপযোগী করতে পারা।
বিজ্ঞান ভবনের পিছনের নবনির্মিত ত্রিতল ভবনটি ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে নির্মাণ করা।
বিভিন্ন বিভাগে শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা।
সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের রূপায়ণ।
উপযুক্ত সেমিনার কক্ষ তৈরি করা।
লেডিস এস.সি / এস.টি হস্টেল চালু করা।
বয়েজ এস.সি / এস.টি হস্টেল চালু করা।
দশ কিমিঃ দূরে বসবাসকারী দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবহন ভাতা চালু করা।
ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে অত্যাধুনিক কলেজ-অফিস তৈরি করা।
Economics অনার্স চাল করা।
সংস্কৃতে এম.এ (রেগুলার) কোর্স চালু করা।
কলেজ ক্যান্টিন চালু করা।
ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Legal Literacy Club গড়ে তোলা।

অলীক

সূর্যেন্দু পাল, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ (২০১৮-১৯)

পাঁচিল চোঁয়ানো রোদ
আর একবার
খোলা-মন শৈবালের প্রতীক্ষাতে –
সেই রসদগুলোকে
সেঁকে নেওয়ার চেষ্টা করে।
আর ভাঙা ফাঁকফোকরগুলো
শুধু শোনে --
উল্টোনো বালুঘড়ির
নিঃশব্দ সরণ।

নারী কথা

অঙ্কিতা দে, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ (২০১৮-১৯)

নিশুতি রাত
চারুর একা বাড়ি ফেরা,
কত গুলো কুকুরের
হিংস্রতা –
রক্তাক্ত চারুলতা।।
বিশ্ববিদ্যালয়ে অনু
ঠোঁটকাটা স্বভাব,
বাইরে নারী-পুরুষ এক
হয়ে সততার ডাক –
পাড়ায় তখন তার
বাচাল বলেই নাম ডাক।।
নিস্তব্ধ ভূমি ......
সবটা দেখেও চুপচাপ;
সমাজের কথার ভয়
মহান পুরুষত্বের শিকার –
তবুও ভূমি নির্বিকার
আর, চোখা চোখা সমলোচনায়
সামাজিক বহিষ্কার।।
মাথায় আঁচল,
অচেনা পরস্পর,
নিতান্তই পারিবারিক।
ইচ্ছের বাইরে
সংসারবন্দি হয়ে
নতুন করে
নতুন হাতের শিকার নম্রতা।।

ভালো লাগে

সুজন বিশ্বাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, প্রথম বর্ষ (২০১৮-১৯

ভালো লাগে সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠতে।
ভালো লাগে সূর্যের সোনালি রোদ্দুর দেখতে।।
ভালো লাগে সকালে পাখির কিচির-মিচির, রেলগাড়ির শব্দ
ভালো লাগে সন্ধ্যায় জুঁই ফুল, সন্ধ্যামণির গন্ধ।।
ভালো লাগে দেখতে উড়ে যাওয়া প্রজাপতির রঙিন ডানা।
পূর্ণিমার আকাশে সুন্দর চন্দ্রের নেই যে তুলনা।।
গন্ধে, রূপে সৌন্দর্যে ভরে গেল আমার মন।
কোথাও কী আছে আর একটা—আমার পৃথিবী যেমন।

সুন্দর পৃথিবী

মনামী সাহা, স্নাতকোত্তর সংস্কৃত, দ্বিতীয় বর্ষ
(২০১৮-১৯)

যারা দীন দরিদ্র অসহায়
পায় না দুটো খেতে
সারা দিন খেটে চলে
খাবার খাবে বলে
তারাই ধরে চাপের লাঙল
কালখানার হাল
তাদের ঘরেই খাদ্যাভাব
নেই দু-মুঠো চাল
যাদের শ্রমকে ভিত্তি করে
চলছে এই সমাজ
তাদের ঘরেই অভাবেতে
ক্রন্দনের আওয়াজ
শিশুর মুখে খাদ্য নেই
নারীর পড়নের শাড়ি
হাড় ভাঙা পরিশ্রমেও
ঘরে চড়ে না হাড়ি
গরিবের ওপর ধনীদের চলে অত্যাচার
কখনও তবু কেউ পায়নি এই কুপ্রথার বিচার
আমরা যদি চেষ্টা করি
সমাজ হবে ভালো
কৃষক শ্রমিক সম্প্রদায়ই
সভ্যতার আলো
যদি পার ধনী ছেড়ে
গরিবের হাত ধরো
এদের নিয়ে সমাজকে
আরও সুন্দর গড়ে তোলো।

ওলটপালট

অত্রি ভট্টাচার্য্য, ইংরাজী বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ (২০১৮-১৯)

লাইটহাউস, ওড়া ফানুস জীবন গল্প কথা।
উল্টো স্রোতে, হাঁটা পথে কেতাবি সব ব্যথা।

ভরসা কাগজ উড়ে গেল, ভাসল আঁখি জলে
চোর কাঁটা, কাঁটাতারের ক্ষত মিশে গেলে –

আবেগঘন বন্ধু মেজাজ আজ বাজছে কানে
আলতা রাঙা রক্তক্ষত সুর বেঁধেছে গানে

লাইটহাউস দাঁড়িয়ে একা, আড়ি তারার সনে
জন্ম ফুরোক কলেজছুটি ফিরুক গল্প মনে।

জলের ধারায় শোনিত গড়ায় কচুর পাতা কই?
বন্ধু বিনে সময় দানোর খাওয়ার আশায় রই।

কোথায় থাকে সোনার দিনটা হই চই য়ের মাঝে
সব যে আজ পিছলে পড়ে গ্যাসবেলুনের সাঁঝে

সময় নটা, স্ক্রিটা ভেজা, অভ্যাসে যায় আঁখি
রেকর্ডিং আর ছবি গুলোর স্মৃতি বেঁধে রাখি।

চাইনা বিকেল, দুপুরটাতে ঘুরবো সবাই মিলে
সবাই মিলে, ভিজব ছাদে বৃষ্টি চলে এলে।

বর্ষা

অর্পিতা ফনী, ইংরাজী বিভাগ, প্রথম বর্ষ (২০১৮-১৯)

এসেছে ঋতুরানি বর্ষা
তাই মেঘ দেখা যায় আকাশে –
চারিদিকে উঠেছে ঝড়
বিকেল মৃদু বাতাসে।
জল থই থই রাস্তা ভর্তি
জল উঠছে উপছে।
মেঘ না ডাকলে হয় না বৃষ্টি
মেঘ তো আজ ডাকছ।
বৃষ্টির কত আছে বর্ণনা
সবই প্রকৃতির সৃষ্টি;
চোখ মেলে সব দেখার জন্য
নয়ন পেয়েছে দৃষ্টি।

আমার পৃথিবী

মৌলি বিশ্বাস, সংস্কৃত বিভাগ, প্রথম বর্ষ, এম.এ (২০১৮-১৯)

নবদ্বীপেই জন্ম আমার, নবদ্বীপেই পড়ি।
এই স্থানকে নিয়ে আমি গর্ববোধ করি।।
বাংলা মোদের চলিত ভাষা, বাংলা মোরা বলি।
তবুও যেন সংস্কৃত মনের চোরাবালি।।
'সংস্কৃতের পীঠস্থান' বলেন কবিগণ।
সংস্কৃতির ধারা নিয়ে চলেন বহুজন।।
দূরদেশেতে ওই শোনা যায় এই স্থানেরই কথা।
এইতো আমার দুর্বলতা যেতে পারিনা কোথা।।
ভালবাসি গো এই স্থানকে ভীষণ ভালবাসি।
এই স্থানই সর্বশ্রেষ্ঠ আমি বলে থাকি।।

ছোট্ট আমার শহর আর ছোট্ট আমার কলেজ।
ছোট্ট ছোট্ট আমরা সবাই, চাই পেতে জ্ঞানের রেশ।।
ছোট্ট ঘরে আমরা সবাই, বেশ সুখেতেই থাকি।
শিক্ষকদের নিয়ে আমরা করি মাতামাতি।।
কখনো তাঁরা বলেন নাকো নানান কটু কথা।
তাইতো আমরা মেনে চলি তাঁদের যথা তথা।।
দোষ করলে বকেন তাঁরা, আদর করে বোঝান।
স্নেহ ভরা মনটি তাঁদের, সবার পরেই টান।
ছিন্ন কর দ্বেষ বিদ্বেষ, মুক্ত কর মন।
পাবেই পাবে নতুন জীবন, ভোরের আবাহন।
তাঁরা হলেন জ্ঞানের সাগর, অসীম তাঁদের জ্ঞান।
তাইতো তাঁরা মোদের সবার দিনের রাতের ধ্যান।।

নয়তো শুধুই কলেজ এটি, এই আমাদের স্বর্গ।
এই স্বর্গের শিক্ষকেরা তোমার আমার গর্ব।।
চেতনাবোধ হচ্ছে মোদের, তাঁদের পাশে এসে।
তাইতো আমি বাঁচতে চাই, তাঁদের ভালবেসে।।
সরলভাবে বলি মোরা, সরলভাবে চলি,
'মনুষ্যত্ব বজায় রাখ'-তাঁদের মিষ্টি বুলি।
সেই কথাকেই সামনে রেখে জীবন ধন্য হল–
তাঁদের আশিস মাথায় নিয়ে পথে এবার চল।।

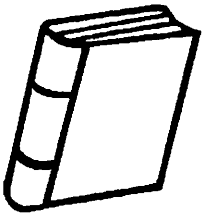

উদাসীন

অর্পিতা ফনী, ইংরাজী বিভাগ, প্রথম বর্ষ (২০১৮-১৯)

আজ বড্ড উদাসীন আমি
তোমার প্রতি --
যে প্রেমের আগুনে ঝলসেছিলাম একদিন,
সেই ঝলসানো বুক নিয়েই
খুঁজেছিলাম তোমায়;
গাছের পাতায়, মরুভূমির মরীচিকায়,
ঘাসের উপর শিশিরবিন্দুতে,
পাইনি খুঁজে যদিও –
ব্যর্থ হয়ে মুখ লুকিয়েছি দু-হাতে।
তবে আজ খুব ক্লান্ত,
বড্ড উদাসীন আমি আজ --
আবার যদি সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো.
আমার কথা তোমায় ভাবায়,
তবে এসো নির্জন নদীর কিনারায়,
এসো ফাঁকা মাঠের প্রান্তরে,
হয়তো তোমার খোঁজে আমিও পৌছোব;
দেখা হবে দুজনের –
আবার ....।

শিক্ষা দর্পণ

অরিজিৎ অধিকারী, ইতিহাস বিভাগ, বি.এ. প্রথম বর্ষ (২০১৮-১৯)

সমাজ চাইছে গড়তে, চাহিদার ঝুলি ভরতে
খুঁজছে এক কাবিল কান্ডারী।
আমরা চাইছি সুখ, সমাজ বিমুখ
একটা শুধু সরকারি চাকরি।
শিক্ষা শুধু শিক্ষা নয়, গুরুর দেওয়া ভিক্ষা নয়
আমরা খুঁজেছি নতুন মানে তার।
Teachers' Day Celebration, তার পরদিন অনশন
ভাঙচুর করি পেতে নম্বর।
দোষটা শুধু আমাদের নয়। আপনাদেরও দোষাচ্ছি না
মানসিকতাই যত নষ্টের গোড়া।
নম্বরেতেই বিচার হয়, Highest number নিঃসংশয়
সেই-ই Class-এর সেরা।
Friendship-ও হয় নম্বর দিয়ে, Topper হলেই ভালো ছেলে।
হতে চায় বন্ধু সবাই।
প্রফেসরেরও নজরে সেই।
ওই গড়ে Class-এর মেজাজ
He is the famous Guy
শিক্ষালয়ে নম্বর নয়, শিক্ষাই যেন প্রধান হয়
এইটুকুই আবেদন।
The Best brain of the nation, the last bencher
Can be the destination।
শুধু চাই স্বচ্ছ দর্পণ
দেখা পাবে নিষ্কলুষ মন।

মনের জ্বর

সায়ন কংসবনিক, ইংরেজি বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ (২০১৮-১৯)

তোমার চোখে চলকে ওঠে জ্যোৎস্না
শিশির ভেজা জানালায় নেয় আশ্রয়,
আজ কত আলোকবর্ষ দূরে তুমি
শতাব্দী প্রাচীন ইতিহাসে আমাদের পরিচয়।
ঘাসফড়িংটা আজও বসে প্রহর গোনে
ডায়েরির পাতাগুলো শোনায় বিবর্ণতার গল্প।
থার্মোমিটারে পারদস্তম্ভ বেড়েই চলে
মনের জ্বর যে হয়না কখনও অল্প।
ভেজা রেনকোটগুলো আজকে শুধুই শ্রোতা
টাপুর টুপুর ছন্দে শোনে ছড়া,
সন্ধ্যাতারার চাইতে তুমি উজ্জ্বল
তবুও আমার চোখে শ্রাবণ ধারা।
নোঙর হারানো পড়ে আছি আজ ধ্বস্ত
মনে মনে তবু স্মিত উজ্জ্বল সেই।
রাতের বৃষ্টি পিচ রাস্তায় ঝরে
আর ভিজে যায় দু মনের দুই গ্রাম।
তারপরে গেছে যুগযুগান্ত কেটে
জোনাকিরা সব ভুলে গেছে আলো দিতে
নিবিড় অমার চেয়েও নিকষ কালো –
একটি প্রদীপ তবু জ্বলে অনিমিখে।

চৌকি

চিরঞ্জিত সাহা, উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ (২০১৮-১৯)

প্রত্যাশা মতোই এ বছর বামপুর উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিকে অসাধারণ রেজাল্ট করেছে অর্ক। অজ পাড়া গাঁয়ের যে এলাকায় রেশন দোকান সংখ্যাও ফার্স্ট ডিভিশনপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যাকে হার মানায়; সেখান থেকেই জেলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছে পেশায় ছুতোর গোপালবাবুর একমাত্র সন্তান অর্ক। সব বিষয়ে লেটার মার্কস সমেত তার সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর ৯৫%। জেলা জুড়ে কেবলমাত্র কৃষ্ণনগর কলেজিয়েটের ফার্স্ট বয় সন্দীপ সেনের সামান্য পিছনে সে, ডিস্ট্রিক্ট টপারের স্কোরকার্ডে লেখা ৯৫.২%। কিন্তু এত কিছুর পরও বামপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মনে কাঁটার মতো বিঁধছে একটা প্রতিবন্ধকতা। দশম শ্রেণিই তাদের স্কুলে শিক্ষার সর্বোচ্চ ধাপ। এরপর আর পঠনপাঠনের সুযোগ নেই সেখানে। তাই বাধ্য হয়েই অর্ক এবার কলকাতাগামী। ২১শে জুন চোখের জলে স্কুল থেকে বিদায়ী সম্বর্ধনা দেওয়া হল অর্ককে। পয়লা জুলাই বাবার হাত ধরে সে হাজির প্রেমের শহর কলকাতায়। কেবল ভালো স্কুলে পঠনের আশাতেই এই রাজধানী পাড়ি। পড়াশোনায় মনোযোগী অর্কের কাছে মেস বরবারই বড়ো অপছন্দের; ওর মতে, পরিবেশ সেখানে বিদ্যার্জনের অন্তরায়। চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা অর্ক তাই মেসে থাকতে নারাজ। স্বল্প উপার্জনকারী বাবা অবশ্য অনেক খুঁজে এক কামরার একটা ছোট্ট ঝুপড়ি ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে সমর্থ হলেন ওর জন্য। অর্কের সমস্যাও এতে দূর হল। আবাল্য লড়াই আর অর্ক যেন একে অপরের পরিপূরক। গ্রামের বাড়িতে ও চুনখসা দেয়ালই ছিল ওর সাধনাক্ষেত্র। গোপালবাবু কলকাতাতেই থেকে গেলেন ওইদিন। বিকেলে ওরা বেরোবে একটা খাট আর টুকটাক কিছু জিনিসপত্র কিনতে। পরদিন ভোরে বামপুরের ট্রেন ধরবেন গোপালবাবু। সন্ধ্যায় গোপালবাবু আর অর্ক বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। জীবনে এই প্রথমবারের জন্য একমাত্র ছেলেকে ছেড়ে থাকতে হবে কাল থেকে। ভাবতেই একটা অজানা দুঃখ মোচড় দিয়ে উঠল বুকের মাঝে। গোপালবাবু বেশ উদাসীন আজ। একটু এগোতেই বড় রাস্তার মোড়ে অর্ক দেখলো সারি বেঁধে খাটের দোকান। কিন্তু সবগুলোই কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া। হয়তো দামেও কম হবে। কিনে তবে নেওয়াই যাক না, ক্ষতি কী। ততক্ষণে গোপালবাবু বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। "তবে কি বাবা ওগুলো খেয়াল করেনি।"—মনে মনে ভাবতে থাকে অর্ক। "বাবা, ও বাবা, আরে দাঁড়াও গো। এই দেখো, খাট। ও বাবা.........." —চেঁচাতে থাকে অর্ক।—" ধুর বোকা ছেলে। ওগুলো তো মরা নিয়ে যাওয়ার খাট রে বুদ্ধু।"—অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া আনমনা গোপালবাবু, ছেলের হঠাৎ ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে খেয়ালই করেননি সামনে চলে আসা দশ চাকা লরির দিকে। রক্তের স্রোতে লাল হয়ে গেছে সদ্য বৃষ্টিতে ভেজা কল্লোলিনীর রাস্তা। খবর পেয়ে ওদিন রাতেই কলকাতায় উপস্থিতি হল গোপালবাবুর পরিজনেরা। বড় রাস্তার মোড়ের সেই দোকান থেকেই কেনা হল খাট, তবে অর্কের থাকার জন্য নয়, কেনা হল গোপালবাবুর শেষকৃত্যের জন্য।

প্রাক্তন

ঋত্বিক চ্যাটার্জী, ইংরাজী বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ (২০১৮-১৯)

কবি জয় গোস্বামীর 'প্রাক্তন' কবিতাটা সমক্ষে শুনিয়ে আরও একবার বেশ সুনাম পেল লতা। পুরো নাম মাধবীলতা। সবাই লতা বলেই ডাকে। স্বামী নবারুণ। আজ ওদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পার্টি চলছে। আর সেখানেই লতা পাঠ করল 'প্রাক্তন' কবিতাটা। হ্যাঁ, নবারুণের বেশ ভালোই লাগে লতার গলায় বারংবার এই কবিতা পাঠ শুনতে। প্রতিবারই প্রথম শুনছে এরকম লাগে অনেকটা। আড্ডা শেষে চলছে খাওয়া পর্ব। আর সেখানেই লতা আরও প্রশংসা পেতে লাগল নবারুণের বস -এর কাছ থেকে। একটা মাল্টি-ন্যাশলান কোম্পানিতে কর্মরত নবারুণ। মা-বাবা সকলেই থাকেন অন্যত্র। কাজের জন্য সস্ত্রীক কলকাতাতেই থাকতে হয় নবারুণকে। অপরদিকে লতার সবচেয়ে কাছের বান্ধবী শুভদ্রা, বহুদিন পর জমে গেছে দুই বান্ধবীতে। অন্য সকল বন্ধু-বান্ধবী যাদের সাথে আজ আর লতার কোনও যোগাযোগ হয় না তাদের খবর ও পেল লতা শুভদ্রার কাছ থেকে। এদের মধ্যেই বিশেষ একজনের খবর নিল লতা তাও কথা ঘুরিয়ে। জিজ্ঞাসা করল শুভদ্রার বিয়েতে কে কে এসেছিল? উত্তরে শুভদ্রা জানালো যে–সকলেই গিয়েছিল, তাদের ইউনিভার্সিটি লাইফের সকল বন্ধু বান্ধবীরা। শুধু লতাকেই সে মিস করেছে।

লতা – তাও কারা গেল?

শুভদ্রা – সকলেই। আর তুই কি অনিমেশ –এর কথা জিজ্ঞাসা করছিস? ও কোথায় আছে, কি করে? এগুলো?

লতা জানালো, মোটও না, Just এমনি বন্ধুত্বের খাতিরে খোঁজ।

হাসলো শুভদ্রা – হ্যাঁ বন্ধুত্ব। আজ বন্ধুত্ব কোথায়রে? ওইতো New Year আর বিজয়াতে দুটো ফোন, আর ফেসবুক, whatsapp !! বন্ধুত্ব -র মানে কেউ বোঝে?

চুপ করে গেল লতা।

শুভদ্রা বলল, শোন তাও জানিয়ে রাখি, সেদিন একটা কাজে পার্ক স্ট্রিট গেছিলাম, হঠাৎ রাস্তায় দেখা অনিমেশের সাথে, জানতে পারলাম ও পুরো পুরিই গোয়াতে শিফ্‌ট করে গেছে।

লতা অবাক স্বরেই বললো কেন? গড়িয়ার ফ্ল্যাটটা? আর ওঁর বাবা কেমন আছেন।

শুভদ্রার মুখেই জানতে পারলো গেলো বছর আজকের দিনেই লতা যখন নবারুণ এর সাথে বিয়ের পিঁড়িতে, তখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে মৃত্যুকে আপন করে নেয় অনিমেশ -এর বাবা।

লতা স্তব্ধ ....

– শুভদ্রা শুধু বললো, অনিমেশ দিন কয়েকের জন্য নাকি এখানে আছে, ওদের ফ্ল্যাটের পেপারস্ রেডি করবে। ওটা বেচে দেবে।

কেন? বেচবে কেন?

– কি করবে? কে আর আছে?

কেন? তোরা? বন্ধুরা?

– ও যে কদিন এখানে আছে দুপুরটা পার্কস্ট্রিটের অক্সফোর্ডেই কাটায়। তিনটে বাজলে বই পড়া শেষ করে উঠে যায়।

রাত বাড়ছিল, শুভদ্রা কথাটা শেষ করেই নবারুণ আর আর তার প্রিয় বান্ধবীকে উইস করে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিল। একে -একে প্রায় সকলেই চলে গেল তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে।

সে রাতে এক অজানা কারণে আর ঘুম এলো না। ঠিক পরদিনই নবারুণ অফিস যাওয়ার পথে লতা শুধু জানালো যে নব যদি অফিসে পৌঁছে গাড়িটা পাঠিয়ে দেয়...

নব– কেন? কোথাও বেরোবে? কি, ছুটি নেবো নাকি? সিনেমার প্ল্যান? লতা জানালো– না, ওই রবি ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ'-র জন্য অক্সকোর্ড যেতে হত, পার্কস্ট্রিট।

নবারুণ–অবশ্যই পাঠিয়ে দিচ্ছি। সাবধানে যেও কিন্তু। দুপুর নাগাদ অক্সফোর্ড পৌঁছোয় লতা। 'চতুরঙ্গ' হাতে নিয়ে দোতলায় টেবিলে বসে পড়ার জন্য যায়, সেখানে অনিমেশ

বসা। বাকরুদ্ধ অবস্থায় কয়েক সেকেন্ড দুজন, দুজনের দিকে তাকিয়েই থাকে। কোনো কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে গেছিল সেই মুহূর্তে, দুজনের। নিস্তব্ধতা ভাঙল অনিমেশের শব্দে।

বল কেমন আছিস? এখানে হঠাৎ?

—ভালো, তুই কেমন আছিস? অনেক রোগা হয়ে গেছিস, শুভদ্রার মুখে শুনলাম গোয়া শিফ্‌ট করছিস? আর কাকুও তো .... একবারও জানানোর প্রয়োজন মনে করলি না। অনিমেশ মুখ খুললো, কি করতাম জানিয়ে? তখন তুই তোর নতুন জীবন শুরু করতে চলেছিস। ব্যস্ত। তাছাড়া সেই মুহূর্তে তোর জীবনে আমার কোনো সময় ছিল না।

তা এখন বিয়ে করেছিস, নিশ্চয়ই খুশি, বর ভালোবাসে?

লতা, অনিমেশকে থামিয়ে দিয়েই বললো .... উঠিরে, দেরি হয়ে গেল।

অনিমেশ উত্তর দিল — এমন প্রশ্ন করিস্ কেন যার ভাবার শোনার ক্ষমতা নেই! লতা চুপ করে রইল।

দুজনেরই ইচ্ছা হচ্ছিল, অতীতের মতো, আবার ও একে অপরে হাতধরে যাকে চোখে চোখের ভাষার কথা বলে। কিন্তু ইচ্ছেকে হার মানতে হচ্ছে ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের কথা মাথায় রেখে।

অনিমেশ আবার বললো কয়েকদিনের জন্য কলকাতার আছি, গড়িয়ার ফ্ল্যাটটা বেচে দেবো, পেপারস —এর কাজ মিটলে একেবারে গোয়া, আদৌ আর এখনে আসা হবে কিনা জানি না, তাই চল না আগের মতো সেই আড্ডার জায়গার —

কোথায়? কফি হাউস? লতা বললো।

—হ্যাঁ, তোর প্রবলেম নেই তো? বর কিছু বলবে না তো? আমি পুরোটাই সেলফডিপেন্ডেন্ট। বর কি বললো তার দরকার পড়ে না। নিজেকেই বেশি ভালোবাসি এখন। লতা বললো।

— হুম, বুঝলাম, জানিস তো, আগের মতো আজও তোর চোখের ভাষাটা পড়তে পারি। অনিমেশ বললো।

— লতা, নিশ্চুপ।

কফি হাউস পৌঁছে, কফির পেয়ালায় চুমুক আর অনিমেশের প্ল্যানটা জানালো লতা কে শুধু — শুভদ্রার সাথে কথা হয়েছে। ভাবছি এই সপ্তাহটাই তো কলকাতায়, তাই উইক —এন্ডে যদি ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের মধ্যে আমাদের ব্যাচটা কোথাও গিয়ে ...

— কোথায় যাচ্ছিস তোরা? লতা বললো

— তোরা মানে? তুইও যাবি তো। কেন, বর ছাড়বে না?

বললাম না। আমি এখন সেলফডিপেন্ডেন্ট। তাছাড়া নিজের ভালোটাই বুঝি বেশি। লতা বললো। কবে যাওয়া হচ্ছে তবে? কোথায়? উত্তর এল — এই শনিবার। শান্তিনিকেতন। সকালে ট্রেনে।

প্ল্যান মাফিক সবটাই হল। ছয় জনের একটা দল শান্তিনিকেতনে এসেছে। সকলেই আড্ডার রত, শুধু নেই লতা। ও এসে থেকে ঘরের ওই বারান্দায় আনমনে দাঁড়িয়ে। ওদিকে আড্ডায় গিটার হাতে অন্তক্ষরিতে মেতেছে সকলে। অনিমেশ বললো এই তোরা চালা আমি একটু আসছি।

এখন এই বারান্দাতে অনিমেশ আর লতা। মুখোমুখি দুজনে নিশ্চুপ। কারওরা না নেই। শুধু দুজনের চোখের ভাষারা কথা বলে চলেছে। দীর্ঘ তিনবছর বাদে আগের আগের মতো ওরা দুজন একসাথে সময় কাটাচ্ছে।

লতার চোখে জল। এবার কথা ফুটলো। কেন এলি?

অনিমেশ — অভিমান হয়েছে?

— অভিমান নয়। তাড়িয়ে দিয়েছিলি তো। তাই .

--- আমি নিরুপায় ছিলাম রে লতা। জানিস্, আজও সেই তোকেই ভালোবাসি। সেদিন আমি নিজেও বুঝি নি রে যখন আজ থেকে তিনবছর আগে তোর এই নিস্পাপ গাল দুটোর প্রতি আমার হাতের নরম ছোঁয়া নয়, পড়েছিল কঠিন চড়, আজ সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার একটু সুযোগ দে, বললো অনিমেশ। হ্যাঁ সুযোগ পেল ওরা। দীর্ঘ তিনটে বছর পর আবার দুজনে একসাথে হল।

লতা জানতে চাইল — বিয়ে করেছিস? সম্পর্ক হয়েছে কারও সাথে? ভালোবাসলি কাউকে?

(প্রশ্নত্তরে অনিমেশ জানালো — প্রথমে হাসলো, বললো গোয়াতে গিয়ে এক মডেল -এর সঙ্গে সম্পর্ক একটা হয়েছিল বটে। কিন্তু ওটা ভালোবাসা নয়, পুরোটাই) .....

থামলো লতা।

লতার অশ্রুধারা দুহাতে মুছিয়ে তাকে আপন করে নিল অনিমেশ।

এবার ফেরার পালা। স্টেশনে পৌঁছে লতা দেখলো নবারুণ তাকে নিতে এসেছে। একটু মনে মনে অখুশিই হল লতা।

কি ব্যাপার আমি এসেছি দেখে খুশি হওনি? নবারুণ প্রশ্ন করল।

— নাহ্, সবাই একসাথে ছিলাম। না আসলেও হতো। চলে যেতেই পারতাম একা। লতা বললো।

নবারুণ জানালো, তাহলে সকলে তাদের গাড়িতে একসাথেই যাক না কেন?

— লতা বললো, থাক, ওরা চলে যেতে পারবে। ওদের গাড়ির দরকার নেই।

নবারুণ আর লতা গাড়িতে একসাথে রওনা দিল, আর বাকিরা তাদের মত।

নানারকম কথাবার্তা প্রসঙ্গে লতা জানতে পারে যে, তাদের সেই বিবাহ-বাষির্কীর দিনে শুভদ্রা আর লতার অনিমেশকে নিয়ে কথা আর তারপর বইকেনার ছলে অক্সফোর্ডে নবারুণের সাথে লতার দেখা করার একটা সুযোগ এ সকল নবারুন জানতো।

লতা বললো — এত কিন্তু জানার পরও আমাকে শান্তিনিকেতন যেতে দিলে!

নবারুণ বললো — কারণ আজও নিজের থেকে বেশী তোমাকে ভালোবাসি আর বিশ্বাস করি।

লতার দুচোখ বন্যার মতো অশ্রুধারা বইতে লাগলো, আর নিজের বিবেকের দংশনে শেষ হতে লাগলো। হঠাৎ লতা বললো গাড়ি দাঁড় করাও।

— কোথায় যাবে একা? এই হাই — রোডের মাঝে গাড়ি থেকে নেমে? নবারুণ বললো।

লতা জানালো বিশ্বাস করোতো আমাকে?

নবারুণ — বললাম না, অনেকখানি, নিজের থেকেও বেশি।

লতা — তাহলে সেই বিশ্বাসটাই কিছুক্ষণের জন্য ধার দাও, আমি ঠিক ফিরে আসবো তোমার কাছে, শুধু তোমার হয়ে। তখন মধ্যখানে থাকবে না কোনো দ্বন্দ্ব, থাকবে না বাধা।

নবারুণ — কোথায় যাবে? অনিমেশ -এর কাছে তো, আমি ছেড়ে দিয়ে আসছি।

লতা — না, এই লড়াইটা আমাকে একাই শেষ করতে হবে। লতা সোজা একাই এসে পোঁছেলো অনিমেশের ফ্ল্যাটে।

অনিমেশ বললো — ফিরে চলে এলি? মন দোটানায়? বুঝতে পারছিস কোনটা মানবি?

লতা বলতে লাগলো — না, রে, আমি জানি তুই নিজের থেকে অনেকগুন বেশি ভালোবাসতিস্ আমাকে, আজও বাসিস। কিন্তু, নবারুন ও আমায় নিজের থেকে অনেকখানি বেশি বিশ্বাস করে রে।

লতার দু-চোখে অশ্রুধারা বর্ষিত হচ্ছে অনবরত। বলে চলেছে— "বলব না সময়গুলোকে দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যেতে, কাছে থেকেও দূরে সরিয়ে দেব না। শুধু বলবো এখানেই থেকে যা, অতীত না ভুলে বন্ধু, খুব ভালো বন্ধু হয়ে সঙ্গে থেকে যা, সারা জীবন, নিজের জীবনে নতুন কাওকে এনে আলোকিত কর, বিশ্বাস দিয়ে। ভালোবাসাটা নয় রেখেই দিলি সেই 'প্রাক্তন' -এর নামে। কিরে পারবি না?

অনিমেশ ঘাড় নাড়লো। আর

ধীরে ধীরে ওর ফ্ল্যাট বিক্রির পেপারস গুলো সব কটাই ছিঁড়ে ফেলেছে।

আর, তার চোখ গিয়েছে চলে ওই রাস্তার বুকে শুয়ে থাকা ফাঁকা ট্রাম লাইনটার দিকে। রান্না ঘরের তাকে সাজানো রঙিন জলের বোতল গুলো আর দুআঙ্গুলের মাঝে থাকা আগুন যেন অনিমেশকে ডাক দিচ্ছে ....।।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষক সংসদ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৯ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৯ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

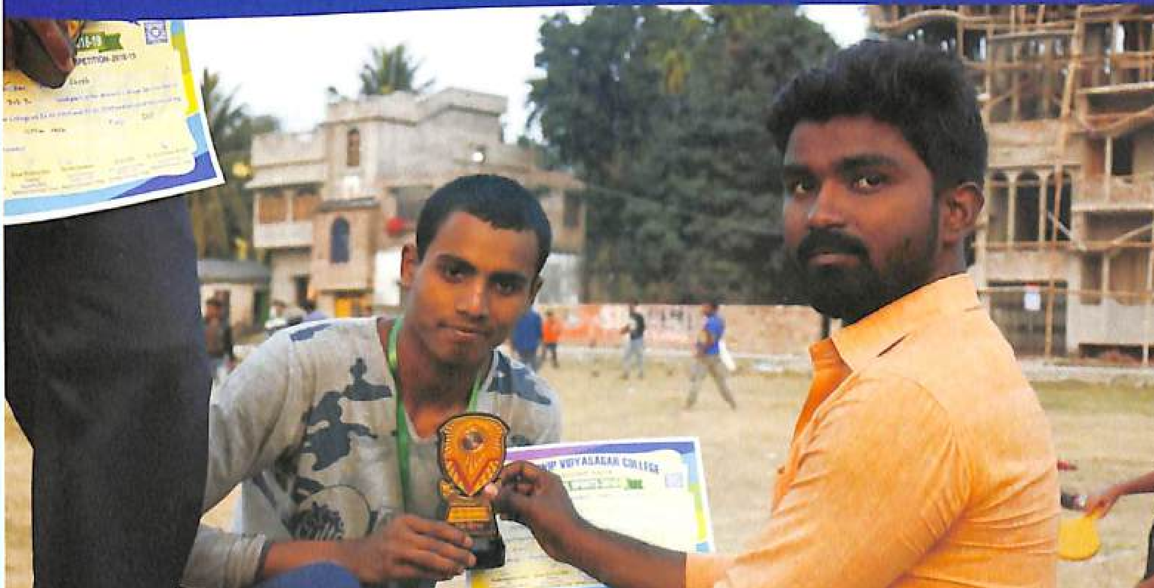

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৯ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৯ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৯ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

ছাত্র জীবনে গীতার মাহাত্ম্য

-- দেবারতি সিংহ, সংস্কৃত বিভাগ, স্নাতকোত্তর (২০১৮-১৯)

ভারতীয় জনজীবনে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ২৫তম অধ্যায় থেকে ৪২তম অধ্যায় পর্যন্ত মোট আঠারোটি অধ্যায়ে বিবৃত অংশই পৃথকভাবে 'শ্রীমদ্ভাবদগীতা' নামে চিহ্নিত হয়েছে। মহাভারতের অংশ হলেও স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে এটি অতি প্রাচীনকাল থেকে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এই ৭০০ শ্লোক সমন্বিত গীতার অধ্যায় সংখ্যা ১৮টি। তার মধ্যে অন্যতম হল তৃতীয় অধ্যায় 'কর্মযোগ'। যার প্রভাব ছাত্রজীবনে অসীম ও অনন্ত।

গীতার মধ্যে আলোচিত বিষয় বস্তুগুলির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, ভারতীয় দর্শনের কর্ম, জ্ঞান, সন্ন্যাস, ধ্যান, ভক্তি, মোক্ষ প্রভৃতি সমস্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এতসব বিষয় আলোচিত হলেও গীতার নিজস্ব একটি দর্শন আছে সেটি হল কর্মযোগ। সংকটময় মুহূর্তে কর্মত্যাগের বুদ্ধি অর্জুনকে গ্রাস করে বসেছিল। এই অবস্থায় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে দার্শনিকদের সমস্ত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যুদ্ধের মতো কর্মযজ্ঞে উদ্‌বুদ্ধ করাটাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য, যা বর্তমান সমাজ জীবনে একান্তই প্রয়োজন, বিশেষত ছাত্রসমাজে, কেননা এখনকার ছাত্রসমাজ প্রবল উগ্র এবং তারা দ্রুতই ধৈর্য্যচ্যুত হয়, তাই তাদেরকে এই সমাজের জন্য উপকারী ও উপযুক্ত বন্ধু ও মানুষ করে তোলা একান্তই প্রয়োজন। কারণ বর্তমান ছাত্রসমাজ এতই ভীত প্রকৃতির হয়ে উঠেছে যে তারা মনে করে যে সমাজের থেকে পালিয়ে গেলেই বুঝি মুক্তি লাভ।

তাই এই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে-- কর্ম ত্যাগ করে নৈষ্কর্ম্য উপভোগ করা যায় না।

'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।

ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।"

বাহ্যিক কর্ম ত্যাগ করলেও মনের কর্ম কেউ বন্ধ করতে পারে না। তাই বাহ্যিক কর্ম বন্ধ করে কোনো লাভ নেই। বরং বাহ্যিক কর্ম করেও মোক্ষ লাভ সম্ভব। তবে বাহ্যিক কর্ম করেও যদি সেই কর্মের ফলের আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করা যায় তাহলে মোক্ষ লাভ হয়। যা ছাত্রসমাজ কখনই করতে পারে না। তাই ছাত্রজীবনে গীতাপাঠ একান্ত প্রয়োজনীয় কারণ গীতা পাঠের দ্বারা ছাত্র ভবিষ্যত জীবনের শিক্ষা অর্জনে সমর্থ হবে। তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তাধারার বিকাশ হবে এবং তা স্বচ্ছ হবে। কারণ কর্মফল ভগবানে অর্পণ করতে হবে। তাহলেই কর্মের দ্বারা জীব বদ্ধ হয় না। সুতরাং নিষ্কাম কর্মও মোক্ষ আনতে পারে।

অদ্বৈত বেদান্তগণের কাছে গীতা উপনিষদের মতো জ্ঞানমার্গের গ্রন্থ। তাই গীতার উপদেশ শিরোধার্য।

সকলেই প্রকৃতিজাত গুণগুলির দ্বারা অর্থাৎ কামনা, হিংসা, লোভ প্রভৃতির দ্বারা অবশ হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়। যার প্রভাব ছাত্র সমাজে সবচেয়ে বেশি পড়ে। কারণ তারা লোভ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে একে অন্যের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সমাজের ক্ষতি করছে, তাদের দ্বন্দ্বে কেবল তারাই

ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এমন নয়, তাদের এই শত্রুতায় সাধারণ মানুষ ও নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং সামাজিক অবক্ষয় ঘটছে। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ হিংসা বা লোভ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, লোভই হল সকল নাশের এক ও একমাত্র কারণ, তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যে লোভকে ত্যাগ করতে হবে এবং তিনি এই বিষয়ে যে সকল উক্তি করেছেন তা সবই অত্যন্ত জরুরী ছাত্রজীবনে, তাই ছাত্রসমাজের পালিত সকল কর্তব্যের মধ্যে এক এবং অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল গীতা অধ্যয়ন।

লোকে কামনার বশে যে রকম কর্ম করে, অথবা কর্মফলাকাঙ্ক্ষা না রেখেও রাজসিক আসক্তির বশে কর্ম করবার নেশাতেই কর্ম করে, গীতা সেইরকম কর্মের ওপরে উঠতে বলেছে। এইভাবেই প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের কথা গীতায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

গীতা অপর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি

বাহ্যিক ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়গুলির চিন্তা করতে থাকে, সে আত্মসংযমের প্রকৃতমর্ম বোঝেনি, সে বিমূঢ় ও ভ্রান্ত। সেই জন্যই তার সমস্ত আচারই মিথ্যা ও নিষ্ফল, তাই সে মিথ্যাচারী। যা বর্তমান ছাত্রসমাজকে বলা হয়ে থাকে, যার কবলে পড়ে আমাদের দেশ আজ সাম্প্রদায়িকতার অভাব বোধ করছে। তাই গীতা পাঠের দ্বারা যদি ছাত্রসমাজ কিছু শিক্ষা নেয়, তাহলে তা আমাদের দেশের জন্যই মঙ্গলজনক। কারণ গীতাতেই বলা হয়েছে যে যিনি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের দ্বারা সংযত করে নিরাসক্ত হয়ে কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন তিনি শ্রেষ্ঠ–

"যস্ত্বিন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুনঃ
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ বিশিষ্যতে।। ৩/৭

তাই বলা হয়েছে যে মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ মানে ইন্দ্রিয়গুলিকে ঈশ্বরপরায়ন হতে হবে, কিন্তু একবারেই এই পরম সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই এই গীতার মাধ্যমে সকল ছাত্রসমাজকে এই বার্তাই দেওয়া হয় যে প্রথম থেকেই সকল কর্মের মধ্যে ভগবানকে স্মরণ করতে হবে। বাসনা, কামনা, রাজদ্বেষের বশে পরিচালিত না হয়ে বুদ্ধির দ্বারা শুভাশুভ, পাপপুণ্য, কর্তব্য, অকর্তব্য বিচার করে কর্ম করতে হবে। যা একমাত্র গীতা পাঠের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

মনীষীরা যজ্ঞ, দান, তপস্যা করেন। সেগুলি তাঁদের চিত্ত শুদ্ধির জন্য।

'যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষীনাম্। ১৮/৫

চিত্ত শুদ্ধি হলে তার দ্বারা অন্য সব কর্ম নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। সুতরাং নিয়ত বা নিয়ন্ত্রিত কর্ম করা দরকার। আর কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রথম অবস্থায় শাস্ত্র আমাদের সহায়তা করে --

"তস্মচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কথমিজানি।

যুদ্ধশাস্ত্র, কৃষিশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয় তা নিয়ে অজস্র উপদেশ দিয়েছে। সাধারণত প্রকৃত জীবনকে সংযত ও সুশৃঙ্খল করে তুলতে এই সব শাস্ত্র আমাদের সাহায্য করে। গীতা সেই কথাই বলেছে। তাই সকল ছাত্রেরই উচিত তাদের ছাত্রাবস্তায় গীতা অধ্যয়ন, তার ফলে তার ভবিষ্যত আরও সমুজ্জ্বল ও দীপ্ত হয়ে উঠবে।

প্রিয় বন্ধু

প্রীতম ঘোষ, জীববিদ্যা বিভাগ, প্রথম বর্ষ (২০১৮-১৯)

সম্প্রতি আমি সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করেছি। এমনই একটি দিনে পড়ন্ত বিকেলবেলা ছাদের ওপরে বসে বসে ছোটবেলাকার জীবনের কথা ভাবছি আর নীচে বাচ্চাদের খেলাধূলা দেখছি। হঠাৎ করে স্কুল জীবনে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু সাগর এর কথা মনে পড়ে গেল। তার জন্য মনটা হঠাৎ ভার হয়ে এল। আমার বাড়ি দিগনগর গ্রামে আর সাগরের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে। ওখানে আমার একটি মাসির বাড়িও রয়েছে। হঠাৎ পরের দিন নিমন্ত্রণ পেলাম মাসির মেয়ের অন্নপ্রাশন। ভাবলাম একবারে দু কাজ হবে। যথারিতি দিনের দিন আমি সাইকেল করে রওনা দিলাম। হঠাৎ মাসিদের পাড়ায় ঢুকতেই মাঠের মধ্যে সাগরের সাথে দেখা। মনটা খুশি হয়ে উঠল। কিন্তু সাগরকে মনে হল ব্যস্ত, সে বলল সন্ধেবেলা দেখা হবে। আমি মনে মনে বললাম এখন যা পরে দেখছি তোকে। সন্ধেটা আজ যেন একটু তাড়াতাড়ি নামল। পুব আকাশে আলতো মেঘের কণা। আমি মাসির বাড়ীতে বলিনি যে ঘুরতে যাব। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে সাগর সাইকেল করে এসে বলল "চল প্রীতম"। আমি বৃথা বাক্য ব্যয় না করে বেরিয়ে পরলাম। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করাতে ও বলল এখানেই একটা নতুন বিরিয়ানীর দোকান হয়েছে সেখানেই যাবে। খাওয়া দাওয়া শেষে যেই বেরোতে যাব হঠাৎ প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। এদিকে দেরি হচ্ছে দেখে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। ঝড় বৃষ্টি কমতেই আমরা দ্রুতবেগে বেরিয়ে এলাম। এবার আমি কিছুই চিনতে পারছি না। সাগর বলল তুই আমাকে ফলো কর একটা নতুন রাস্তা দিয়ে যাব। হঠাৎ আমার সাইকেলটা কাদায় আটকে যাওয়াতে সাগর ছুটে এসে বলল "আমার হাতটা ধর"। আমি হাতটা ধরে চমকে উঠলাম, এযে বরফের মতো ঠাণ্ডা। জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল ও বৃষ্টি পরেছে তাই। মাসীর বাড়ির সামনে এসে সাগর বলল 'প্রীতম চলি জানিনা আবার কবে দেখা হবে, কিংবা আদৌ দেখা হবে কিনা? সাগরের কথাটা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ঢুকে মাসী বলল কোথায় ছিলিস এবং অনেকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। হঠাৎ সাগরের নাম বলাতেই সব চুপচাপ। তার দু'মিনিট পর মাসী বলল এক বছর আগে ঠিক এই সময় ম্যালেরিয়াতে ভুগে সাগর মারা গিয়েছিল। ও তোর সাথে কিভাবে গেল? কথাটা শুনতেই আমার সারা শরীর পাথর হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম তাহলে কী সাগরের হাত ধরার সময় আমার যা মনে হয়েছিল সেটা সত্যি। এরপর আমার ভীষণ জ্বর এল। আজ এক বছর হল ঘটনাটা ঘটে গেছে। তাও যেন ভাবতেই কেমন লাগে। এখন ঘটনার কথা মনে পড়লে বসে বসে মনে মনে বলি "আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে তুমি সার্থক করেছ ভগবান, বিপদের সময় আমার জীবন রক্ষা করেছে সে।"

পরিবেশ দূষণে নতুন বিপদ 'ই-জঞ্জাল'

– বিজয় ভৌমিক, রসায়ন বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ (২০১৮-১৯)

বাতিল কম্পিউটার আর মোবাইল ফোন এখন পরিবেশ দূষণের প্রশ্নে এক নতুন বিপদ নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রযুক্তির এই দুই অগ্রনী উপাদান বাতিল হয়ে যাওয়ার পর যে বৈদ্যুতিন বর্জ্য তৈরী হচ্ছে, তাকে দূষণের নতুন কামড় বলা যায়। প্রায় এক দশক আগে এ ব্যাপারে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছিল।

বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে, একটি কম্পিউটার মনিটরে গড়ে আড়াই থেকে তিন কিলোগ্রাম সিসা থাকে। এছাড়াও থাকে বেরিলিয়াম, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম ও পারদ। এই সকল ধাতু শুধুমাত্র মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকারক তা নয় অন্যান্য প্রাণী দেহের জন্যও ক্ষতিকারক।

মনিটরে থাকা বেরিয়াম মানবদেহের হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ অকেজো করে দেয়। মাদার বোর্ডে থাকা বেরিলিয়াম ক্যান্সার কোষের জন্ম দিতে পারে। কম্পিউটার চিপ ও মোবাইল ফোনের চার্জার ব্যাটারীতে ব্যবহৃত ক্যাডমিয়ামের প্রভাবে প্রস্রাব অনিয়মিত হওয়া, হাড়ের বিভিন্ন বিভিন্ন রোগ ও ক্যান্সার হতে পারে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন কম্পিউটার ফ্লপি ডিস্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ক্রোমিয়াম। এই ক্রোমিয়াম সহজে আমাদের দেহের কোশের পর্দা ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। এর মারাত্মক পরিণতি হল ডি.এন.এ কাঠামোর ভাঙন, এছাড়াও হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস ও অ্যালার্জি উল্লেখ্য, সিসা ও পারদ মানব সভ্যতার প্রাচীন যুগ থেকেই ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত। তাই বাতিল কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ সমস্যা সারা বিশ্বের।

সমীক্ষা প্রকাশ, ভারতের ৬টি মহানগরে (মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী ও কলকাতা) শুধুমাত্র বাতিল কম্পিউটার থেকেই প্রতি বছর প্রায় ১০,৮০০০ টন আর মোবাইল ফোন থেকে ৭৫ টনের বেশি বৈদ্যুতিক বর্জ্য তৈরী হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর বাতিল হওয়া কম্পিউটারের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। তার ৮৯% প্রতি বছর এশিয়া মহাদেশের গরীব দেশে পাচার করা হয়। তা যদি না হতো কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হত তা সহজে অনুমেয়।

প্রসঙ্গত, অকেজো কম্পিউটার মোবাইল থেকে উদ্ধার করা যন্ত্রাংশ ও ধাতুর বাজার বেশ লোভনীয়। এদেশের মোট বৈদ্যুতিন বর্জ্যের আর্থিক মূল্য ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার। কলকাতাসহ অন্যান্য শহরের বেশ কিছু অঞ্চলে খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক বর্জ্য পুড়িয়ে অথবা অ্যাসিডে গলিয়ে তা থেকে ধাতু বের করা হয়। খোলা যায়গায় ওই জঞ্জাল পোড়ানোর সময় বাতাসে মিশতে থাকে সালফার ডাই অক্সাইড, ক্রোমিয়াম অক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস, যাতে আক্রান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এই সব উপাদান ফুসফুসে ক্ষত থেকে শুরু করে দুরারোগ্য ক্যান্সারও থাবা বসাতে পারে। এইসব বৈদ্যুতিন বর্জ্য মাটিতে পুঁতে রাখাও সম্ভব নয়। এর ফলে ভূমিজলের ভাণ্ডারও দূষিত হয়ে যাবে। পরিবেশ দূষিত, এই দূষণের নতুন বিপদ থেকে বাঁচার উপায় হল 'রিসাইকেল'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সব উন্নত দেশে এখন কড়া ফরমান জারি করা হয়েছে, রিসাইকেল না করে কম্পিউটার সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিন বর্জ্য কোথাও ফেলে রাখা যাবে না। কিন্তু রিসাইকেল একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া, চালানো কষ্টসাধ্য। তাই জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া ভারত ছাড়া অনেক উন্নয়নশীল দেশে বৈদ্যুতিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন বিশেষ আইন বিধিনিষেধ প্রণয়ন করা হয়নি। তাই ১০ বছর পরেও পরিস্থিতির খুব বেশি বদল ঘটেনি।

বুড়িটা

সুতপা মণ্ডল, ছাত্রী, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ (২০১৮-১৯)

প্রত্যহ কলেজ যাবার পথে দেখতাম বুড়িটাকে। একটা প্রাচীন মাটির ঘর। বাড়িটার চারপাশে জঙ্গল। বাড়িটির মধ্যে একটি ছোট্ট উঠোন, উঠোনের এক পাশে বুড়িটা বসে থাকত। একদিন আমরা কলেজ থেকে ৩টের সময় বাড়ী আসছি। বুড়িটার বাড়ির পাশ দিয়ে যখন আসছি তখন দেখি ঘরের বারান্দা বাঁশের খুঁটি ঠেস দিয়ে বুড়িটা কাঁদছে। আমি ও আমার বন্ধুরা তার কাছে গেলাম। বুড়িটা ভালো হাঁটতে পারতো না। দুই হাতের ওপর ভর করে ঘেঁসটে ঘেঁসটে এল আমাদের কাছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম "কাঁদছো কেন ঠাকুমা"? বুড়িটা বললো, "বাছারা আজ এখনো আমি কিছু খাইনি।" আমাদের সব টিফিনগুলো আমরা দিলাম ঠাকুমাকে। মন খুলে আশীর্বাদ করলো ঠাকুমা।

আর একদিন বিকাল ৪টের সময় আসছি, দেখি বুড়িটা শুকনো ভাত আর শাক পাতা ভাজা নিয়ে খেতে বসেছে। বুড়ি ঠাকুমার প্রতি কেমন মায়া পড়ে গেল আমার হাত খরচের ৫০ টাকা দিলাম বুড়ি ঠাকুমাকে।

বাড়ীতে এসে বাবা ও মা-কে বললাম বুড়ি ঠাকুমার কথা। তার শতছিন্ন ময়লা একটা কাপড়ের কথা। বাবা ১০০ টাকা দিল বুড়িটাকে দিতে। আমার ঠাম্মা সব শুনে তাঁর একটা নতুন কাপড় দিয়ে বলল, কাল কলেজ যাওয়ার সময় এটা ওকে দিস। পরদিন কলেজ যাওয়ার সময় পথে বুড়িটার বাড়ি গেলাম। আমি বাবার দেওয়া টাকা আর কাপড়টাকে দিলাম। তার অন্তর থেকে ঝরে পড়লো আশীর্বাদ-- "একশ বছর বেঁচে থাকো বাছা।"

"তোমার ছেলে মেয়ে নেই?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'আমার পাঁচ ছেলে। তোমার ঠাকুরদা ছিলেন এলাকার বিখ্যাত ঘরামি। অনেক কষ্টে ছেলেদের মানুষ করেছিলাম। আজ কে কোথায় চলে গিয়েছে। কলেজ থেকে বাড়ী আসছি দেখি বুড়িটার বাড়ীর সামনে কিছু লোকের জটলা। বাড়ীর ভেতরে অনেক মহিলার ভিড়। সাইকেল রেখে বাড়ীর ভেতরে গেলাম। বারান্দায় একটা মাদুরে বুড়িটা শুয়ে আছে। একজন মহিলা বললো "কখন মারা গিয়েছে কেউ জানে না।" ওপরে ঢাকা দেওয়া ছিল আমার সকালে দেওয়া সেই শাড়িটা। চোখে জল এসে গেল। থাকতে পারলাম না। চলে আসলাম বাড়ীতে। বাড়ীতে এসে কিছু খেতে পারলাম না। শুধু মনে থেকে গেল বুড়িটার কথা। কলেজ যাওয়ার সময় বুড়িটার বাড়ির দিকে একবার তাকাতাম। হঠাৎ দেখলাম বাড়ীটা পরিস্কার হয়েছে। উঠোনে একটা প্যান্ডেল। মাথা ন্যাড়া তিনজন লোক এবং দুইজন মহিলা তদারকি করছে। বাড়ীর এক কোণে বড় বড় মাছ কাটা হচ্ছে। রাস্তায় যেতে গন্ধ পেলাম ঘিয়ে ভাজা লুচি ও তরকারির।

হাসি পেল। জানি না বুড়িটা এখন কোথায়? একরাশ ক্ষুধা নিয়ে যে বুড়িটা চলে গেল, সেও হয়তো অলক্ষ্যে আমার মতোই হাসছে।

"আপনার দীপ করি জ্বালো,
দুর্গম সংসার পথে
অন্ধকারে দিতে হবে আলো।"
-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ব ইতিহাসে নারীর অধিকারের আন্দোলন

– লিপিকা তালুকদার, ইতিহাস বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ (২০১৮-১৯)

কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হবে এমন কিছু লিখতে হবে। কখনো কিছু লিখিনি। তাই কি লিখবো ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে হল আমি তো একজন নারী, নারীদের সম্পর্কে লিখলে কেমন হয়। ছোটবেলা থেকেই মা, কাকিমা, ঠাকুরমার কাছে শুনে এসেছি নারীদের নাকি কোন সম্মান নেই। তাদের নাকি কোন অবদান নেই। আজ একজন ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী হয়ে আমি যখন প্রাচীনকাল থেকে নারীদের অবস্থানকে দেখি তখন আমার মনে হয় মা, ঠাকুরমার কথাটা কিছু অংশে ঠিক আবার কিছু অংশে ভুলও ছিল। কারণ বিশ্ব ইতিহাসে পুরুষদের যতটা অবদান আছে ঠিক ততটাই অবদান আছে নারীদের। তাই এই কারণেই তো কবিগুরু নজরুল বলেছেন--

"বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণ কর
অর্ধেক তার সৃজিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে নারীরা অবহেলিত। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগের কিছু মহীয়সী নারী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও রাজনীতিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েও স্মরণীয় হয়ে আছেন। যেমন -- ঘোষা, অপলা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, হাইপেশীয়া, ক্লিওপেট্রো প্রভৃতি। কিন্তু এই প্রতিভাধর মহিয়সীরা ছিলেন সমাজের ব্যতিক্রম মাত্র। সমাজের অধিকাংশ নারীর কোন অধিকার ও মর্যাদা ছিল না। তাদের উপর অমানবিক অত্যাচার করা হত। যেমন চীনের নারীদের লোহার শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখা হত। আরব দেশগুলিতে সামান্য অপরাধে মেয়েদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হত। ভারতে স্বামীর মৃত্যুর পর তার সদ্য বিধবা স্ত্রীকে জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারা হত। মধ্য ভারতে জন্মের পর কন্যা সন্তানদের হত্যা করা হত। দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধি কম বলে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে তাঁদের অবহেলা করা হত। নারীকে পুরুষের সম্পত্তি ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ভাবা হত। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতিরও বদল হয়। পুরুষদের মধ্যে জাগ্রত হয় শুভবুদ্ধি। শুরু হয় নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন। নারী সমাজও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

বিগত শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নারী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। প্রথমে ইংল্যান্ডে এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীকালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডাসহ পশ্চিমী দেশ ভারতসহ এশিয়া মহাদেশেও পরিব্যাপ্তী হয়। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম লেখনী ধারণ করেন ইংল্যান্ডের মেরী ওলস্টনস্ক্রাফট। তিনি বিভিন্ন ধর্মী নারী অধিকার এর কথা ব্যক্ত করেন ও নারী সংস্কার কথা তুলে ধরেন। ইংল্যান্ডে ১৯০৩ খ্রিঃ নাগাদ সংগ্রামী নারীসংগঠন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় WSPU (Women's Social and Political Union) এবং এই সংগঠনের মূল দাবি ভোটাধিকার। এই সংগঠনের নেতৃত্বে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন শ্রেণীর নারীরা ব্যাপকমাত্রায় আন্দোলনে সংগঠিত করে কারা বরণ করেন এবং পার্লামেন্টের মধ্যেও আন্দোলন সঞ্চারিত হয়। আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে এই সংগঠন ইংল্যান্ডকে বিভিন্নভাবে যুদ্ধ কেন্দ্রীক শিল্পোৎপাদন ও রসদ প্রস্তুতিতে সাহায্য করে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৪৮ খ্রিঃ এলিজাবেথ ক্যাডির নেতৃত্বে নারী অধিকার কনভেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি লুসি স্টোন এবং নেতৃত্বে গড়ে ওঠে জাতীয় মহিলা অধিকার কনভেশন। এভাবে ১৮৬০ এর দশকে ক্যাডি ও স্টোন এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে Women's National Loyal League। ১৯২০-১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একটি বা একাধিক দাবিতে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে এবং এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লিগ অপ উইমেন্স ভোটারস (১৯২০ খ্রিঃ) ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ নিগ্রো উইমেন (১৯৩৫ খ্রিঃ)

বিভিন্ন দেশে নারী প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠন গড়ে ওঠার পাশাপাশি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গঠন করেছিল "Status of Women's" পরবর্তীকালে

সংবলিত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রচনা পত্র পত্রিকার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০-এর দশকে সিমেনো দ্যা বোভেয়ার রচনা করেন "The Second Sex" । আবার ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে বেটি ফ্রিডেয়ান রচনা করেন "The Feminine Mysique". বস্তুতপক্ষে এইভাবে গড়ে ওঠা নারী আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা অধিকতর সামাজিক আন্দোন। পাশাপাশি সংগ্রামী নারীবাদী গোষ্ঠী ১৯৬০ এর দশক রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির জাতীয় সচেতনতাও গড়ে তুলেছিল।

১৯৬০ এর দশক থেকে নারী মুক্তি আন্দোলন সূচনা হয়। আন্দোলনকারীগণ পুরুষের সমান বেতন, আইনের ক্ষেত্রে সম অধিকার, পরিবার পরিকল্পনার দাবি করেন। নারীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ছিল। ICW (The International Council of Women) ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে মার্চ এপ্রিল মাসে ওয়াশিংটনে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ইংল্যান্ড, ডেনমার্কসহ ৯টি দেশের মহিলা প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হন ও সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ৭০টি দেশে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক স্বীকৃত এই প্রতিষ্ঠানের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নারী পুরুষের সমানাধিকার ও সমকাজে সমবেতন এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে ১৯৭৫ খ্রিঃ EEC (Equal Opportunity Commission) আইন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আইন ইউরোপের অন্যান্য দেশেও প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশ শতকে চাকরির ক্ষেত্রে নারী অধিকার আন্দোলনের একটি দিক। ব্রিটিশ হংকং সরকার ১৯৭০ এর দশকে চাকরি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমসুযোগ ও সমবেতন প্রদানে অস্বীকার করে।

উনিশ শতকে ভোটাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতার দাবী তোলা হয়। ১৮৯৩ খ্রিঃ প্রথম নিউজিল্যান্ডে জাতীয় স্তরে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। ক্রমশ অস্ট্রেলিয়া (১৯০২ খ্রিঃ) ফিনল্যান্ডে (১৯০৬ খ্রিঃ) নরওয়ে (১৯৯৩ খ্রিঃ), ডেনমার্ক (১৯১৭ খ্রিঃ) কানাডাসহ পোল্যান্ড, সুইডেন.(১৯১৮ খ্রিঃ) জার্মানি (১৯১৯ খ্রিঃ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (১৯২০ খ্রিঃ) ফ্রান্স (১৯৪৪ খ্রিঃ) প্রভৃতি দেশে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ১৮৪০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি আইনের মাধ্যমে নারীদের সম্পত্তির অধিকার প্রদান করা হয়।

১৮৭০ এর দশক থেকে স্বেচ্ছা মাতৃত্ব সংক্রান্ত ধারণা তত্ত্ব নারী মুক্তির একটি বিশেষ দিক বলে ঘোষিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে মার্গারেট সাঙ্গের ইংরেজি ভাষায় "জন্ম নিয়ন্ত্রণ" কথাটি জনপ্রিয় করে তোলেন। Marie Stopes নামক একজন প্রচারক পরবর্তীকালে "গর্ভ নিরোধক" তত্ত্ব প্রচার ও জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি ইংল্যান্ডের উপনিবেশগুলিতে এই তত্ত্ব জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এইভাবে নারীরা তাদের নিজেদের শরীরের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে গর্ভপাতকরণও আইন সম্মত হয়।

নারীর অধিকার বলতে বোঝায় ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সামরিক দায়িত্ব পালনের অধিকার, বিবাহের অধিকার ও মাতৃত্বের অধিকার। বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সব দেশেই নারীদের অধিকার স্বীকৃত হয়। শ্রীলঙ্কার সিরিমাভো বন্দর নায়েক বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন। পরবর্তীকালে ভারতে ইন্দিরা গান্ধি, ইংল্যান্ডে মার্গারেট থ্যাচার, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা ও খালেদাজিয়া, পাকিস্তানে বেনজির ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হ'ন। এইভাবে নারী শক্তির উত্থান ঘটে।

নদীর গতিপথে মানব জীবন দর্পণ

– অর্পিতা ধর, বিভাগ-এম.এ সংস্কৃত, প্রথম বর্ষ -(২০১৮-১৯)

শ্রীচৈতন্যধাম নবদ্বীপের পাশ দিয়ে কুলু কুলু রবে বয়ে চলেছে ভাগীরথী। সগর রাজার বংশ উদ্ধারার্থে ভগীরথ গঙ্গাকে মর্তে আনয়ন করেন তাই নাম ভাগীরথী। এই ভাগীরথী আবার সঙ্গে নিয়েছেন জলাঙ্গীকে। আসল নাম জলঙ্গী। কবি জীবনানন্দ দাস তাঁর 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় এই 'জলঙ্গী' ('জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;") ব্যাকরণগত ত্রুটি লক্ষিত হওয়ায় আমিও 'জলাঙ্গী' শব্দটি ব্যবহার করলাম। নবদ্বীপ থেকে স্বরূপগঞ্জ বা কৃষ্ণনগর যেতে হলে এই জলপথই যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। আমিও এই পথ দিয়ে অনেক যাতায়াত করি কিন্তু কোনদিনই ভাগীরথী এবং জলাঙ্গীকে এইভাবে দেখা হয়নি। হয়তো বা কোনো দিনই দেখা হতো না, যদি না বিশ্বামিত্র-নদী সূক্ত পড়াবার সময় ম্যাডাম বিপাশা এবং শতদ্রু নদীর জল প্রবাহের সঙ্গে ভাগীরথী এবং জলাঙ্গীর তুলনা করতেন।

সেদিন ক্লাসে বিশ্বামিত্র নদী সূক্ত পড়ানো হচ্ছিল। এই সূক্তে বলা হয়েছে -- রাজা সুদাসের পারিবারিক পুরোহিত ছিলেন পিজবন পুত্র ঋষি বিশ্বামিত্র। তিনি পৌরহিত্য কর্মের দ্বারা প্রচুর ধন লাভ করে যখন স্বগৃহে ফিরছিলেন তখন পথে বিপাশ্ ও শুতুদ্রী নদীর সংগম পড়ে, সেটি উত্তীর্ণ হবার জন্য তিনি নদীদ্বয়কে 'ভগিনী' বলে সম্বোধন করেন। নদীর তাঁর কথার উত্তর দেয় এবং তাকে পার হতে অনুমতি দেয়।

সেদিনই কলেজ শেষে একটি কাজের সূত্রে স্বরূপগঞ্জ যাওয়ার জন্য গঙ্গার ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছি – দূর থেকে নদী দুটিকে দেখে মনে হল যেন– দু'জন পাশাপাশি বয়ে চলেছে ঠিকই কিন্তু দুজনেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। একে অপরের সাথে মিলে যাচ্ছে না কিন্তু নৌকাটি যখন নদী দুটির সংযোগস্থলে এসে উপস্থিত হল তখন মনে হল – দু'জনের মিল নেই কে বলেছে? তাদের মিল খুব গভীরে, খুব নিকট থেকে না দেখলে তা বোঝা যাবে না। সেদিন আমি আমার জীবনের একটি মূল্যবান শিক্ষা পেলাম-- বন্ধু-বান্ধব যাদের সঙ্গেই মেশোনো কেন নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলো না আর মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হওয়া উচিত অন্তরের অন্তরতম স্থলের।

নদী দুটিকে দেখে আরো মনে হল – নদীরা যেমন সাগরের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে শান্ত, ধীরভাবে একে অপরকে স্পর্ধা করছে না বরং দু'জনেই নিজেদের একই পথের পথিক মনে করে একে-অপরকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে তেমনি আমরাও যে ধর্মাবলম্বী হই না কেন সেই পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলা উচিত শান্ত ও ধীর পদে। আমরাওতো একই পথের পথিক। কী হবে একে অপরকে স্পর্ধা করে?

নারী নিগ্রহে নির্বিকার সমাজ

– প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ (২০১৮-১৯)

কথায় আছে – 'যে গৃহে নারীর আদর, সেখানে দেবতা সানন্দে বিচরণ করে', কিন্তু সত্যিই কি তাই? বরং আমাদের এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর পরিধিটা যেন সিমীত আর সেটা যেন পুরুষ সমাজের দ্বারাই নির্ধারিত। বিখ্যাত একটি গ্রন্থ 'The Second sex' এ বলা আছে -- 'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে', নারীর অধিকারের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ আমাদের সামনে তা হল – মহাভারতীয় সমাজ, যেখানে দ্রৌপদী একাই পাঁচ পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সবচেয়ে ভালো নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেন হওয়া উচিত, সে হবে এক সমুদ্রে মেশা নদীর মতো। অর্থাৎ তার কোনো ভিন্ন পরিচয় থাকবে না, থাকবে না তার কোনো ভিন্ন অস্তিত্ব। আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতেও নারী চরিত্র যেন একইভাবে বর্তিত। কেউ কেউ প্রতিবাদ করলেও, সেটা তো বিদ্রোহ হয়নি। প্রতিবাদ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলে তবেই তা বিদ্রোহ রূপ পায়। আজও যেন সেই একই রূপ, পরিবর্তন তেমনভাবে কিছুই হয়নি। গুটিকতক নারীর মধ্যে প্রতিবাদ মুখর মনোবৃত্তি দেখা গেলেও, গুটিকতক নিয়ে তো আর সমাজ তথা দেশ নয়।

যুগের সাথে সাথেও অত্যাচার তথা নিয়মগুলো যেন অন্যরকম হয়েছে। প্রতিটি গৃহের অন্দরমহল তো এক এক রকম অত্যাচার, এখন যেন পবিত্র শিশুগুলোরও সমাজের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা নেই। এটা বলা বাহুল্য যে, একটি মেয়ের জীবন সংগ্রাম শুরু হয়ে যায় সেই পাঁচ মাস গর্ভস্থ থাকাকালীন সময় থেকে অর্থাৎ যখন তার লিঙ্গ নির্ধারণ হয় এই অনিশ্চয়তা নিয়ে যে সে সত্যিই পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে তো?

বালিকা বেলায় বাবার অনুশাসনে, যৌবনে স্বামী আর বাকী জীবনটা পুত্রের অধীন হয়ে কাটিয়ে দিতে হয়। নিজের ইচ্ছেগুলোর যেন কোনো মূল্যই নেই এই তথাকথিত চলে আসা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে।

যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় নারী সমাজ অনেক এগিয়ে কিন্তু তাও আমার যেন মনে হয় – A Woman is just like a bird without wings, যদিও আজ সমস্ত রকম Social media administration society খুব অ্যাক্টিভ, তাও যেন সমাজের একটা অহেতুক তাচ্ছিল্য বর্তিত নারী সমাজের ওপর। তাই আজও যেন বলাই যায় -- নারী নিগ্রহে নির্বিকার সমাজ।

পুরানো স্মৃতির পাতা থেকে

সুমন কুমার দাস, ইতিহাস বিভাগ, অনার্স প্রথম বর্ষ (২০১৮-১৯)

আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু স্মৃতি বিদ্যমান, যেগুলি কখনোই মলিন হয় না। যদিও এই স্মৃতি আমার একান্তই ব্যক্তিগত, তবুও আমার ধারনা যে, এটি পাঠকদের অতল স্মৃতির অন্তরালে নিয়ে যাবে। যাইহোক শুরু করা যাক, বর্তমানে এই ইন্টারনেট তথা বিজ্ঞানের যুগ ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে আমরা দ্বিধা বিভক্ত। অনেকে ভূতকে বিশ্বাস করেন, আবার অনেকে ভূতের যে কোনো অস্তিত্ব নেই সেই ধারনায় দৃঢ়।

পৌষ মাসের এক রাত, চরম শীত আমি আর আমার দাদু বসে আছি। লোডশেডিং, অন্ধকারকে এড়ানোর জন্য ছোট্ট একটি লণ্ঠন জ্বলছে। ব্যাকুল মন হাতছানি দেয় দাদুর সেই না বলা গল্পের সন্ধানে। অনেকবার বলার পর দাদুরও মন বিগলিত হল এবং দাদুও শুরু করল সেই গল্প। গ্রামের নাম ইচ্ছাপুর সেইখানেই একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোহরবাবু। স্কুল হতে তাঁর বসতবাড়ি প্রায় ৯ কিলোমিটার। যাতায়াতের পথে দুইধারে গাছপালায় পরিপূর্ণ প্রায় জঙ্গলই বলা চলে। তাঁর সর্ব সময়ের সঙ্গী একখানি টর্চ ও কতকগুলি পুরানো বই। একদিন স্কুলের কাজকর্মের সূত্রেই অনেকটা দেরী হয়ে যায়। শেষ বাসটাও তিনি মিস করেন, পরিশেষে সহকর্মীর একটি সাইকেল ধার নিয়ে রওনা দিলেন। তিনি দুরন্ত গতিতে সাইকেল নিয়ে চলতে লাগলেন হঠাৎই সাইকেলের টায়ার 'পাংচার' হয়ে গেল। তখন সন্ধ্যাও প্রায় নেমে এসেছে, তিনিও ক্লান্ত, তিনি বুঝতে পারছেন না কী করবেন। চিন্তায় চিন্তায় কেটে গেল প্রায় আধঘন্টা। সামনে কোথাও দোকানও নেই। তবে মিনিট ১০ এর মধ্যেই একটি পণ্যবাহী ট্রাক আসতে দেখলেন এবং শরীরের সমস্তটুকু দিয়ে চেষ্টা করলেন দাঁড় করানোর এমনকি গাড়ির সামনে টর্চ জ্বালালেন কিন্তু কোনো ফল হল না। চারিদিকে অন্ধকার, নিস্তব্ধ ঘন কুয়াশায় ছেয়ে গেছে। তিনি একটু বিক্ষুব্ধ বোধ করলেও মনে মনে তিনি একটু ভয়ও পাচ্ছিলেন। কারণ তিনি শুনেছিলেন সেইখানে বাঘের নাকি খুবই উৎপাত। ভূত তিনি চোখে দেখেননি কিন্তু তিনি বাঘ তো দেখছেন। তাই ভয়ের সঞ্চার অত্যাবশ্যক। আর সেই পরিস্থিতি হলে বাঘেদের রাতের খাবারটাও ভালো মতোই সারা হয়ে যাবে। ক্ষনিকের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হল অদূরে কুয়াশার মধ্যে একটি গাড়ির শব্দ ও দুটি হলুদ লাইটের ছটা। কিছু পরেই দেখলেন, আলোর দূরত্ব ২ মিটারের মতো। সেইটা যে বাস নয় সে চিন্তা থেকে তিনি আশ্বস্থ হলেন। আলো আর একটু সামনে আসতেই বুঝতে পারলেন এটি একটি ছোটোখাটো জিপ গাড়ি। অত্যন্ত ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। আগেরবারে মতে এবারের টর্চ লাইটটাকে নিয়ে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে 'অন-অফ' করতে লাগলেন। তবে ঠান্ডায় গলার কোনো স্বরই যেন উদ্ভাসিত হল না। গাড়িটা যেন তাঁর কোনো পরিশ্রমেরই মূল্য দিচ্ছিল না, যেন তাঁকে এড়িয়ে চলে যাবে। কিন্তু এইবার তিনি ছাড়লেন না। চলমান অবস্থাতেই গাড়ির দরজা খুলে উঠে বসলেন। গাড়িটি ধীর গতির জন্য উঠতে কোনো অসুবিধা উদ্রেক হয়নি।

সাইকেলটা দাঁড়িয়ে রইল যেমনভাবে ছিল। এরপরই ঘটলো সেই ভুতুড়ে কান্ড!

এবার গাড়ির সিটে ভালো করে গদিতে এঁটেসেঁটে বসলেন এবং যখন তিনি চালককে ধন্যবাদ দিতে যাবেন তখনই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। চালকের সিটে কেউ নেই। প্রচণ্ড শীতেও যেন শরীর ঘেমে উঠল। তাঁর একমাত্র মনে উদ্রেক হল নেমে যাবার। কিন্তু প্রতিবারের মতো এবার হার মানতে হল অলসতার কাছে। মনে মনে এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে, বাঘের কবলে পড়ার চেয়ে ভূতের

গাড়িতে চেপে যাওয়া অনেক গুণের শ্রেয়। কোনো ভাবনাই যেন তাকে শঙ্কিত করল না যে, গাড়িটা কোন দিকে যাবে না যাবে। হঠাৎই কুকুরের ডাকে তার ঘুম ভাঙল। আর তখনই গাড়িটিকে থেমে যেতে দেখে তিনি নেমে পড়লেন এবং চারিদিকে তাকানোর পর তিনি দেখলেন গাড়িটির পিছনে বসে একজন হাঁপাচ্ছে। আর তাঁকে দেখে লোকটি বলল -- ''দাদা আমার সাথে গাড়িটা ঠেলে আমাকে একটু সাহায্য করবেন।' অনেক দুর থেকে গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছি। আমার ড্রাইভার আজ আসেনি, তাই নিজেই বেড়িয়েছিলাম কাজে কিন্তু মাঝ রাস্তায় কি যে হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না .... এই খানিকটা দুরেই আমার বাড়ি।

মনোহরবাবু বাক্যহারা হয়ে হা করে তার দিতে চেয়ে রইলেন।

একটি কলমের মূল্য

—রনজিৎ নন্দী, ছাত্র, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ (২০১৮-১৯)

একটি ছেলে একটি মেয়েকে পছন্দ করে, সে মেয়েটিকে যেদিন তার মনের কথা জানাল সেদিন ছেলেটি তাকে একটি কলম উপহার দিল। কিছুদিন পর, মেয়েটির জন্মদিনের দিন ছেলেটি তাকে একটি সুন্দর কলম উপহার দিল। তার কয়েকমাস পর তাদের দুই পরিবারের সম্মতি অনুসারে তাদের দুজনের বিয়ে হল এবং তাদের এক নতুন জীবন শুরু হল।

নতুন জীবন শুরু করার উদ্দেশ্যে ছেলেটি তার নববধূকে বাসর রাতে একটি কলম উপহার করল। তখন মেয়েটি তার স্বামীকে বলল—'আচ্ছা তুমি কী কলম ছাড়া আর কোনো উপহার খুঁজে পাওনা এই পৃথিবীতে?' উত্তরে তার স্বামী হেসে বলল—'কলম হল আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার, কেন জান?' বিস্মিত হয়ে স্ত্রী বলল 'না, তুমিই বলো।'

ছেলেটি বলল কলম আমার কাছে শ্রেষ্ঠ উপহার, কারণ—একটি কলমের মাধ্যমে একজন ছাত্র তার জীবন থেকে মূর্খ নামটিকে মোছার যুদ্ধে নামে। একটি কলমের মাধ্যমে একজন ছাত্র তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা দেয়। একটি কলমের দ্বারা একজন শিক্ষক কোনো ছাত্রের ভবিষ্যত নির্ধারণ করেন। একটি কলমের ক্ষমতা আছে একজন ব্যক্তিকে ক্ষনিকের মধ্যে গরীব থেকে ধনীতে ও ধনী থেকে গরীবে পরিনত করতে। একটি কলমের মাধ্যমে দুটি জীবনের জোড়া লাগে, আবার একটি কলমের মাধ্যমে দুটি জীবনের বিচ্ছেদও ঘটে। একটি কলমের দ্বারা একজন সাধারণ ব্যক্তি লেখক, কবি-তে পরিণত হতে পারে। তাই সাধারণ একটি মানুষ থেকে শুরু করে ধনী-গরীব, নেতা-মন্ত্রি তথা প্রতিটি মানুযেরই প্রয়োজন একটি কলম। এজন্য কলম হল আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার।

এক টুকরো অভিজ্ঞতা

অনন্যা ঘোষ, ইংরাজী বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ (২০১৮-১৯)

বছরটা প্রায় শেষের দিকে। না, শুধুমাত্র, এই বছরের কথা বলছি না, দীর্ঘ তিন বছরের এক গাঢ় সম্পর্কের অসীম পরিধি ছোটো হতে চলেছে। হ্যাঁ, আমরা গ্রাজুয়েট হতে চলেছি। এই কয়েকটা লাইনে হয়তো সমস্ত কিছু জানানো যায় না। কি ভাবে সেদিন থেকে কয়েক জন স্যারদের থেকে শিক্ষালাভ শুরু হয়েছিল। হয়তো বোঝানো যায় না। প্রথম ক্লাস শুরুর দিনটা যখন কতগুলো চেনা অচেনা মুখে একটু বন্ধুত্ব খুঁজেছিলাম। কিন্তু এই কয়েকটা লাইনের মতো কম সময়ে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, একটা ক্লাস রুমে ভর্তি ভরসা, চেয়ার টেবিল ব্লাকবোর্ড আর কুড়িয়ে রাখা কয়েকটা চকের টুকরোয় লেগে থাকা স্যারেদের স্নেহ আর ভালোবাসা মিশ্রিত শিক্ষা, কয়েকটা সন্ধ্যা মাখা ডিপাটমেন্টাল রুম ভর্তি বিশ্বাস এবং জীবনমুখী কাজের প্রয়াস।

হ্যাঁ, আমরা গ্র্যাজুয়েট হতে চলেছি। পেতে চলেছি হয়তো এক নতুন জায়গা, অন্য স্যার, ক্লাস রুম। কিন্তু যা পেয়েছি এই মুহূর্ত পর্যন্ত অবশেষে তার থেকে বেশি কিছু পাওয়ার আশা আর রাখি না। কারণ, এক 'কলেজ' নামক পরিবারের অটুট ভালোবাসা যে পেয়েছি আমরা। সেখানে হয়তো মা-বাবা নামক কোনো ব্যাক্তির বাহ্যিক রূপ আমরা পাইনি কিন্তু আন্তরিক ভাবে তাঁদের মতো আদর শাসন সব টুকুই পেয়েছি। প্রাক্তন অভিজ্ঞতা গুলোকে খুব যত্নে রেখে ভবিষ্যতের ভাবনার দিকে উন্মুক্ত এক পথের কৌশল আমাদেরকে রপ্ত করে দিয়েছেন তাঁরা।

আজ এই দীর্ঘ সময়ে, এই দীর্ঘ চলার পথের শেষ পর্যায়ে এসে সমস্ত কিছুকে পুনরায় মনে করতে গিয়ে মন থেকে অনুভব করছি পর মুহূর্তে সবকছু থেমে গেলেও যেন কিছু ক্ষতি হবে না। সত্যিই হ্যাঁ, সত্যিই আমরা গ্র্যাজুয়েট হতে চলেছি।

আমার পথের দিশারী

রিমা দেবনাথ, ইংরাজি বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ (২০১৮-১৯)

— হ্যালো

— হ্যালো কে?

— হ্যাঁ সুমিত বলছিস, আমি সুপ্রিয়া।

— হ্যাঁ কে?

— আমি সুপ্রিয়া, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলি নাকি?

— ও হ্যাঁ Sorry, বল কেমন আছিস, বাবা, অনেকদিন পরে ফোন করলি?

— না এই আর কি তোর সঙ্গে দরকার ছিল।

— হা হা হা .... দরকার ছিলো, হ্যাঁ দরকার ছাড়া কোনদিনই বা তুই আমাকে ফোন করেছিস? যখন M.A. পড়তাম গল্প করার র-জন্য আমি ফোন করতাম। তুই তো করতিস তোর দরকারের জন্য। অনেকদিন পরে বুঝেছিলাম আমার আর তোর সম্পর্কটা ক্রেতা-বিক্রেতার (হ্যাঁ স্যার যাচ্ছি একমিনিট) এই সুপ্রিয়া এখন রাখছি স্যার ডাকছে পরে ফোন করছি।

— ফোনটা কেটে গেল, বলা ভালো ফোনটা সে রেখে ছিল।

২০১১ সালে কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন M.A. তে ভর্তি হই তখন পরিচয় হয় সুমিতের সঙ্গে। অজান্তেই দুজনের সম্পর্ক কখন যে একে অপরের চাওয়া-পাওয়ার গন্ডির মধ্যে এসে পড়ে, তা বুঝতেই পারিনি আমরা। মনের ঠিকানা তো মনই জানে। আত্মা তার নিজের জায়গা খুঁজে নেয়। দোলাচলের মধ্যে জীবন কাটছিল আমাদের। মনের ডাক শুনবো! না সমাজের! বাবা-মা -এর মুখের দিকে তাকিয়ে শেষপর্যন্ত বাধ্যই হয়েছিলাম নিজের ফোনের সিমটা বদলাতে। তার আগে অবশ্য সুমিতকে 'না' বলতে ভুলিনি।

মন সুমিতের কাছে থাকলেও পরিবারের কাছে নতি স্বীকার করে আমার আত্মা খুঁজে নিয়েছে অন্য বাসা। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস আজ সেই বাসাটি জরাজীর্ন। নিজের ক্যান্সার আক্রন্ত স্বামীকে কি করে ফিরিয়ে আনবো তার কোন পথ খুঁজে না পেয়ে আমার জীবনের পথের দিশারীর কাছেই আঁচল পেতেছি।

ক্ষদ্র এই জীবনের, সামান্য এই পথ চলার মধ্যে থেকে জানিনা ক্ষুদ্র কেন যেন তার নামটিই বারবার নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে সাড়া দিচ্ছিল, পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য।

মন যখন মনকে চিনেছিল, বিচার যেখানে নিজের পথ হারিয়েছিল, বুদ্ধি যখন নিস্ক্রিয়-এই রকম সুমিত আমার অসুস্থ পিতা-মাতার সেবায় নিজের কষ্টাজিত অর্থও বিসর্জন করেছিল। তার বিচার, তার বুদ্ধি, তার আত্মা কোনদিনই ভাবেনি, কার জন্য সে কি করছে! কিসের জন্যই বা করছে। মনের মানুষটির ভারাক্রান্ত মনকে শান্ত করার জন্যই সে তার সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়েছিল .... সমাজকে.... পরিবারকে। দুষ্যন্তের ন্যায় আমি আমার শকুন্তলাকে ত্যাগ করেছি। তার জন্য কষ্ট আমি পাইনা তা নয়। শকুন্তলা দুষ্যন্তকে পেয়েছিল নিজের অন্তরের টানে, ভালোবাসার আকর্ষনে। আমি তো পেলাম না। মন তো তাকে চেয়েছিল, অন্তঃকরন তাকে ভালোবেসেছিল, প্রেমিকা-প্রেমিককে চেয়েছিল .... কি উত্তর পাব তা আমি জানিনা। জানিনা আমার মনের মানুষটি আমার জরাজীর্ন বাসাটিকে সুস্থ করার জন্য আমাকে আবার ধনী করবে কিনা?

আদৌ কি সে ....?

পণপ্রথা

রুবি মণ্ডল, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, প্রথম বর্ষ (২০১৮-১৯)

কন্যা সন্তানকে বিবাহ দেওয়ার সময় পাত্র পক্ষের চাহিদা মতো যৌতুক দিয়ে পিতা মাতা কন্যা সম্প্রদান করে থাকে। একেই পনপ্রথা বলে।

মুসলমান সমাজের ধর্মীয় আইন অনুযারী পণপ্রথার বিরোধিতা করা হয়েছে। মুসলমান সমাজ পণ প্রথাকে হারামের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের দেখা দেখি মুসলামান সমাজেরও এর কুপ্রভাব লক্ষ করা যায়। এর থেকে মুসলমান সমাজকে বার করে আনা যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার "দেনা পাওনা" উপন্যাসে নিরুপমার চরিত্রের মাধ্যমে পণপ্রথার খারাপ দিককে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন যে পণপ্রথার কারনেই নিরুপমার মৃত্যু হয়েছে।

এছাড়া "ঘরে বাইরে" উপন্যাসের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পণপ্রথার বিরোধিতা করেছেন।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে ভারতীয় আইনে যে সব বিধান রয়েছে সেগুলি হল —

(I) আইন অনুসারে বিবাহ যে কোনো ধরনের উপহার গ্রহণের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে বিবাহের উপহার মূল্য অবশ্যই ৫০০ টাকার কম হবে।

(ii) আইন অনুসারে কোনো ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে তাকে অনধিক ৫ বছরের কারাদন্ড অথবা জরিমানা অথবা কারাদন্ড ও জরিমানা উভয়ই ভোগ করতে হতে পারে।

(iii) আইন অনুযায়ী বিবাহ যৌতুকের দরুণ মৃত্যুর ঘটনার ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হতে পারে এবং মারাত্মক ভাবে জখম করার জন্য ৫বছরের করাদন্ড এবং অর্থদন্ড হতে পারে।

ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় উপরিউক্ত আইন থাকা সত্ত্বেও সমাজে এই প্রথা আজও প্রচলিত রয়েছে। গত তিন বছরে পণপ্রথার কারণে প্রাণ হারাতে হয়েছে প্রায় ২৫০০০ নব বিবাহিত বধুকে। সবথেকে বেশি রয়েছে যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশে (৭০৪৮ জন) বিহারে (৩৮২০ জন) এবং মধ্যপ্রদেশে (২২৫০জন)। স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির লোকে হাতে দৈনিক ও মানসিক পীড়নের অভিযোগের সংখ ৩৫০০০০ এর মতো। পণপ্রথার কুফল স্বরূপ নির্যাতনে দিক থেকে সর্বাধিক এগিয়ে রয়েদে পশ্চিম বঙ্গ যেখানে গ তিন বছরের মধ্যে ৬১ হাজার বধূ নির্যাতনের অভিযো দায়ের হয়েছে। এরপরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাজস্থান রাষ্ট্র

অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কন্যাপক্ষ পাত্র পক্ষে চাহিদা পূরণ করতে না পারায় বিবাহের পর সেই কন্যার প্রতি অত্যাচার চলে। আবার কখনও দেখা যায় পাত্র পক্ষের চাহিদা পূরণ করার ফলে বিবাহের পর আরও পণের চাহিদা বেড়ে যায়। তা মেটানোর জন্য সেই মেয়ের পিতা মাতা সম্পত্তি বিক্রি করে পন দিতে বাধ্য হয়। পণপ্রথা একটা সামাজিক অভিশাপ। অনেক সময় পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় মহলের চাপে কন্যা পক্ষ এই কুপ্রথার শিকার হয়ে পড়ে। এছাড়াও বলা যায় যে এই প্রথার জন্য দায়ী থাকে কন্যা পক্ষ ওপাত্র পক্ষ উভয়েই। কারণ কন্যা পক্ষ পণ দিয়ে থাকে পাত্র পক্ষ পণ নিয়ে থাকে।

এই কুপ্রথার অবসানের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাব আছে। তবে সকল পক্ষ তা কতটা মেনে চলবে তাব উপরেই এর সাফল্য নির্ভর করবে।

প্রথমত, সকল মেয়েদের শিক্ষিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রোজগার করা দরকার। এবং পণপ্রথাকে শক্তহাতে দমন করা দরকার।

দ্বিতীয়ত, যদি সমাজের সমস্ত স্তর থেকে এই প্রথার বিরোধিতা করে মেয়েদের বিবাহের সময় কোনো রকম যৌতুক দেওয়া থেকে বিরত থাকে তবে কন্যা দায় গ্রস্ত পিতা মাতার ওপর এই সামাজিক চাপটা পরে না।

তৃতীয়ত, সকল কন্যার পিতা মাতার এই মনোভাব থাকা উচিৎ তারা তাদের সাধ্য মতো সব কিছু দিয়ে তাদের কন্যাকে বড় করে তুলেছে সুতরাং তারা পাত্রের হাতে তাদের সব থেকে মূল্যবান সম্পদ কন্যাকে তুলে দিচ্ছে। এই মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে যদি সমাজের সকল কন্যার পিতা মাতা পণ নিতে আপত্তি করে তবে পণ ছাড়াই সমাজে বিবাহ সম্ভব হবে।

জীবন্মুক্তির শিক্ষা

পাপিয়া পাল, স্নাতকোত্তর, সংস্কৃত বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ (২০১৮-১৯)

মানুষ হল পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মানুষ শ্রেষ্ঠ তার বিচার, বুদ্ধি ও শিক্ষার জন্য, যা অন্য সকল প্রাণীদের থেকে তাদের আলাদা করেছে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ হল তার শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে সাহায্য করে, তাকে সভ্য করে তোলে সমাজের কাছে। শিক্ষা বলতে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা থেকে অর্জিত শিক্ষা কেই বোঝায় না, শিক্ষা হল জীবনে সঠিক পথে চলার যে সঠিক শিক্ষা, নিজেকে সভ্য করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার শিক্ষা তথা সর্বপরি আসল শিক্ষা হল জীবন্মুক্তির শিক্ষা। পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করে কেবল জ্ঞান ভান্ডার পূর্ণ হয়। শিক্ষা হওয়া উচিত সমগ্র জীবনের জন্য।

ভারতীয়দের জীবনে শিক্ষার একটা দিক হিসাবে বেদ, বেদাঙ্গ উপনিষদ্ সমূহ বিশেষ ভূমিকা প্রদান করে। বেদাদি গ্রন্থগুলিতে জীবনের শিক্ষা তথা জীবন্মুক্তির যে শিক্ষা তার চরমতম দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। মুণি ঋষিরা পরমতত্ত্বের অনুসন্ধানে নিমজ্জিত হয়ে তাদের দৃষ্টি শক্তির দ্বারা সন্ধান পেয়েছেন জীবনের মূল মন্ত্রের।

উপনিষদ্ গুলির মূল লক্ষ্য হল --- মুক্তিলাভ করা। এই মুক্তিলাভ হল জীবনের মুক্তি। মুক্তিপথ প্রদর্শক উপনিষদ্ শাস্ত্র আমাদের জীবনের নৈতিক শিক্ষার জন্য বলেছে --- ব্রহ্ম সমীপে গিয়ে অবিদ্যাকে বিনষ্ট করে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটানোই হল জীবনের মূলমন্ত্র। প্রতিটি উপনিষদ্‌ই তার নিজস্ব ভঙ্গিমোয় ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ তথা জীবনমুক্তির কথা বলেছেন। তাই বলা যায় উপনিষদ্ হল মানবসভ্যতার সুগভীর মননশীলতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

উপনিষদ গুলির মধ্যে ঈশোপনিষদ্ অন্যতম এবং বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের জীবনের সঠিক শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে। এই ঈশোপনিষদে আত্মতত্ত্বের বর্ণনা রয়েছে, যা জীবন্মুক্তির পথের পথিক।

ঈশোপনিষদে বলে পরিদৃশ্যমান এই জগত সংসারে সমস্ত কিছুই ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মা দ্বারা পরিব্যাপ্ত। আত্মা সর্বব্যাপি। সবই ব্রহ্মময় হওয়ায় ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করে আত্মকে লালন কর, তাহলেই এই অবিদ্যায় পরিপূর্ণ জগত সংসার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে।

ভোগের দ্বারা যদি আত্মাকে ভোক্তা মনে কর তাহলে আত্মার বন্ধন হবে, এই মিথ্যা জগতে তাহলে বারবার আসক্তির টানে ফিরে আসতে হবে। কোনো বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে যেমন তাকে দেখা যায় না তেমনি ভোগের দ্বারা কখনও আত্মাকে জানা যায় না। তাই আত্মাকে বন্ধন না করে তাকে ভালোভাবে জেনে মুক্ত করার পথ খুঁজে বেঁর করাই হল জীবনের মূল লক্ষ্য। তাই আত্মাকে মুক্ত জন্য ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর।

কিন্তু ত্যাগ ও ভোগ তো পরস্পর বিরুদ্ধ, তাই একই ব্যক্তির মধ্যে ত্যাগ ও ভোগ কখনই একসাথে থাকতে পারে না। এখানে ত্যাগ বলতে বস্তু ত্যাগ অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর ত্যাগের কথা বলা হয়েছে।

ঈশোপনিষদে কর্ম ও কর্মফলের কথাও বলা হয়েছে। ঈশোপনিষদ্ বলে বেদবিহিত কর্ম করে শতবৎসর জীবিত থাকতে ইচ্ছাকর, এছাড়া তোমার অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু সেই কর্ম নিষ্কাম ভাবে কর। কর্ম করার অর্থ হল --- অনাসক্ত চিত্তে নিষ্কাম কর্ম। কর্মকরে ফলের আশা কর না। ফলের আশা করলেই শতবৎসর পর মৃত্যু হলেও আবার এই অবিদ্যা জনিত জগত সংসারে ফিরে আসতে হবে। কর্মের ফল সকলেই আশা করে তাই কর্মের দ্বারা মুক্তি সম্ভব নয়, একথা বলাই যেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি কর্ম করে সেই কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করি, তাহলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে কর্মফল দগ্ধ তহয়ে বীজের মত নষ্ট হয়, ফলে জন্ম আর মৃত্যুর আবর্তে ফিরে আসতে হয় না। এই জন্য ঈশোপনিষদের উপদেশ হল ---

'ন কর্ম লিপ্যতে নরে'

ঈশোপনিষদ্ বলে প্রধান শিক্ষা হল --- জ্ঞান, জ্ঞানই প্রকৃত লক্ষ্য, জ্ঞান ছাড়া মুক্তি অসম্ভব। এই জ্ঞান হল আত্মাজ্ঞান। আত্মাকে না জানলে মুক্তি হয় না। যারা আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মাকে জানেন না, তারা অন্ধকারাছন্ন লোকে জন্মগ্রহণ করেন, ফলে তাদের আত্মার মুক্তি হয় না,জন্ম ও মৃত্যুর আর্বতে বারংবার ফিরে আসে। কিন্তু যদি আমরা সর্বভূতে আত্মাকে দেখতে পাই, তাকে জানতে

পারি, তাকে উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে নিজের মধ্যেই আমরা সর্বভূত দর্শন করে শোকশূন্য, মায়াশূন্য হয়ে অমৃতত্ত্ব লাভ করতে পারব। তখনই অবিদ্যা জনিত জ্ঞান দূর হয়ে আমাদের আত্মার মুক্তি ঘটবে।

ঈশোপনিষদের এই মহামূল্যবান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মনীষি বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখরা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই বলতে পারি উপনিষদ গুলি মানুষকে শুধু প্রজ্ঞাবানই করে না, বীর্যবান ও করে। জীবনের সঙ্গে জড়িত সমস্যা গুলি সমাধানের জন্য এই শাস্ত্র আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞানার্জন থেকে শুরু করে জীবনে চলার পথে প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং জীবন থেকে মুক্তির জন্য ঈশোপনিষদ্ তথা উপনিষদ্ সমূহ সঠিক পথ প্রদর্শক। যা সঠিক পথের দিশা দেখায়।

Education of Today

Priyanka Debnath, Department of Zoology, III Year (2018-19)

Through out history, change has come slowly. For Centuries, farmers son learned farming. At an early stage, they acquire skill and for the rest of life they apply it. But today there are no age restriction for going to school. It may be 30, 40 or 90. Though children of today forget that work skill, relationship and even gender has lost its permanence.

Schools today applaud themselves on the use of computers and smart boards but there is no change in education fundamentally. Its still about cramming information into minds. In school, a teacher comes and stays for 45 mint. and teaches a particular subject. Thus different teachers come and teach a lot of subjects like history, geography, math and language. Is this education preparing children for the future? No. a programming language you learn today might be irrelevant in five years.

Todays school kids will not hold on to a job for life. So, we should put the emphasis on basies of our education.i. e. on the four c's-Critical thinking, communication, collaboration and creativity-that can enable a person to reinvent themselves repeatedly.

When emphasis shifts on these things then it does not matter if a student can't call up the exact date of the first battle of panipath or the formula of calculating acceleration. If you know which formula to apply then you can find it and solve your problem very well.

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন ২০১৯

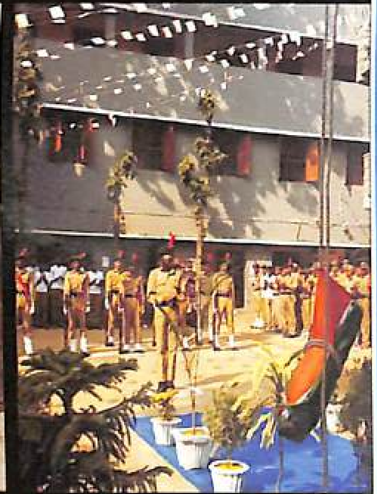

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন ২০১৯

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ২০১৮ - ২০১৯

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার

'ইলেকশন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প'

বসন্ত উৎসব ২০১৯

সি বি সি এস ক্যারিকুলাম সংক্রান্ত সেমিনার

সরস্বতী পুজো

ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ানশিপে (কাতা মহিলা বিভাগে) রূপাজয়ী পামেলিকা দত্ত

বিশ্ব ক্যারাটেতে রুপো জয় পামেলিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ১৯শে নভেম্বর- ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে (কাতা মহিলা বিভাগ) রুপো জিতলেন পূর্বস্থলীর পামেলিকা দত্ত। এই প্রতিযোগিতায় কাতা পুরুষ বিভাগে রুপো জিতেছে কলকাতার আর এক প্রতিযোগী দীপেন্দু দত্ত। ১৭ ও ১৮ই নভেম্বর কাজাকস্তানের আলমাটি শহরে দু'দিনের ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার আসর বসে। এই প্রতিযোগিতায়

ইন্টারকলেজ কালচারাল কম্পিটিশান

কন্যাশ্রী

পেরেন্ট টিচার্স মিটিং

পদার্থবিদ্যা বিভাগে অনুষ্ঠিত সেমিনার

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ২০১৮ - ২০১৯

রক্তদান শিবির ২০১৯

কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

বিদ্যাসাগর কমিটি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান

কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯

স্টুডেন্ট সেমিনার

ইংরাজী বিভাগ
STUDENT'S SEMINAR

ফিলোসফি বিভাগ

রসায়ন বিভাগ

বাংলা বিভাগ

ইতিহাস বিভাগ

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

NSS র কর্মসূচী ২০১৮-২০১৯

NSS র কর্মসূচী ২০১৮-২০১৯

NSS র্ কর্মসূচী ২০১৮-২০১৯

Our College, Our Department

Aindrila Halder, Deapartment of English, B.A., III Year (Hans) (2018-19)

"Nabadwip Vidyasagar College; yeah, that's my college!" Almost three years ago unfortunately, I felt ashamed to state this. My relationship with this college is very old. I used to have the Polio drops from here, even used to be the messenger to send the invitation card every Saraswati Puja as a primary school student. When I would go to high school, I came across with this college and never wanted to be a student of this one. And now I finally find the exact reason for this; none wants to admit in a college that falls in their neighborhood area, and personally I am a stroller by birth. And I now fine it to be the best decision of my life for being here, more precisely to have such a department like this, "The Department of English". We believe it as our family. Our four teachers, they are not just our teachers, they are our mentors, our 'gurus'. Maybe this department would not be like this if they won't permit so much fluency. Their lectures are not just note down materials, it also has some life leading theories and I do not know to whom I should blame for this; our syllabus or their methods. Their encouragements, their inspirations lead us to join in our departmental official events from wall magazines, seminars to cultural programs, sports and college magazines. Honestly, we are eagerly waiting for such events. We had even added some extra events and students' union had supported a lot. 'We', this word stands for something i.e. our group, our group of English department, group of my fellow classmates, juniors and seniors. These activities, events would not be successful if it was not 'we'. And personally, I always wanted to join in such things just at the moment I entered in student life and found that perfect opportunity in college. And with this fondness. I found the opportunity to join the NSS, National Service Scheme. And for all the things I ever wanted and for all those memories, I and maybe we want to thank our college, our department, and our mentors, and at last but not the least our student's bond.

BLOOMING BEAUTY..........

OLivia Mitra, Deapartment of English, B.A., II Year (H)
(2018-19)

The dead dry leaves weeping to fall
And on a blazing morning,
The nature gifts with a call
To the loveliest spring of the year.

Chirping sounds through the densely woods,
Colored petals blooming with their lovely youth
The glazing sun kisses the green
The lovely trees fills with greens evergreen.

Often do we aspire of the beauty that we see
Green all around, if life also could be
Spring and we can't relate at all
Peace and complexity is shared by all

Thus comes in a year when we feel joy
Green all around, touch of blessings everywhere.
Summer hugs the spring when winter bids bye
Spring in the midst shows forth shy.

Envelope

Olivia Mitra, Deapartment of English, B.A., II Year (H)
(2018-19)

Shining new stars, on a bright full moon day
I saw the divine marriage of two stars.
And as they headed in thei celestial way
I noticed them shining gayly afar.
I realized that one was only mine
Gleaming with his star, and both the lovers
On his left breast standing closely aline?
And which he did preserve with utmost vigour.
Some scripted locution I saw, shining in between
Which when he handed me over to clarify
I went through the endeavouring words of his queen
Where he hailed his love with words that glorify
This envelope of love the pigeon will convey
From Beloved to Beloved the love will cherish a long stay.

'Epicene'

Smritikana Paul. Department of English B.A., II year
(2018-19)

It was endorsed that
The gender of us indeed male
despite our androgynous and
ever youthful appearance would fail
Only sometime in midst of life
a tune seems to hover over fife
Oh! yes I tried to hood myself
but rheum would fall because
of little aid...............
While looking like 'him' or
like 'her'
living on both sides that
you cannot bear
Won't you think I'm colourful?
Well, your countenance wouldn't make
me fool.......
Enough, enough of this pressurized
atmosphere..........
Atlast, we came out of this cage
without any fear.......
Absolutely? being bisexual is very natural
It is a part of who I am.
How can loving people be unnatural?
Richly one can admire the
rattling burlesque of our organism
The World neither 'straight'
nor break this sensationalism......

Shadows behind me......

Olivia Mitra, Deapartment of English, B.A., II Year (H) (2018-19)

Uncertainty of Life and Painful Thoughts when visits you cordially you are always left in a dilemma about recovering one or the other, But this struggle withing you kills you within. The hard conflict, striving over thoughts and searching every corner for a little consolation and security. Life tempts you to face the battles and when you are on the field you are left all alone to justify yourself. 2 am thoughts are more or less similar to these now when awakened sleep misjudges me and attacks me with these dreary thoughts. "What should I do after a year or more? Where will I be landing up? Will I be able to prove myself as successful as my parents expects from me? Should I prioritize personal engagements more than my life and my future?" Oh...these thoughts come upon each night as if they have been bloodthirsty for years..... "My career, my parents and my family....let me place them on one side and the others on the other....now it's up to me to judge now what is most important and what is not"....finished a litre of water withing tea minutes sitting awakened. Mee(ma) always ends up to these situations with humorous views and this time it was no new and when I ended with my thorny thoughts to her she literally asked me to utter in my mind this pretty little statement. "I want to sleep right now".....Well....though this king of comments shifts my mind for a while but again comes back where it was. Honestly speaking, I don't even dare to sum up my destiny even once and not even in my thoughts, But when this frequent disturbance visits my home annoying me all the while at nights and keeping me awake I certainly feel agitated. Frankly speaking. I believe in distiny. And what will be happening has already been decided by the Almighty. So it's better to do my part and leave the rest on him.

Really? This few minutes that I have been spending in this content is lightening up the pressure I was handling last night.

Oops.....see....I forgot to share the real drama behind these shadowy thoughts. I bet you can't even imagine the role of Food in my life and how he cooperates with my Sleep and eventually hangs on to destroy my Sleep if it happens anytime that I showed a bit negligence and ignorance to hime. So both behave like step mother and son.

Yes....you are going on a right track of your thought. I couldn't take my dinner last night and thereby began the trailer followed by the movie.

At 3 am I had to cook to satisfy my tummy with its bosom friend and then satisfying ail at last I sighed..... "Good night".

The content wasn't that serious as I began......Was it?

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৮-২০১৯

ইভেন্ট	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
মহিলা ১০০ মিটার রান	সুস্মিতা শিকারী বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ	মৌমিতা বারুই ফিলোজফি (অনার্স) ১ম বর্ষ	চৈতালী সর্দার বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ
মহিলা ২০০ মিটার রান	সুস্মিতা শিকারী বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ	প্রিয়া দেবনাথ বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ	মৌসুমী মাঝি বি.এ., ২য় বর্ষ
মহিলা ৪০০ মিটার	সুস্মিতা শিকারী বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ	সাহানাজ খাতুন	মৌসুমী মাঝি বি.এ., ২য় বর্ষ
মহিলা শট্ পুট	জুহিতা ঘোষ	তামিনা খাতুন	পলি বিশ্বাস
মহিলা ডিসকাস	তামিনা খাতুন	জুহিতা ঘোষ	ঐন্দ্রিলা হালদার
মহিলা লঙ জাম্প	সাহানাজ খাতুন	তামিনা খাতুন	শ্রাবণী ঘোষ
মহিলা হাই জম্প	সাহানাজ খাতুন বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ	শ্রাবণী ঘোষ বাংলা জেনারেল ১ম বর্ষ	কনিকা কর্মকার বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ
পুরুষ ১০০ মিটার রান	দেবাশিস নাগ বি.এ. জেনারেল ৩য় বর্ষ	জহিন সেখ	অভিজিৎ ঘোষ
পুরুষ ২০০ মিটার রান	দেবাশিস নাগ	অভিজিৎ ঘোষ	স্বরূপ মণ্ডল
পুরুষ ৪০০ মিটার রান	পরেশ দেবনাথ ইতিহাস (অনার্স) ২য় বর্ষ	হরলাল দাস বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ	ইসলাম সেখ বি.এ. জেনারেল
পুরুষ ৮০০ মিটার রান	সাগর আলি	লাল্টু হালদার ইতিহাস (অনার্স) ২য় বর্ষ	সুখরঞ্জন বিশ্বাস
পুরুষ ১৬০০ মিটার রান	অভিজিৎ ঘোষ বি.এ. জেনারেল ৩য় বর্ষ	পরেশ দেবনাথ ইতিহাস (অনার্স) ২য় বর্ষ	সাগর বিশ্বাস বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ
পুরুষ শট্ পুট.	শুভজিৎ ঘোষ বি.এ. জেনারেল ৩য় বর্ষ	রাজু মাহিষ্য বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ	সাগর বৈরাগ্য বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ
পুরুষ ডিসকাস	সাগর বৈরাগ্য বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ	সুজয় রাজবংশী ইংরাজি (অনার্স) ১ম বর্ষ	শুভজিৎ ঘোষ বি.এ. জেনারেল ৩য় বর্ষ
পুরুষ লঙ জাম্প	প্রীতম নাথ	রিন্টু সিংহ	হামিজুল সেখ
পুরুষ হাই জাম্প	সাগর আলি সেখ বি.এ. জেনারেল ১ম বর্ষ	রাজেশ মণ্ডল ইংরাজি (অনার্স) ১ম বর্ষ	সুখরঞ্জন বিশ্বাস বি.এ. জেনারেল ৩য় বর্ষ

2018 - 19 বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা (Indoor)

দাবা (মহিলা) প্রথম — তানিয়া পাল, দ্বিতীয় — টিনা অধিকারী
দাবা (পুরুষ) প্রথম — বাপ্পারাজ দে, দ্বিতীয় — শুভঙ্কর দেবনাথ
র‍্যাকেট (মহিলা) প্রথম — শ্বেতা চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় — মনিকা বর্মণ
র‍্যাকেট (পুরুষ) প্রথম — সুদেব মণ্ডল দ্বিতীয় — জয়ন্ত মণ্ডল
লুডো (মহিলা) প্রথম — কোয়েল সরকার দ্বিতীয় — পূজা মন্ডল
লুডো (পুরুষ) প্রথম — রানা বণিক দ্বিতীয় — অভিজিৎ মন্ডল
ব্যায়াম (পুরুষ) প্রথম — সৌভিক ঘোষ / সৌম্যসুন্দর গোস্বামী
ভলিবল (পুরুষ) প্রথম —১) আজিজুল হাসান সেখ, ২) বসির মল্লিক, ৩) দিলমহম্মদ সেখ, ৪) সাহাবুল সেখ ৫) হাফিজুল সেখ, ৬) রাজা মল্লিক, ৭) নইমুদ্দিন সেখ
রানার্স ঃ ১) রাজেশ মণ্ডল, ২) সত্যজিৎ বসাক, ৩) সৌরভ বণিক, ৪) সৌরভ বণিক, ৫) বিনয় দেবনাথ, ৬) রাহুল সাহা, ৭) কৃষ্ণ রজক

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ফলাফল ২০১৮-২০১৯

গান —	রিয়া রায়	২য় বর্ষ ফিলোজফি	প্রথম
	শুভম ভট্টাচার্য্য	৩য় বর্ষ বায়োঃ	দ্বিতীয়
নাটক—	বিশ্বজিৎ সাহা	৩য় বর্ষ বটানি	প্রথম
	বৈশাখী নস্কর	১ম বর্ষ বাংলা	দ্বিতীয়
	মৌমিতা দেবনাথ	২য় বর্ষ বাংলা	তৃতীয়
	কৃষ্ণ রজক	১ম বর্ষ পলঃ সায়েন্স	তৃতীয়
নৃত্য—	কৃষ্ণা দেবী দাস	৩য় বর্ষ ইংরাজি	
	প্রীতি সাহা	২য় বর্ষ বাংলা	
	ঐশী চক্রবর্তী	২য় বর্ষ ফিলোজফি	
তাৎকালীক বক্তৃতা —	চিরঞ্জিৎ সাহা	৩য় বর্ষ বটানি	
	গৌতম পাল	৩য় বর্ষ জুলজি	
তাৎক্ষনিক অভিনয়	ঐশী চক্রবর্তী	২য় বর্ষ ফিলোজফি	
	চিরঞ্জিৎ সাহা	৩য় বর্ষ বটানি	
	কৃষ্ণা দাস	২য় বর্ষ বাংলা	
	শ্রীলেখা ভট্টাচার্য্য	২য় বর্ষ ফিলোজফি	
	সূর্যেন্দু পাল	৩য় বর্ষ জুলজি	
ক্যুইজ—	সুমন কুমার দাস	৩য় বর্ষ জুলজি	
	গৌতম পাল	৩য় বর্ষ জুলজি	
	চিরঞ্জিৎ সাহা	৩য় বর্ষ বটানি	
	অনুপ মৈত্র	৩য় বর্ষ বটানি	
	সুপর্ণা কর্মকার	১ম বর্ষ বটানি	

খুশি

সূরাজ বণিক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ শিক্ষাকর্মী

একটি গ্রামের অনেককয়টি পরিবার, তার মাঝে একটি পরিবার অনেক ধনী, আর একটি পরিবার খুবই গরীব।

ধনী পরিবারের জীবন-যাপন করার ধরনটাই আলাদা, আর সেটাই স্বাভাবিক, আর অন্যদিকে গরীব পরিবারটির সংসার তার প্রতিদিনের রোজগারেই চলে।

ধনী পরিবারের কর্তা চাকরী করেন, সে অনেক বড় 'আইনজিবীও বটে। তার স্ত্রী গৃহকর্ত্রী। তাদের একটি মাত্র পুত্র সন্তান, তার বয়স চার বছর।

অন্যদিকে গরীব পরিবারটির কোনো কর্তা নেই, কর্ত্রী আছেন। তারও একটি পুত্রসন্তান। বয়স তিনবছর। তার জন্মের আগেই তার বাবা এই পৃথিবার মায়া কাটিয়ে চিরতরের জন্য এই পৃথিবী ছেড়েছেন। তিনবছরের শিশুটি মাটির খেলনা বিক্রি করে। আর তার মা লোকের বাসায় কাজ করে। কোনোরকমে তাদের দিন কাটে।

গরীব পরিবারের ঠিক মুখোমুখি সেই ধনী পরিবারের বাড়ি। গরীবেব সেই তিন বছরের ছেলেটি, ধনী পবিবারের সেই চার বছরের ছেলেটিকে দেখে —

প্রায় একই বয়সের হয়েও তার জীবন-যাপন করার ধরনটা সম্পূর্ণ আলাদা।

ধনী পরিবারের চার বছরের ছেলেটিও জীবন কাটায় পরমসুখে, আর সেই গরীব পরিবারের তিন বছরের ছেলেটিও কাটায় পরমসুখে।

শুধু সুখের ধরণটাই ভিন্ন — ধনী পরিবারের সেই চারবছরের শিশুটি যখন দামী গাড়ি করে স্কুলে যায়, তখন গরীব পরিবারের সেই তিনবছরের ছেলেটি কিছু মাটির খেলনা ঝুড়িতে করে মাথায় নিয়ে রোজগারের উদ্দেশ্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে।

ধনী পরিবারের ছেলেটি যখন টিফিনের সময়ে বাড়ির তৈরী দামী খাবার খায়, অন্য দিকে গরীবের সেই ছেলেটি তখন তার খেলনা বিক্রি করা টাকায় কোনো রকমে পেট ভরায়।।

পাশের গ্রামের এক মেলায় সেই গরীবের ছেলেটি কিছু মাটির পুতুল নিয়ে উপস্থিত হয়, পাছে কিছু বেশি রোজগার হয়।

ঘটনাচক্রে সেই মেলায় উপস্থিত সেই ধনী পরিবার। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সেই চারবছরের শিশুটি মাটির পুতুলগুলি দেখতে পায়। আর মেলায় এত ভীড়ের মাঝেও তিনবছরের শিশুর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল —

"বাবু খেলনা লাগবে গো খেলনা" ....

ধনী ব্যাক্তির ছেলের কিছু খেলনা পছন্দ হলে তার বাবা তাকে বেশ কয়েকটি খেলনা কিনে দিল।

খেলনা কিনতে পেরে ধনী ব্যাক্তির সেই ছেলেটি আনন্দে আত্মহারা, আর অন্যদিকে গরীবের ছেলেটি খেলনা বিক্রি করতে পেরে আনন্দে আত্মহারা--

কী আজব ব্যাপার তাই না —
কেউ খেলনা কিনে আনন্দ পায়, আর
কেউ খেলনা বিক্রি করে আনন্দ পায়।
একই সমাজের দুটি রূপ — ধনী; গরীব।

ধনীও সুখে থাকে, আর গরীবও সুখে থাকে। শুধু কেউ সুখী থেকে সুখী, কেউ বা আবার নিজেকে সুখী মনে করে সুখী।

শুধু প্রকাশ করার ধরণটাই আলাদা এই যা —
"কেউ বা থাকে রাজপ্রাসাদে, খায় রাজভোগ —
কেউ বা আবার পায়না খেতে, নেই কো অভিযোগ"

আমাদের গ্রন্থাগার

অমলেন্দু দাস, গ্রন্থাগারিক, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সংজ্ঞায়ন করলে বলা যায়, যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান জ্ঞান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরন ও বিতরন করা হয় তাকেই গ্রন্থাগার বলে। জ্ঞানচর্চার অন্যতম উপকরণ বই, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি সংরক্ষণের কেন্দ্র হচ্ছে গ্রন্থাগার। এজন্য গ্রন্থাগারকে বলা হয়ে থাকে জ্ঞানের ভাণ্ডার। গ্রন্থাগার শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অপরিহার্য হিসেবেই বিবেচিত নয়। বিভিন্ন অফিস, আদালত, গবেষণা কেন্দ্র, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর, এনজিও, ল' ফার্মসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে গ্রন্থাগার বিবেচিত। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো — তথ্যসম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ও তথ্যসেবা দানের মাধ্যমে শিক্ষা, গবেষণা ও অন্যান্য মৌল উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নে সহযোগিতা করা।

মানব সভ্যতায় গ্রন্থাগারের উদ্ভব ঘটেছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেই। মানুষ যখন গাছের বাকল কিংবা পাথরে খোদাই করে লিখতো, তখন থেকেই মানুষের মধ্যে জ্ঞানকে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়া। সেই তখন গ্রন্থাগারের উদ্ভব। অতীতে রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশাল বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিলা। প্রাচীন গ্রন্থাগার হিসেবে পরিচিত আসুরবানিপালের গ্রন্থাগার, আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার, পার্গামাম গ্রন্থগারগুলোর ইতিহাস থেকে আমরা তার নমুনা দেখতে পাই। স্পেনের তৎকালিন কার্ডোভা লাইব্রেরীতে ধর্মীয় গ্রন্থাদি, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, আইন ইত্যাদি বিষয়ের প্রায় চল্লিশ লাখের এক বিশাল সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছিল।

গ্রন্থাগার সমাজ উন্নয়নের বাহন। একটি জাতির মেধা, মনন, ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারণ ও লালন-পালনকারী হিসেবে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। তাই গ্রন্থগারকে বলা হয় 'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়'। গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন; 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহা-শব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত'। সারা বিশ্বের মনিষীদের চিন্তার সঙ্গে মহামিলনের পবিত্র স্থান গ্রন্থাগার।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই কলেজের একটি আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান গ্রন্থাগারকে প্রতিষ্ঠানের হৃদয় হিসাবে তুলে ধরেছেন। সেইরূপ এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলেজের হৃদয় হিসাবে পরিগণিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য প্রবন্ধে বলেছেন, "লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য — সেই হল বড় লাইব্রেরি, আকৃতিকে নয় প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরী করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরী করে তোলে।" সেইরূপ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আকৃতিতে ছোট হলেও সদাসর্বদা পাঠকের পরিসেবা প্রদানে সদাব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষা অনুযায়ী ছাত্রজীবনে গ্রন্থাগার আবশ্যিক তো বটেই, গ্রন্থাগার 'ছোট' আমিকে 'বড়' আমিতে পরিণত করার সক্রিয় প্রতিষ্ঠান। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও প্রচুর প্রাচীন পুঁথি ও গ্রন্থ সম্পদে ভরপুর ঐতিহ্য নিয়ে বর্তমান গ্রন্থাগারটি প্রায় ৩৪০০০ গ্রন্থ ও প্রয়োজনীয় পত্র-পত্রিকায় যথেষ্ঠ সমৃদ্ধশালী। তবে গ্রন্থাগারটি সম্পর্কে কিছু বলার আগে গ্রন্থ, তথ্য, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে দু'একটি কথা কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে লিখতে চাই-যাতে গ্রন্থ, তথ্য ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হয়।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিগন্ত পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায়, মানুষ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে তার অনুভূতি, ভাবনা-চিন্তা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখতে। আর এই লিপিবদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্য হলো যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের,

সমাজের সঙ্গে সমাজের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ভবিষ্যতের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করা। সভ্যতার আদি থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে কালের প্রবহমান ধারায় মানবসভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশের বিচিত্র ও সমৃদ্ধ গতিপথে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানুষের পাঠ-চাহিদা মিটানোর জন্য বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ, সংগঠন ও সংরক্ষণের এ মহান কাজটি সম্পাদন করার তাগিদেই প্রয়োজন হয়েছে গ্রন্থাগারের।

প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, 'আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে। আমার মনে হয়, এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি।' লাইব্রেরি হচ্ছে এক রকম মনের হাসপাতাল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আমাদের মৌলিক চাহিদাসমূহের দুটি। কাজেই আমাদের দেশে হাসপাতালের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারও স্থাপন করতে হবে।

যুগের অপরিহার্যতা এবং তথ্যের ব্যাপ্তির সাথে গ্রন্থবিজ্ঞানের পরিধি বর্তমান গ্রন্থাগার থেকে বিবর্ধিত হয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান পরিণত হয়েছে। ফলে গ্রন্থাগারের পরিষেবারও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বজুড়ে লাইব্রেরিগুলোতে একটি নীরব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ পাঠকের চাহিদার পরিবর্তন! যে কারণে বিশ্বজুড়ে লাইব্রেরি ২.০ নামে নতুন একদি আন্দোলন শুরু হয়েছে। লাইব্রেরি ২.০ লাইব্রেরি সেবার পুরনো সব কিছুই বদলে দিয়েছে। লাইব্রেরি ২.০ হলও ব্যবহারকারী চাহিদা অনুযায়ী লাইব্রেরি সেবা দেওয়ায় নতুন ধারণা।

'ই' হয়ে যাচ্ছে সব। চিঠি থেকে কেনাকাটা, ব্যাঙ্কিং, শুভেচ্ছা-আমন্ত্রণপত্র এবং বই বা বই পড়া, সব কিছুই 'ই' মাধ্যমের অধীন। এরই মাঝে পাল্টে গেছে পরিচিত বহু শব্দের অর্থও। আইসক্রিম, স্যান্ডউইচ, জেলিবিন, ললিপপ জাতীয় খাদ্যসম্ভারের ইঙ্গিতবহ নাম যে ফোনের রকম হতে পারে, এ আর কবে কে ভেবেছিলো। উইনডোজ ঢুকে পড়েছে ফোনে। ফোনের আরেক নাম এখন 'স্মার্ট'। ট্যাবলেট বলতে কেউ আর ওষুধের বড়ি বোঝে না। অ্যাপ্লিকেশন হয়েছে 'অ্যাপস'। 'অনলাইন' 'আপলোড' 'লাইক হিট বা শেয়ার শব্দগুলোর মাহাত্ম্য এখন প্রবল ও বহুমুখী। সেলফ প্রোট্রেট হয়ে গেছে 'সেলফি'। দাবানলের চেয়েও দ্রুততায় ছড়িয়ে পড়ছে একেকটি পরিবর্তন ও সংযোজন। এসবের নেপথ্যে কে? তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব এবং অবশ্যই গ্লোবালাইজেশন। বিশ্বায়নের সূত্র ধরেই 'ই' —এর প্রভাব বিস্তার। এর অস্তিত্ব অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। তবে কিঞ্চিত ভাবনার অবকাশ আছে; দরকারও আছে। ট্যাব-অ্যাপস -এর জগতে মেতেছে বিশ্বের মানুষ। বই হয়ে যাচ্ছে ই-বুক এবং গ্রন্থাগার হয়ে যাচ্ছে ই-লাইব্রেরী।

গ্রন্থাগার এখন কেবলই গ্রন্থাগার নেই। এখন একে বলা হয় ইনফরমেশন সেন্টার বা তথ্যকেন্দ্র। বর্তমান তথ্য বিস্ফোরণের যুগে এ এক অপরিহার্য উপাদান। বর্তমানে এখানে শুধু বইই থাকে না। এখানে থাকে কম্পিউটারাইজড তথ্য সামগ্রী, অডিও-ভিডিও সামগ্রী, ই-বুক, ই-জার্নাল, আরো অসংখ্য আধুনিক তথ্য সামগ্রী। এখন আর গ্রন্থাগার চার দেয়ালের মধ্যেও আবদ্ধ নেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন গ্রন্থাগার পৌঁছে গেছে মানুষের ঘরে ঘরে। ওপেক সেবার মাধ্যমে এখন ঘরে বসেই তথ্য অনুসন্ধান ও বই রিজার্ভ করতে পারছে ব্যবহারকারীরা।

এবার আসি কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কথায়। গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান। আমাদের কেন্দ্রীয় গ্রন্থগারটিতে প্রত্যেক বছরই বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ কেনা হয়। ক্রয়ের মাধ্যম ছাড়াও দান ও উপহারের মাধ্যমেও গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। এরপর গ্রন্থগুলির Accessing, Cataloging, Classification, Stamping, Leveling, Stacking ও Scientific arrangement মাধ্যমে গ্রন্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও লেনদেন চলতে থাকে।

কলেজের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিভাগীয় পত্রপত্রিকার পাশাপাশি বিভিন্ন জার্নালি ও ক্যারিয়ার গাই-ড্যান্স ম্যাগাজিন নেওয়া হয়। গ্রন্থাগারে বর্তমানে নিম্নলিখিত জার্নালিগুলি নেওয়া হয়। যথা -- Economic & Political Weekly, Journal of the Indian Chemical society, Sambhasan Sandesh, Pramana, Journal of Physics, Resonance-Journal of Science Education, Science Reporter, Science and Culture, Journal of bio-science, Journal of chemical science, Proceeding of mathematical sciences, Journal of Generice.

এছাড়া গ্রন্থাগারে বর্তমানে নিম্নলিখিত ম্যাগাজিনগুলি ও ক্যারিয়ার গাইড্যান্স নেওয়া হয়। যথা - Corporate Citizen, Amo arani, Achivers, Banking Services Chronicle, Competition Success Review GK, Careers 360, Competition Succes review, Desh, Frontline, India Today, Kurukshetra, Manorama Year book, Outlook, Pratiyogita Darpan, Pratiyogita kiran, Partiyogita Pariprekhit, Pesha Prabesh, Safalya, Safalya sadharan Gyan, Karmashanthan, Karmakhetra, All India Appointment Gazette, Employment News।

বর্তমানে গ্রন্থাগারে N-LIST এর মাধ্যমে প্রায় ৯২০০০ ই-বুক এবং ২৩০০০ ই-জার্নাল সাবস্ক্রিপসান করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের গ্রন্থাগার Ministry of Human Resource Development (MHRD) এর দুটি ই-লার্নিং প্রকল্পের সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। এই দুটি প্রকল্প হল -National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL) এবং National Digital Library (NDL)। NPTEL এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ৭০০ অধিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিডিও লেকচার। এছাড়া NPTEL মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের ওপর ওয়ে-র কোর্সও করানো হয়। NDL এর মাধ্যমে ৫৫০৬০০ অধিক ই-বুক, ই-জার্নাল, প্রজেক্ট পেপার, থিসিস, ভিডিও লেকচার, প্রশ্নপত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারের সকল পাঠকের কাছে উপরিউক্ত ই-রিসোর্স গুলির যথাযথ ব্যবহারের অনুরোধ রইল।

মূল গ্রন্থাগারের প্রবেশ পথে ক্যাটালগ ক্যাবিনেট রাখা আছে। যার মধ্যে কলেজে পাঠ্য বিষয় গুলির গ্রন্থ, লেখক কার্ড ও আখ্যা কার্ডে ভাগ করে রাখা আছে। যাতে ব্যবহারকারীরা সহজেই তাদের আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থটি খুঁজে পেতে পারে।

গ্রন্থাগার পরিষেবাকে আরও উন্নত করার উদ্দেশ্য নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল লাইব্রেরি অটোমেশন প্রজেক্ট, ওযেব, ওপেক, ইন্সটিটিউশনাল রিপোজিটরী, ডিজিটাল লাইব্রেরী, বার-কোডিং প্রভৃতি। গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতি, গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ ও কলেজের ব্যবহাকারীর সহযোগিতা, অদম্য উৎসাহ ও পরিকল্পনার সঠিক রুপায়নই আমাদের গ্রন্থাগারটিকে ক্রমবর্ধনশীল ও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

গ্রন্থাগার হল সভ্যতার দর্পণা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও এর গুণগত মান ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে ব্যবহারের প্রাণ স্পন্দনের মাধ্যমে প্রকাশ পায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা দেশের নাগরিকদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেশষণা নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র গুলোর। এই প্রত্যয়কে ভিত্তি করে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য্য। স্থানীয় জাতীয় ও আন্তার্জাতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজ লভ্য করার দায়িত্ব হল গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থাকে আরও উন্নততর রূপে গড়ে তুলতে হবে।

তথ্য থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ও বিভিন্ন মাধ্যমে থাকা জ্ঞানকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংগঠনের মাধ্যমে সঠিক গ্রাহককে সটিক তথ্যটি সঠিক সময়ে প্রদান করে গ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্র। চীন দেশের একটি প্রবাদের মাধ্যমেই লেখা শেষ করবো। প্রবাদটি হলো - 'তুমি যদি এক বছরের পরিকল্পনা করো তাহলে শস্য রোপণ করো, তুমি যদি দশ বছরের পরিকল্পনা করো তাহলে গাছ লাগাও, আর যদি হাজার বছরের পরিকল্পনা করে থাক তাহলে মানুষ তৈরী কর।' আসুন আমার হাজার বছরের পরিকল্পনা করি। মানুষকে জ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থাগারমুখী করি।

কলেজ কথা

প্রাতঃ স্মরণীয় ব্যক্তি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মেট্রোপলিটন স্কুল। সেই স্থানের কিছুটা অংশে পরে শুরু হয়েছিল বিদ্যাসাগর কলেজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভীত সন্ত্রস্থ কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ কর্তৃপক্ষ জাপানী বোমার ভয়ে ভীত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কলেজ স্থানান্তরনের। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ একটি শাখা যায় বীরভুম সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে রূপে। অপরটি যায় নবদ্বীপে এবং ১৯৪২ সালের ৫ই মার্চ আত্মপ্রকাশ করে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ রূপে। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল ভবনের একটি অংশে শুরু হয়েছিল এর পথ চলা। মুলি বাঁশের বেড়ার ঘর পেরিয়ে গত ২০শে ও ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালের NAAC মূল্যায়নের মাধ্যমে সন্তোষজন গ্রেড পেয়ে RUSA র, দ্বারা মনোনীত হয়ে আজ নবদ্বীপ কলেজ 'মডেল কলেজ' সম্মানে বিভূষিত।

পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে কলেজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গঠনমূলক কাজ।

বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগার গুলি আজ খুবই উন্নত ও যথোপযুক্ত। এছাড়া নতুন – ভাবে তৈরী ছাত্রী আবাস, তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রীদের জন্য নির্মিত ছাত্রাবাস উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের স্বাক্ষর রাখে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল নতুন রূপে সজ্জিত কলেজের গ্রন্থাগারটি। কলেজ গ্রন্থাগারিকের সহযোগিতায় কলেজ গ্রন্থাগারটি আজ খুবই সম্বৃদ্ধ। এটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ভাবে পরিচালিত। এই গ্রন্থাগারে পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৩৩, ৫৮১ এবং রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। এছাড়াও রয়েছে বহু দেশী বিদেশী জার্নাল। ছাত্রছাত্রীদের উন্নত প্রযুক্তিতে পাঠদানের উদ্দেশ্যে কলেজের বিজ্ঞান ভবনে নির্মিত হয়েছে একটি স্মার্ট ক্লাসরুম। এটির মাধ্যমে প্রতি মঙ্গলবার কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংস্কৃত ক্লাসটির সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য বিষয় যেমন কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে পাঠদান সম্ভবহচ্ছে। এই স্মার্টক্লাসরুমটিতে বর্তমানে বিভিন্ন সেমিনারওসংঘটিত হচ্ছে। কলেজের বিজ্ঞান ভবনের পিছনে ত্রিতল ভবন নির্মিত হয়েছে। ফলে কিছুটা হলেও অপ্রতুল শ্রেণীকক্ষের সমাধান সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান ভবনের পিছনে ফাঁকা জায়গাটিতে খেলার উপযোগী করে তোলা হয়েছে এবং সেখানে বিভিন্ন বৃক্ষ রোপণ করে একটি মনোরম উদ্যান নির্মিত হয়েছে।

এই কলেজে বর্তমানে কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সংস্কৃত এম এ পড়ানো হয়। পাশাপাশি দূরশিক্ষার মাধ্যমে বাংলা, ইংরাজী এবং ইতিহাসে এম এ পড়ানো হয়। এই বিষয়গুলি ছাড়াও বহু বিষয়ে এম-এ এবং এম-এস সি পড়ানোর প্রস্তাবনা রয়েছে। নতুন তিনটি বিষয় ভুগোল স্নাতক, সাম্মানিক শারীরবিদ্যা (স্নাতক) ও কম্পিউটার সায়েন্সের (সাম্মানিক) মাধ্যমে পাঠদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এর অনুমোদন করা হয়েছে এবং তারা আমাদের কলেজে এ বিষয়ে সমীক্ষাও করে গেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষিকার শূন্য পদের সংখ্যা পূরণ ও নতুন পদ সৃষ্টির জন্য সরকারের কাছে অনুমোদনও করা হয়েছে। কলেজের পঠন পাঠনকে আকর্ষনীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ছাত্রসেমিনার এবং দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের রীতিও আছে এই কলেজে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে কলেজের সমস্ত বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশনাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থাকে প্রবল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহ। এবছর দেওয়াল পত্রিকা উপস্থাপনায় প্রথম হয়েছে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ও ইংরাজী বিদ্যা বিভাগ। দ্বিতীয় স্থানটিতে রয়েছে প্রাণীবিদ্যা বিভাগ ও তৃতীয় স্থানটিতে অবস্থান করছে ইতিহাস বিভাগ। বিষয় ভাবনা, উপস্থাপনাতে পত্রিকা গুলি খুবই সমৃদ্ধ। এবছর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত হয়েছিল ছাত্র-সেমিনারের। বক্তব্য উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনায় শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি সেমিনার খুবই উৎকৃষ্ট মান লাভ

করে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হল গত ১২ই এপ্রিল ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত ইতিহাস বিভাগের "Jainism & Buddhism – A historical perspective", ১০ই এপ্রিল ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত ফিলোসফি বিভাগের "Jainism & Buddhism – Glimpses of its philosophical aspects", প্রাণীবিদ্যা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত "Amazing world of animals" ৬ ও ৭ই ডিসেম্বর ২০১৮ সালে, ১১ই মার্চ ২০১৯ সালে বাংলা বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় পাঠচক্র। সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হয়। অংশ গ্রহণ করে তৃতীয় বর্ষের আটজন ছাত্রছাত্রী। এই দুই বিভাগের দুজন শিক্ষক সাথী ভট্টাচার্য ও দীপাঞ্জন ঘোষ বিষয় ভিত্তিক পাঠদান করেন। গত ২৭শে মার্চ ও ২০১৯ সালে ইতিহাস বিভাগ আয়োজন করে ছাত্র সেমিনারের। বিষয় ছিল 'নবদ্বীপ ও বৈষ্ণব ধর্মঃ আলোচনার বিভিন্ন স্তর।' এছাড়াও আরও অন্যান্য বিভাগগুলি এবছরই তাদের ছাত্র সেমিনারের আয়োজনে করতে চলেছে।

পঠিত বিদ্যার সাথে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নের লক্ষ্যে আমাদের কলেজের বিভিন্ন বিভাগ নানা উল্লেখযোগ্য স্থানে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করে থাকে। কৃষ্ণনগর গর্ভমেন্ট কলেজের পর নদীয়া জেলার দ্বিতীয় প্রাচীন কলেজ হল নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। বর্তমানে এর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে সাত হাজার। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাবে এই আশা রাখে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্য ক্ষেত্রেও নবদ্বীপ কলেজ স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। এই কলেজের এন-সি.সি বিভাগটি বৃহত্তম। অধ্যাপক অখিল সরকার ২০১৫সালে এন-সি-সির 'অফিসার ট্রেনিং প্রোগ্রামে' সেরা পুরস্কার পেয়েছেন। এই একই বছর এন-এস-এস ইউনিট কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছে। এই কলেজের স্টুডেন্ট হেলথ হোমের শাখাটি রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচীন কেন্দ্র। কন্যাশ্রী প্রকল্প রূপায়নেত্ত এই কলেজ ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে নদীয়া জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে পুরস্কার পেয়েছে। গত ১৭, ১৮ ই নভেম্বর কাজাকাস্তানের আলমাট শহরে দুদিনের ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চাম্পিয়ানশিপের প্রতিযোগীতার আসরে অংশ গ্রহণ কারী ২২টি দেশের মধ্যে ৫০৪জন প্রতিযোগীর মধ্যে (কাতা মহিলা বিভাগ) রূপা জিতে নিয়েছেন নবদ্বীপ কলেজের কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী পামোলিকা দত্ত।

অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে আমাদের অধ্যাপকেরা শুধু মাত্র অধ্যাপনার কাজে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি গবেষণার কাজ করে অতি সম্প্রতি পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃদময়ন্তী ভট্টাচার্য, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সুতপা সাহা (মিত্র), ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস এবং পদার্থবিদ্যা বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অসীম কুমার বিশ্বাস। অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে) রসায়ন বিভাগ DST -র অর্থানুকূল্যে মেজর রিসার্চ প্রোজেক্টে যুক্ত আছেন।

এই কলেজের অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা নানা জার্নালে তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদালয় আয়োজিত ন্যাশানাল ও ইন্টারন্যাশানাল সেমিনার/ওয়ার্কশপে যোগদান করে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। গত বছর সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সোমা মণ্ডল, অধ্যাপক শ্রীবিপ্লব বাগদী, রসায়ণ বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে), অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর চ্যাট্টার্জী ও শ্রীপঙ্কজ সরকার এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অসীম কুমার বিশ্বাস রিফ্রেসার কোর্সে অংশ গ্রহণ করেছেন। বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসুর এক অনবদ্য প্রকাশনা হল "নহি সামান্যা নারী" বইটি। তাদের এই প্রয়াস প্রশংসার দাবী রাখে। অর্থনীতিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অনুপ কুমার সাহা কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ্যা বিভাগের একটি আলোচনা চক্রে [DRS II (UGC - SAP)] বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে উল্লেখ যোগ্য অবদান রেখেছেন। এ বিষয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সুতপা সাহা মিত্রের ইন্টার ন্যাশানাল সেমিনারের বক্তব্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসমীর মিত্রের বক্তব্যও

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মধুবন দত্ত ২০১৮ সালে "ওয়ার্ল্ড এনভায়রণমেন্ট সামিটে বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। এছাড়া প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নির্মাল্য দাস, ডঃ মধুবন দত্ত, ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাট্রাজী সাহা ন্যাশনাল সেমিনার ও ওয়ার্কশাপে অংশ গ্রহণ করেছেন। গণিত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সমীরণ সেনাপতিও ২০১৮ সালে ন্যাশনাল সেমিনারে তার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপঙ্কজ সরকার মহাশয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে "e-Poster" উপস্থাপনা করেছেন। ঐ-বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে) মহাশয়া শিলচরে অনুষ্ঠিত একটি ইন্টারন্যাশানাল সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছেন।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কালিয়াগঞ্জ গর্ভমেন্ট কলেজে অনুষ্ঠানত হয় নদীয়া জেলার ইন্টার কলেজ সাংস্কৃতিক কম্পিটিশান। সম্প্রীতী সপ্তাহ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে সেমিনারে দ্বিতীয় হয়েছে ইতিহাস বিভাগের সুমন দাস ও কুইজে তৃতীয় হয়েছে চিরঞ্জিৎ সাহা (উদ্ভিবিদ্যা বিভাগ), অভ্র চক্রবর্ত্তী (ইতিহাস বিভাগ) এবং সূর্যেন্দু পালের (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ) দলটি। এছাড়াও ৭ই আগস্ট কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে একদিনের একটি সেমিনার। আয়োজক সংস্থা হল আমাদের কলেজের IQAC এবং একাডেমিক সাব কমিটি। সেমিনারের বিষয় বস্তু হল "Implementation of CBCS Curriculum & Examination System." প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীসুকান্ত বিশ্বাস, সেক্রেটারী ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল, ইউ জি, কল্যানী বিশ্বাবিদ্যালয় এবং ডঃ বিমলেন্দু বিশ্বাস, কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশন, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়। ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে IQAC ও একাডেমিক সাব কমিটির উদ্যোগে কলেজ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় একটি ইনডাকশান প্রোগ্রাম। গত ২৮শে এপ্রিল, ২০১৮ সালে Supreme Knowledge Foundation Group of Institution এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একটি সেমিনার ও কুইজ কম্পিটিশন। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এর তরফে অনুষ্ঠিত হয় একটি আলোচনা চক্র-অ্যাডভান্স ক্যারিয়ার সলিউশান (ACS) Institute-এর উদ্যোগে। ১২ই অক্টোবর ২০১৮ সালে আমাদের কলেজ একটি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। নতুন ভোটারদের ভোটার কার্ড পদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আমাদের কলেজের অন্যান্য উল্লেখ যোগ্য অনুষ্ঠান গুলি হল ৭ই ডিসেম্বর ২০১৮ অনুষ্ঠিত "Parents Teachers meeting" ১ ও ২রা ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। নানা বিষয়ে সফল প্রতিযোগীদের পুরষ্কার তুলেদেন বিশিষ্ট অতিথি ও শিক্ষকবৃন্দ, ৯ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত সরস্বতী পূজা, ৫ই মার্চ ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ৭৭তম কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানটি। এই অনুষ্ঠান টিতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা তাদের কৃতিত্বের স্মারক স্বরূপ পুরস্কিত হয়। এই বছর থেকেই চালু হয়েছে Late prof Rabinra gupta Memorial Prize এবং Late Kanti Bagdi & Late Nandarani Bagdi Memorial Trophy, এছাড়াও ১২ই মার্চ ২০১৯ শে রক্তদান শিবির, ১৪ই মার্চ ২০১৯ IQAC এবং পদার্থ বিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনার "Rcecnt Trends in Technology" প্রধান বক্তা ছিলেন RV Sharma Post graduate Engineer, IBM, Shanthi V Sharma, Project Management & Subject Matter Expertise in IBM middleware. তাদের মূলবান বক্তব্য আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে খুবই সমৃদ্ধ করেছে। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য এ বছরের দোল উৎসব অনুষ্ঠানটি যেটি গত ১৯শে মার্চ ২০১৯ এ আমাদের কলেজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই সুন্দর ও মনোজ্ঞ।

বিদ্যাসাগর তিরোধান দিবস উদ্যাপন।

নানান সমাজ সেবা মূলক কর্ম্মসূচী রূপায়নের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরোধান দিবস পালিত হয়েছে এ বছর ৭ই মার্চ ২০১৯ সালে। প্রতি বছরের মতই

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মধুবন দত্ত ২০১৮ সালে "ওয়ার্ল্ড এনভায়রণমেন্ট সামিটে বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। এছাড়া প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নির্মাল্য দাস, ডঃ মধুবন দত্ত, ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাট্টাজী সাহা ন্যাশনাল সেমিনার ও ওয়ার্কশাপে অংশ গ্রহণ করেছেন। গণিত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সমীরণ সেনাপতিও ২০১৮ সালে ন্যাশনাল সেমিনারে তার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপঙ্কজ সরকার মহাশয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে "e-Poster" উপস্থাপনা করেছেন। ঐ-বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে) মহাশয়া শিলচরে অনুষ্ঠিত একটি ইন্টারন্যাশানাল সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছেন।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কালিয়াগঞ্জ গর্ভমেন্ট কলেজে অনুষ্ঠানত হয় নদীয়া জেলার ইন্টার কলেজ সাংস্কৃতিক কম্পিটিশান। সম্প্রীতী সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে সেমিনারে দ্বিতীয় হয়েছে ইতিহাস বিভাগের সুমন দাস ও কুইজে তৃতীয় হয়েছে চিরঞ্জিৎ সাহা (উদ্ভিবিদ্যা বিভাগ), অভ্র চক্রবর্ত্তী (ইতিহাস বিভাগ) এবং সূর্যেন্দু পালের (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ) দলটি। এছাড়াও ৭ই আগস্ট কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে একদিনের একটি সেমিনার। আয়োজক সংস্থা হল আমাদের কলেজের I QAC এবং একাডেমিক সাব কমিটি। সেমিনারের বিষয় বস্তু হল "Implementation of CBCS Curriculum & Examination System." প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীসুকান্ত বিশ্বাস, সেক্রেটারী ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল, ইউ জি, কল্যানী বিশ্বাবিদ্যালয় এবং ডঃ বিমলেন্দু বিশ্বাস, কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশন, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়। ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে IQAC ও একাডেমিক সাব কমিটির উদ্যোগে কলেজ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় একটি ইনডাকশান প্রোগ্রাম। গত ২৮শে এপ্রিল, ২০১৮ সালে Supreme Knowledge Foundation Group of Institution এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একটি সেমিনার ও কুইজ কম্পিটিশন। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে ক্যারিয়ার কাউসিলিং এর তরফে অনুষ্ঠিত হয় একটি আলোচনা চক্র-অ্যাডভান্স ক্যারিয়ার সলিউশান (ACS) Institute-এর উদ্যোগে। ১২ই অক্টোবর ২০১৮ সালে আমাদের কলেজ একটি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। নতুন ভোটারদের ভোটার কার্ড পদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আমাদের কলেজের অন্যান্য উল্লেখ যোগ্য অনুষ্ঠান গুলি হল ৭ই ডিসেম্বর ২০১৮ অনুষ্ঠিত "Parents Teachers meeting" ১ ও ২রা ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। নানা বিষয়ে সফল প্রতিযোগীদের পুরষ্কার তুলেদেন বিশিষ্ট অতিথি ও শিক্ষকবৃন্দ, ৯ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত সরস্বতী পূজা, ৫ই মার্চ ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ৭৭তম কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানটি। এই অনুষ্ঠান টিতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা তাদের কৃতিত্বের স্মারক স্বরূপ পুরস্কিত হয়। এই বছর থেকেই চালু হয়েছে Late prof Rabinra gupta Memorial Prize এবং Late Kanti Bagdi & Late Nandarani Bagdi Memorial Trophy, এছাড়াও ১২ই মার্চ ২০১৯ শে রক্তদান শিবির, ১৪ই মার্চ ২০১৯ IQAC এবং পদার্থ বিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনার "Rcecnt Trends in Technology" প্রধান বক্তা ছিলেন RV Sharma Post graduate Engineer, IBM, Shanthi V Sharma, Project Management & Subject Matter Expertise in IBM middleware. তাদের মূলবান বক্তব্য আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে খুবই সমৃদ্ধ করেছে। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য এ বছরের দোল উৎসব অনুষ্ঠানটি যেটি গত ১৯শে মার্চ ২০১৯ এ আমাদের কলেজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই সুন্দর ও মনোজ্ঞ।

বিদ্যাসাগর তিরোধান দিবস উদ্‌যাপন।

নানান সমাজ সেবা মুলক কর্মসূচী রূপায়নের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরোধান দিবস পালিত হয়েছে এ বছর ৭ই মার্চ ২০১৯ সালে। প্রতি বছরের মতই

এবারেও স্থানীয় প্রতাপনগর হাসপাতালে রোগীদের ফল-মিষ্টি প্রদান করা হয়। এছাড়া নরনারায়ন সেবার আয়োজন করা হয়েছিলে। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে অংশ গ্রহণ করেন আমাদের শিক্ষক, শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ—

স্থানীয় নির্ভীক সমিতির মাঠে গত ২৪শে ও ২৫শে জানুয়ারী ২০১৯ সালে কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি ও পৌরাধিপতি শ্রীবিমান কৃষ্ণ সাহা মহাশয়। কলেজে অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষাকর্মীদের অংশ গ্রহণ এই অনুষ্ঠানে বাড়তি উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। ছাত্রদের মধ্যে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে দেবাশিষ নাগ ও সাগর আলি শেখ এবং মেয়েদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে সুস্মিতা শিকারী।

এন সি সি – একটি প্রতিবেদন

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে NCC ইউনিটের ছেলেদের দুটি কোম্পানী ও মেয়েদের একটি কোম্পানী রয়েছে। এটি পশ্চিমবঙ্গর বৃহত্তম ইউনিট। ছেলেদের কোম্পানি দুটি 54 Bengal BN NCC (Kalna)-র অর্ন্তগত এবং মেয়েদের কোম্পানিটি 3 Bengal (Girls) BN NCC কল্যানীর অন্তর্গত। মোট বয়েজ ক্যাডেট এর সদস্য সংখ্যা ২৭০ এবং গার্লস ক্যাডেট এর সংখ্যা ১৬০ জন। এখানকার ক্যাডেটরা রক্তদান শিবির ও অন্যান্য সমাজ সেবা মূলক কাজে অংশ গ্রহণ করে। এছাড়া এরা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা NIC ক্যাম্প, আর্মি অ্যাটাচমেন্ট ক্যাম্প, রাস ফেস্টিভ্যাল, TSC ক্যাম্প, ট্রেকিং ক্যাম্প RDC ক্যাম্পে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে। গত বছর NCC-র পাঁচজন ছাত্র প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন প্যারেডে অংশ গ্রহণ করেছিল। এরা হলেন সায়ন কর্মকার, সাহেব দাস, সুকান্ত পাল, রাজেস ঘোষ, সংগ্রাম মজুমদার। এদের মধ্যে ভাল প্যারেড করার জন্য রাজ্যপালের কাছ থেকে "মেডেল" পুরষ্কারে পুরষ্কিতে হয়েছে সায়ন কর্মকার ও সাহেব দাস। NCC -র নিয়মিত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ১৫ই আগষ্ট, ২৩ ও ২৬ শে জানুয়ারী অনুষ্ঠান গুলি। NCC officer Lt. অখিল সরকার মহাশয়ের ও শিক্ষাকর্মী শ্রীদেবব্রত মোদকের সুদক্ষ পরিচালনায় অনুষ্ঠান গুলি খুবই সুন্দর ভাবে পালিত হয়। এছাড়াও NCC ও NSS ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে ১৫ই আগষ্ট ও ২৬শে জানুয়ারী দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের উপহার বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ করা হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান গুলি হল ৬ই মে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত স্বচ্ছ ভারত অভিযান, ১১ই জুলাই ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত Safe drive, save life, অনুষ্ঠান এবং ২১শে জুন ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত "যোগা দিবস"। এছাড়াও এবছর ১২ই মার্চ ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ও NCC ক্যাডাররা অংশ গ্রহণ করেছিল। এই ইউনিটে এক্স ক্যাডার নবনীতা বিশ্বাস ১০০ মিঃ দৌড়ে ন্যাশানাল ইভেন্ট প্রথম হয়েছে। NCC অফিসার ট্রেনিং প্রোগ্রামে সেরা পুরষ্কার পেয়েছেন Lt. শ্রীঅখিল সরকার মহাশয় ২০১৫ সালে। তিনিই আমাদের কলেজের দায়িত্বে রয়েছেন, বর্তমানে NCC-র যারা দায়িত্বে আছেন তারা হলেন –

১) এন সি সি অফিসার (বয়েজ) ANO ট্রেনিং প্রাপ্ত অধ্যাপক অখিল সরকার (Associate National Cadet Corps officer)

২) N.C.C. কেয়ারটেকার অফিসার শ্রী পীযুস ভদ্র।

৩) এন সি সি গার্লস শ্রীমতী স্বাতি ভট্টাচার্য।

এন-এস-এস

আমাদের কলেজের NSS ইউনিটটি খুবই সম্বদ্ধ। বর্তমানে এই ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার হলেন ডঃ অনুপ কুমার সাহা। তিনি কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের NSS সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ করে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন। এই ইউনিটের সদস্য সংখ্যা শতাধিক। এই ইউনিটটি রেগুলার অ্যাক্টিভিটি ও স্পেশাল ক্যাম্পের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। এই ইউনিটটি নিকটবর্তী এলাকার সমস্ত মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভ্যাকসিন প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যাচ্ছে।

গত ৮ই মার্চ ২০১৮ সালে এই ইউনিটের উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে একটি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মধুবন দত্ত ২০১৮ সালে "ওয়ার্ল্ড এনভায়রণমেন্ট সামিটে বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। এছাড়া প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নির্মাল্য দাস, ডঃ মধুবন দত্ত, ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী সাহা ন্যাশনাল সেমিনার ও ওয়ার্কশাপে অংশ গ্রহণ করেছেন। গণিত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সমীরণ সেনাপতিও ২০১৮ সালে ন্যাশনাল সেমিনারে তার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপঙ্কজ সরকার মহাশয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে "e-Poster" উপস্থাপনা করেছেন। ঐ-বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে) মহাশয়া শিলচরে অনুষ্ঠিত একটি ইন্টারন্যাশানাল সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছেন।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কালিয়াগঞ্জ গর্ভমেন্ট কলেজে অনুষ্ঠানত হয় নদীয়া জেলার ইন্টার কলেজ সাংস্কৃতিক কম্পিটিশান। সম্প্রীতী সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে সেমিনারে দ্বিতীয় হয়েছে ইতিহাস বিভাগের সুমন দাস ও কুইজে তৃতীয় হয়েছে চিরঞ্জিৎ সাহা (উদ্ভিবিদ্যা বিভাগ), অভ্র চক্রবর্ত্তী (ইতিহাস বিভাগ) এবং সূর্যেন্দু পালের (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ) দলটি। এছাড়াও ৭ই আগস্ট কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে একদিনের একটি সেমিনার। আয়োজক সংস্থা হল আমাদের কলেজের I QAC এবং একাডেমিক সাব কমিটি। সেমিনারের বিষয় বস্তু হল "Implementation of CBCS Curriculum & Examination System." প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীসুকান্ত বিশ্বাস, সেক্রেটারী ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল, ইউ জি, কল্যানী বিশ্বাবিদ্যালয় এবং ডঃ বিমলেন্দু বিশ্বাস, কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশন, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়। ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে IQAC ও একাডেমিক সাব কমিটির উদ্যোগে কলেজ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় একটি ইনডাকশান প্রোগ্রাম। গত ২৮শে এপ্রিল, ২০১৮ সালে Supreme Knowledge Foundation Group of Institution এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একটি সেমিনার ও কুইজ কম্পিটিশন। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে ক্যারিয়ার কাউসিলিং এর তরফে অনুষ্ঠিত হয় একটি আলোচনা চক্র-অ্যাডভান্স ক্যারিয়ার সলিউশান (ACS) Institute-এর উদ্যোগে। ১২ই অক্টোবর ২০১৮ সালে আমাদের কলেজ একটি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। নতুন ভোটারদের ভোটার কার্ড পদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আমাদের কলেজের অন্যান্য উল্লেখ যোগ্য অনুষ্ঠান গুলি হল ৭ই ডিসেম্বর ২০১৮ অনুষ্ঠিত "Parents Teachers meeting" ১ ও ২রা ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। নানা বিষয়ে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার তুলেদেন বিশিষ্ট অতিথি ও শিক্ষকবৃন্দ, ৯ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত সরস্বতী পূজা, ৫ই মার্চ ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ৭৭তম কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানটি। এই অনুষ্ঠান টিতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা তাদের কৃতিত্বের স্মারক স্বরূপ পুরস্কিত হয়। এই বছর থেকেই চালু হয়েছে Late prof Rabinra gupta Memorial Prize এবং Late Kanti Bagdi & Late Nandarani Bagdi Memorial Trophy, এছাড়াও ১২ই মার্চ ২০১৯ শে রক্তদান শিবির, ১৪ই মার্চ ২০১৯ IQAC এবং পদার্থ বিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনার "Rcecnt Trends in Technology" প্রধান বক্তা ছিলেন RV Sharma Post graduate Engineer, IBM, Shanthi V Sharma, Project Management & Subject Matter Expertise in IBM middleware. তাদের মূলবান বক্তব্য আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে খুবই সমৃদ্ধ করেছে। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য এ বছরের দোল উৎসব অনুষ্ঠানটি যেটি গত ১৯শে মার্চ ২০১৯ এ আমাদের কলেজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই সুন্দর ও মনোজ্ঞ।

বিদ্যাসাগর তিরোধান দিবস উদ্‌যাপন।

নানান সমাজ সেবা মুলক কর্ম্মসূচী রূপায়নের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরোধান দিবস পালিত হয়েছে এ বছর ৭ই মার্চ ২০১৯ সালে। প্রতি বছরের মতই

করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পাটি খুবই ফলপ্রসু হয়েছে বহু মানুষের স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় বিধায়ক শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ সাহা মহাশয় ও আমাদের কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি ও পৌরাধিপতি শ্রীবিমান কৃষ্ণ সাহা মহাশয়। গত বছর বহু সমারোহের সাথে আমাদের কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসটি। NSS ও NCC ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে খুব সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিবারের মতো এবারেও এই দিবসটি খুবই সুন্দর করে উদ্‌যাপিত হয়। কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্র- ছাত্রীদের অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই মনোজ্ঞ। এই দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ত্রিশ জন খুবই দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে পেন পেনসিল ও খাতা প্রদান। আমাদের বিশিষ্ট অতিথিরা এদের হাতে এগুলি তুলে দেন। এছাড়াও এদিন কলেজ প্রাঙ্গণে দশটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল কলেজ প্রাঙ্গণকে সবুজায়নের লক্ষ্যে।

এই ইউনিটের দুজন সদস্য শ্রীনিমাই দাসও শ্রীমতী বিদীপ্তা দাস কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে রাজ্যস্তরের প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন আয়োজিত প্যারেড অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এই ইউনিটের সদস্য শ্রীনিমাই দাস রাজ্য স্তরে আয়োজিত প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অংশ গ্রহণ করেন।

গত ১২ই অক্টোবর ২০১৮ সালে গঙ্গাবক্ষ পরিষ্কার করার জন্য একদিনের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন আমাদের কলেজের বহু ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। এর সাথে যুক্ত ছিলেন নবদ্বীপ থানার পুলিস অফিসার ও পুলিশ কর্মীবৃন্দ।

২৪শে ডিসেম্বর ২০১৮ সালে N.C.C. ইউনিট ও নবদ্বীপ পুলিশের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'সেফ ড্রাইভ ও সেভ লাইফ' অনুষ্ঠানটি। এতে অংশগ্রহণ কারী কলেজ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা গণ একসাথে নানান কর্মসূচীতে মুখ্যভূমিকা নেন। তারা কলেজের প্রবেশ পথের নিকটও নবদ্বীপ এলাকার ব্যস্ততম রাস্তাগুলিতে স্পিড ব্রেকার গুলিতে সাদা রং এর মাধ্যমে চিহ্নিত করেন। এবছর ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত হয় মেডিক্যাল ক্যাম্প। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বহু বিশিষ্ট ডাক্তারবৃন্দ। প্রায় তিনশ জন ছাত্রছাত্রী ও প্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বৃন্দদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। এই ইউনিটের সদস্য সদস্যা, পরিচালক ডঃ অনুপ কুমার সাহা ও শিক্ষাকর্মী শ্রীদেবব্রত মোদকের নিরলস পরিশ্রম ইউনিটটিকে আরও সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে যা আগামীদিনের বহু কর্মসূচী রূপায়নের সাফল্য কামনা করে।

রক্তদান শিবির ঃ-

এবছর ১২ই মার্চ ২০১৯ সালে কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির, বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ছাত্রছাত্রীরা ও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি ও পৌর প্রধান শ্রীবিমানকৃষ্ণ সাহা মহাশয় ও বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ। সকলের স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি খুবই ফলপ্রসু হয়েছে।

কণ্যাশ্রী প্রকল্প ঃ-

কণ্যাশ্রী প্রকল্পের সাফল্যায়নেও আমাদের কলেজের অবদান অনস্বীকার্য। প্রায় ৯১৬ জন ছাত্রী এই প্রকল্পে টাকা পেয়েছেন। গত শিক্ষাবর্ষে আমাদের কলেজ ২০১৮ সালে কণ্যাশ্রী প্রকল্পে বেস্ট ইউস্টিটিউশন পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রকাশনা উপসমিতির কথা ঃ-

কলেজের বার্ষিক পত্রিকা ছাড়াও কলেজের প্রকাশনা উপসমিতির পক্ষ থেকে নিয়মিত ভাবে শিক্ষকদের মননশীল প্রবন্ধ সঞ্চয়নে সমৃদ্ধ টিচার্স জার্নাল, সমস্ত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতার স্বীকৃতিস্বরূপ দেওয়াল পত্রিকা এবং কলেজের সংবাদ নিয়ে কলেজ বার্তা বা নিউজ লেটার প্রকাশ করা হয়। প্রকাশ নার নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত কলেজের শিক্ষক শিক্ষাকর্মী ও কলেজের বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং পোড়ামা প্রেসের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

Mirror

Dipanjan Ghosh, Assistant Professor, Dept. of English

... it is the cause, it is the cause certainly –
For I can still perceive the images of the White effigies
In my brain –'leaning together with headpiece filled with'
The icy touch of the Shackles...
The immovable destiny, the Blackish heaven, the 'earthly Paradise' –
For God said: "Let there be light and there was light" (it's His burden).
We are still clutching... ["don't search the apple"]
But still, we are cursed.
Inside the invisible bars, chewing the gum, we announce:
"We are our mother's child".
Wearing the green and saffron laces in our shoes,
Union Jack handkerchief on our head, we find for the oblique sign
Between the pre and post (if possible any day) shackle era –
Nodding our head we say,
"yes, yes! It is true".
Between the conception and its existence, between the appearance and reality
'Falls the shadow'.

God said: "Go and catch (the glimpse of) the falling star
"For it is the journey which will lead you to the White Cradle."
"What rubbish! You are not the Magi! Use fairness cream".
["for thine is the kingdom"]

...it is the cause, it is the cause certainly –
For I can still hear the tale, told by the idiot – 'signifying nothing'.
["life is very long"]
I will not clutch the Cradle, for God himself said:
"The habit of living is most deadening of all".

Now I am in front of the mirror...
I can see a hundred Coke effigies, peeping from the dirty blackish womb,
Sucking the tender nipples, are arriving from the 'heart of darkness'.
....

The whispers become louder and louder –
For God said: "Wipe your hands across your mouth and laugh"...
I can see the Cradle now becoming larger and larger in the midnight
The rain starts: 'drip drop drip drop drop drop drop'
The child of midnight.

My God! The bluish, no no the blackish! No, it's turning bluish again –
It is smiling with a flute in his hand...
The rippling river of forgetfulness is freezing gradually.
And the Thunder said: "At least He has come out from the fetters, from the bars,
Without using the 'fairness cream'!"

Oh! I am feeling exhausted and very sleepy now.
Tata! Good night!
So, it is the cause, it is the cause certainly –
For 'human mind cannot bear this very much reality'.

আধুনিক মহাভারতপর্বয়োঃ স্ত্রীধর্মপর্যালোচনম্

নিতাই পালেণ, সংস্কৃত বিভাগস্য, অধ্যাপকঃ

ভগবতা বাদরায়ণেন বেদং শ্রুতিঃ স্মৃতি চ ভেদেন দ্বিধা বিভজ্যতে। ব্রহ্মসূত্রং চ তেষাম্ এব যোগদানং তদ্বদেব সুবিদিতমস্তি এব মহাভারতমপি ভগবতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নেন এব সুবিদিতমস্তি।

"যদিহাস্তিতদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তদ্কচিৎ।।

অনেন উপপদ্যতে যৎ মহাভারতে নাস্তি তৎ কুত্রাপি নাস্তি যৎ মহাভারতে অস্তিৎ সর্বত্র ইতি।

স্ত্রীধর্মস্য পর্যালোচনং মহাভারতস্য একং উল্লেখযোগ্যং অস্তি। অসিতবুদ্ধিনা ব্যাসেন মহাভারতে ধর্মার্থকাম-শাস্ত্রানি প্রোক্তানি। ভারতীয়সমাজে স্ত্রীনাং সমানাধিকারাঃ সন্তি। আর্যপুরুষেণ স্ত্রীভ্যঃ সর্বাঃ অধিকারাঃ প্রদত্তাঃ। স্ত্রী আর্যপুরুষস্য অর্ধাঙ্গিনী পুত্রী, ভগিনী, মাতবর্তন্তে। অস্মিন্ সমাজে কুলস্ত্রিয়ঃ সমাদরং প্রাপ্নুবন্তি। পুরুষেণ সর্বদা স্ত্রী সংরক্ষিতা আসীৎ তথাহি উচ্যতে।

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্যমর্হতি।।

বিবাহাৎ পূর্বং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ পশ্চাদ্ভর্তা তদভাবে পুত্রাঃ। অভর্তৃপুত্রায়াঃ সংনিহিতায়াঃ পিত্রাদিভিরপি রক্ষিতাঃ। যত্র স্ত্রিয়ঃ প্রসন্নাঃ রক্ষিতাঃ সংবর্ধিতাঃ ভবন্তি, তত্র দেবতাঃ অপিপ্রসন্নাঃ ভবন্তি। যত এতাসাং সম্মানং ন ক্রিয়তে তত্র সর্বাঃ ক্রিয়াঃ নিষ্ফলাঃ ভবন্তি। স্ত্রী এব অস্মাকং সমাজে অধিদৈবিকা ধিভৌতিকাধ্যত্মিকোন্নতেঃ পথপ্রদর্শিকা বর্ততে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণঃ সত্যমেব কথয়তি যৎ--

"যং যং ব্যাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদাতদ্ভাবভাবিতঃ।।

আনেন পাতিব্রতধর্মেণ এব স্ত্রিয়ঃ উন্নতলোকম্। ভোগান্। মোক্ষান্চ আপ্নুবন্তি। অতঃ তাসাং কৃতে প্রাতিব্রত ধর্মস্য মহত্বমুক্তম। স্ত্রিয়ঃ পরিবারস্য। সমাজস্য দেশ-রাষ্ট্র-বিশ্বস্য চ মেরুদণ্ডরূপেণ দৃশ্যন্তে।

স্ত্রীনাং সর্বেষু ক্ষেত্রেষু বাহুল্যম্ অপ্রতিমা প্রতিভা চ বর্ততে। ভারতীয়সামাজিকসংস্কৃতিষু স্ত্রিয়ঃ আদরণীয়াঃ। মহত্বপূর্ণাঃ চ সান্তি। স্ত্রিষু জ্ঞানাত্মকম্, কালাত্মকম্, ক্রিয়াত্মকঞ্চ সর্বাণি কৌশলানি অভিহিতাঃ ভবন্তি। স্ত্রিয়ঃ যজনে, দানে, ব্রতে তপসি যমনিয়মাদিষু নিত্যনৈমিত্তিককর্মেষু চ অগ্রেসরাঃ ভবন্তি। স্ত্রিভিঃ রাষ্ট্রস্য প্রতিষ্ঠা, গরিমা, সমৃদ্ধিঃ, উন্নতিশ্চ ভবন্তি। সা মাতা ভার্যা, পুত্রী, সখী, সহায়িকা, মার্গদর্শিকা চ বর্ততে।

বর্তমানকালে স্ত্রীনাং সশক্তিকরণং।

স্ত্রীত্ববলমবলম্বনং ইত্যাদয়ঃ বিষয়াঃ রাজকীয় সামাজিক-ধার্মিক-শৈক্ষনিক বিভাগেষু জাগৃতাঃ অভবন। স্ত্রী যদি ইচ্ছেৎ তর্হি সা দ্রৌপদী সমানা সাম্রাজ্ঞী। সাবিত্রীসমানা পতিপরায়ণা, কুন্তীসমানা পুত্রবতী, গার্গীসমানা বিদুষী, লোপামুদ্রা সমানা সার্বিকা, সীতা সমানা ধৈর্য্যা। রাধাসমানা প্রেয়সী গান্ধারী সমানা তপস্বীনী ভবিতুমহতি।

"যা নারী প্রযতা দক্ষা যা নারী পুত্রিনী ভবেৎ।
পতিব্রতা পতিপ্রাণা সা নারী ধর্মভগিনী।।

(বিষ্ণুপুরাণম ৩/৩২২)

আধুনিক মহাভারতপর্বয়োঃ স্ত্রীধর্মপর্যালোচনম্

নিতাই পালেণ, সংস্কৃত বিভাগস্য, অধ্যাপকঃ

ভগবতা বাদরায়ণেন বেদং শ্রুতিঃ স্মৃতি চ ভেদেন দ্বিধা বিভজ্যতে। ব্রহ্মসূত্রং চ তেষাম্ এব যোগদানং তদ্বদেব সুবিদিতমস্তি এব মহাভারতমপি ভগবতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নেন এব সুবিদিতমস্তি।

"যদিহাস্তিতদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তদ্ক্বচিৎ।।

অনেন উপপদ্যতে যৎ মহাভারতে নাস্তি তৎ কুত্রাপি নাস্তি যৎ মহাভারতে অস্তিৎ সর্বত্র ইতি।

স্ত্রীধর্মস্য পর্যালোচনং মহাভারতস্য একং উল্লেখযোগ্যং অস্তি। অসিতবুদ্ধিনা ব্যাসেন মহাভারতে ধর্মার্থকাম-শাস্ত্রানি প্রোক্তানি। ভারতীয়সমাজে স্ত্রীনাং সমানাধিকারাঃ সন্তি। আর্যপুরুষেণ স্ত্রীভ্যঃ সর্বাঃ অধিকারাঃ প্রদত্তাঃ। স্ত্রী আর্যপুরুষস্য অর্ধাঙ্গিনী পুত্রী, ভগিনী, মাতবর্তন্তে। অস্মিন্ সমাজে কুলস্ত্রিয়ঃ সমাদরং প্রাপ্নুবন্তি। পুরুষেণ সর্বদা স্ত্রী সংরক্ষিতা আসীৎ তথাহি উচ্যতে।

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।

রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্যমর্হতি।।

বিবাহাৎ পূর্বং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ পশ্চাদ্ভতা তদভাবে পুত্রাঃ। ভর্তৃপুত্রায়াঃ সংনিহিতায়াঃ পিত্রাদিভিরপি রক্ষিতাঃ। যত্র স্ত্রিয়ঃ প্রসন্নাঃ রক্ষিতাঃ সংবর্ধিতাঃ ভবন্তি, তত্র দেবতাঃ অপিপ্রসন্নাঃ ভবন্তি। যত এতাসাং সম্মানং ন ক্রিয়তে তত্র সর্বাঃ ক্রিয়াঃ নিষ্ফলাঃ ভবন্তি। স্ত্রী এব অস্মাকং সমাজে আধিদৈবিকা ধিভৌতিকাধ্যাত্মিকোন্নতেঃ পথপ্রদর্শিকা বর্ততে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণঃ সত্যমেব কথয়তি যৎ--

"যং যং ব্যাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদাতদ্ভাবভাবিতঃ।।

আনেন পাতিব্রতধর্মেণ এব স্ত্রিয়ঃ উন্নতলোকম্। ভোগান্। মোক্ষান্চ আপ্নুবন্তি। অতঃ তাসাং কৃতে প্রাতিব্রত ধর্মস্য মহত্বমুক্তম। স্ত্রিয়ঃ পরিবারস্য। সমাজস্য দেশ-রাষ্ট্র-বিশ্বস্য চ মেরুদণ্ডরূপেণ দৃশ্যন্তে।

স্ত্রীনাং সর্বেষু ক্ষেত্রেষু বাহুল্যম্ অপ্রতিমা প্রতিভা চ বর্ততে। ভারতীয়সামাজিকসংস্কৃতিষু স্ত্রিয়ঃ আদরণীয়াঃ। মহত্বপূর্ণাঃ চ সান্তি। স্ত্রিষু জ্ঞানাত্মকম্, কালাত্মকম্, ক্রিয়াত্মকঞ্চ সর্বাণি কৌশলানি অভিহিতাঃ ভবন্তি। স্ত্রিয়ঃ যজনে, দানে, ব্রতে তপসি যমনিয়মাদিষু নিত্যনৈমিত্তিককর্মেষু চ অগ্রেসরাঃ ভবন্তি। স্ত্রিভিঃ রাষ্ট্রস্য প্রতিষ্ঠা, গরিমা, সমৃদ্ধিঃ, উন্নতিশ্চ ভবন্তি। সা মাতা ভার্যা, পুত্রী, সখী, সহায়িকা, মার্গদর্শিকা চ বর্ততে।

বর্তমানকালে স্ত্রীনাং সশক্তিকরণং।

স্ত্রীত্ত্ববলমবলম্বনং ইত্যাদয়ঃ বিষয়াঃ রাজকীয় সামাজিক-ধার্মিক-শৈক্ষনিক বিভাগেষু জাগৃতাঃ অভবন। স্ত্রী যদি ইচ্ছেৎ তর্হি সা দ্রৌপদী সমানা সাম্রাজ্ঞী। সাবিত্রীসমানা পতিপরায়ণা, কুন্তীসমানা পুত্রবতী, গার্গীসমানা বিদুষী, লোপামুদ্রা সমানা সার্বিকা, সীতা সমানা ধৈর্য্যা। রাধাসমানা প্রেয়সী গান্ধারী সমানা তপস্বীনী ভবিতুমহতি।

"যা নারী প্রযতা দক্ষা যা নারী পুত্রিনী ভবেৎ।

পতিব্রতা পতিপ্রাণা সা নারী ধর্মভগিনী।।

(বিষ্ণুপুরাণম ৩/৩২২)

শিক্ষামূলক ভ্রমন

বাংলা বিভাগ

ZOOLOGICAL PARK
রসায়ন বিভাগ

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

এডুকেশন বিভাগ

ইংরাজী বিভাগ
DEPARTMENT OF ENGLISH
Departmental
Excursion
Place:
Date:

সংস্কৃত বিভাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স বিভাগ

গণিতবিদ্যা বিভাগ

দেওয়াল পত্রিকা ২০১৮-২০১৯

বাংলা বিভাগ

রসায়ন বিভাগ

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

এডুকেশন বিভাগ

ইংরাজী বিভাগ

সংস্কৃত বিভাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স বিভাগ

গণিতবিদ্যা বিভাগ

দেওয়াল পত্রিকা ২০১৮-২০১৯

দেওয়াল পত্রিকা ২০১৮-২০১৯

ধানসিঁড়িটির তীরে

ড. তপতী ঠাকুর (অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ)

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' -- এই গান যে দেশের জাতীয় সংগীত সেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ দেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গত ২৬ অক্টোবর ২০১৮, ত্রিপুরার আখাউড়া সীমান্তে এসে দাঁড়ালাম। পাসপোর্ট, ভিসা, ভোটার কার্ড, অসংখ্যবার ব্যাগ থেকে বের করে ও যথাস্থানে রেখে কর্তব্যরত অফিসারদের সব সন্দেহের নিরসন ঘটিয়ে যখন বাংলাদেশের পথে আমাদের বাস চলতে শুরু করল তখন ঘড়ির কাঁটায় বিকেল সাড়ে পাঁচটা। আমাদের গন্তব্যস্থল রাজধানী ঢাকা। আমাদের ছজনের দলে আছেন ডা. ঠাকুর, ডা. চক্রবর্ত্তী, ডা. রায়, রসায়নের শিক্ষিকা নূপুর রায় ও ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্রী সুচেতনা। সঙ্গে অবশ্যই নবদ্বীপ কলেজের অধ্যাপিকা স্বয়ং।

আখাউড়া সংলগ্ন ব্রাহ্মণবেড়িয়া জেলায় রাত আটটা নাগাদ সামান্য জলপান সেরে ঢাকার সরকারি বাসস্ট্যান্ড কমলাপুর পৌছতে রাত প্রায় নটা, বাসভাড়া তিনশো টাকা। পথেই বাংলাদেশি টাকা সংগ্রহ। আমাদের একশো টাকায় পেলাম বাংলাদেশের একশো চোদ্দ টাকা। টাকার ওপরে মুদ্রিত শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি।

ডাঃ ঠাকুরের কাছে চিকিৎসাজনিত কারণে প্রায়ই ভারতে আসে শুভাশিস। সে ও তার স্ত্রী দুজনেই বাংলাদেশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে এদেশে পড়াশোনা করেছে। শুভাশিস এম.বি.এ ও পি.এইচ.ডি সম্পন্ন করে বাংলাদেশের এক কলেজের অধ্যাপক। দীপা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগের অতিথি অধ্যাপিকা, যে বিভাগের বর্তমান প্রধান বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সহায়তায় উদ্ঘাটিত হয়।

শুভাশিস ফোনে অনেকবার অনুরোধ করেছিল -- 'কাকিমা, একবার ঢাকায় আসেন' শুধু সেই ভরসায় আমরা পা রাখতে সাহস পেয়েছিলাম বিদেশের মাটিতে। বাস থেকে নামতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা। আমাদের জন্য অপেক্ষারত শুভাশিস ও তার বন্ধু সুমন। একবারও মনে হল না, ওদের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় এখানেই। আন্তরিকতায়, অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায়, গঙ্গাপদ্মা মিলে গেল। শুভাশিসের বহুতলের সামনে গাড়ি দাঁড়াল রাত এগারোটায়। রাত প্রায় দুটো পর্যন্ত গল্পের আসর। তারপর তিনটি বড় ঘরে যে যেখানে পারল বাকি রাতদুটো ঘুমিয়ে নিল।

পরদিন সকালেই আমাদের হোটেলে যাওয়ার পালা। যদিও শর্ত ছিল নৈশভোজ তাদের বাড়িতেই যেন আমাদের সারতে হবে। হোটেলের পথে পা বাড়াতেই বিপত্তি। সুচেতনা ঢাউস এক সুটকেশ সমেত একটি সাইকেল রিক্সায়-নূপুরও আমি আর একটিতে, বাকিরা অন্য দুটি রিক্সায়। চোখের নিমেষে আমাদের রিক্সাচালক এক বড় হোটেলের সামনে তার রিক্সা দাঁড় করাল। তারপর সেকেন্ড, মিনিট পার হল -- কিন্তু কারুর দেখা নাই। আমাদের না আছে একটা সিম কার্ড, না আছে বাংলাদেশের টাকা ও সবই বাকিদের জিম্মায়। সুচেতনার জন্য ভীষণ চিন্তা হল। বুদ্ধি করে পুরোনো জায়গায় ফিরে এলাম। অবশেষে মুস্কিলআসান ঘটালো রিক্সাচালক। কোমর থেকে ছোট মোবাইল বের করে ধরিয়ে দিয়ে বলল -- 'ফোন করেন।' আমি শুভাশিসের বাংলাদেশের নম্বরটা জানতাম। তারপর

হারানো সম্পদের প্রাপ্তি।

প্রথম দিনেই সংসদভবন। ঢাকার পরিচ্ছন্ন পথঘাট, বহুতল অট্টালিকা, বিদেশি গাড়ি দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ। সংসদভবনের সুসজ্জিত পথে নতুন পোশাকে পা জড়িয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে তুমুল আছাড় খেলাম। বিদেশের মাটিতে সে ধাক্কা কাটিয়ে কোনো মতে খাড়া হয়ে দেখে নিলাম আশপাশ। ৩২নং ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে যখন এলাম তখন আকাশ মেঘলা। শেখ মুজিবের বাড়ির প্রবেশ পথে কড়া নিরাপত্তা। বাসভবনটি বর্তমানে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত। সজ্জিত চিত্রগুলি প্রমাণ করে কি প্রচণ্ড জনপ্রিয় ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বিষণ্ণতায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল যখন দেখলাম আততায়ীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া একটি গোটা পরিবারের ছবি। দেওয়ালে রক্তের দাগ সেদিনের ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে। সিঁড়ির ধাপে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদৃশ্যের একটি তৈলচিত্র যা বাক্‌শক্তি রুদ্ধ করে। সেদিন আমাদের ব্যথার দোসর ছিল বৃষ্টিভেজা আকাশ। জনপ্রিয় এক নেতার কি অন্তিম পরিণতি।

বিকেলে দেখে নিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মধুদার ক্যান্টিন (কলকাতার কফি হাউসের হুবহু প্রতিছবি) জগন্নাথ হল, রমনা ময়দান, রমনা কালী বাড়ি, ঢাকেশ্বরী মন্দির। সারাটা দিন শুভাশিসের সঙ্গ পেয়ে আমরা মুগ্ধ ও আপ্লুত। দ্বিতীয় পর্বে নাচের ক্লাস সেরে দীপাও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল।

ঢাকার বিখ্যাত দুটি বাণিজ্যকেন্দ্র বসুন্ধরা ও যমুনা। বহুতল বিশিষ্ট এই বাজারটিতে আধুনিক বস্ত্রসম্ভারের বিপুল সংগ্রহ। কলকাতার ঝাঁ চকচকে মলগুলির সমকক্ষ বা তারও অনেক ওপরে। নূপুর ও আমি মাঝে মাঝেই পরস্পরকে চিমটি কেটে স্বপ্ন ও বাস্তবের বিভ্রম বুঝে নিই। রাতে যথারীতি শুভাশিসের বাড়ি নৈশভোজ সেরে হোটেলে ফেরার পালা।

পরদিন বুড়িগঙ্গার পাড়ে সদরঘাট। অঞ্চলটি পুরোনো ঢাকায় অবস্থিত। ফলতঃ অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন। সদরঘাট থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জাহাজ ছাড়ে। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না যে এগুলিও এক একটা মিনি টাইটানিক।

বুড়িগঙ্গার পাশেই এহসানমঞ্জিল। এটি পূর্বে ঢাকার নবাবদের আবাসিক প্রাসাদ ছিল। প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আবদুল গণি তাঁর পুত্র খাজা আহসাখানুল্লাহর নামে এর নামকরণ করেন। ১৯০৬ খ্রিঃ এখানেই অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। এটি বর্তমানে বাংলাদের সরকারি জাদুঘর। সুরম্য প্রাসাদটিতে অবিভক্ত বাংলার প্রায় সব মনীষীর চিত্র সুসজ্জিত।

পুরোনো ঢাকায় মসজিদে নামাজের সুর শুনতে শুনতে বিরিয়ানি সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজ। ঘনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চলটিতে অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান ধর্মাবলম্বী। মাথার টুপি তার সাক্ষ্য বহন করে। আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে দিকে দিকে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকারপূর্ণ উন্নয়নের ছবি- এই পরিচিত দৃশ্যাবলী দুই বাংলাতেই মনে হয় একই রকম।

ফিরে এলাম শহীদবেদীতে। প্রণাম জানিয়ে বেদীর ওপর উঠে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠলাম -- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?' -- মনের গহনে গুমরে ওঠা অব্যক্ত কান্নায় সেদিনের বীর শহীদদের চরণে অঞ্জলি দিলাম। অদূরে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের সমাধিস্থল। ফুলের জলসায় নীরব হয়ে আছে তাঁর কণ্ঠ।

সেদিন সন্ধ্যায় ঢাকার এক বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে শুভাশিসদের আবদারে ডা. চক্রবর্তীর পার হয়ে যাওয়া জন্মদিনের অনুষ্ঠান। বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যবৃন্দ (পরিবহন ধর্মঘটে আটকে পড়া ওদের এক বন্ধুও সানন্দে যোগ দিয়েছিল) ও আমরা ছজনার দল -- সব মিলিয়ে জনা পনেরো আনন্দে কাটালাম। রাত বারোটায় ঢাকার

রাস্তা দিয়ে হোটেলের পথে ফেরার সময় নুপুর আবার বলল -- 'তপতী, আর একবার চিমটি কাটো তো'। ঢাকা শহরের দমবন্ধ করা যানজট দেখে মনে হল, সরকার চাইলে এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। বিভিন্ন জেলায় মূল প্রশাসনিক কার্যালয়গুলিকে স্থানান্তরিত করলে হয়ত এই পরিবেশের ভারসাম্য কিছুটা রক্ষা পায়।

পরদিন রাতে আমাদের চট্টগ্রাম যাওয়ার ট্রেন। সকালে বসুন্ধরা ও যমুনা থেকে সকলের জন্য উপহার সামগ্রী কিনে, মধ্যাহ্নে সু-স্বাদু ইলিশ সহযোগে আহার সেরে দ্রুত মীরপুর গেলাম। হয়তো অমরাবতীর সঙ্গেই এই স্থানটির তুলনা চলে। সারি সারি আলোকিত শাড়ির দোকান। কয়েকটি শাড়ি কিনে দ্রুত রাতের ট্রেনের জন্য প্রস্তুত হলাম। বিদায়বেলায় দুপক্ষই আত্মীয় বিচ্ছেদের বেদনায় ম্লান। মাত্র তিনদিনের আলাপেই মনে হল এ কোন্ মায়াপুরীতে, কোন বিনিসুতোর বন্ধনে গঙ্গাপদ্মার বাঁধা পড়ল। শুভাশিস, সুমন প্রথম দিনের মতই আবার আমাদের নিয়ে চলল ঢাকা স্টেশনে। চট্টগ্রাম পৌঁছাব ভোর ছ'টায়। ট্রেন ছাড়ার সময় হল। গতি দ্রুত হতেই আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল সুমন, শুভাশিসের হাসিমুখ। যে সুমন যে কোনো ঘটনার মুস্কিল আসানে বলতো -- 'কুনো সমস্যা নাই' -- সেও দেখি ছল ছল চোখে হাত নাড়ছে। আমাদের মনে হল, সমস্যা আছে -- ঐ একটা কাঁটাতার অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে-- অনেক আবেগকে উৎপাটিত করেছে। অনেক কান্নার দাগ চোখের পাতাতেই শুকিয়ে গেছে।

ভোর ছ'টায় নামলাম পার্বত্য চট্টগ্রামে। যেখানে বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী রোটারিয়ান শ্রীপ্রদীপ দত্ত মহাশয়ের নিপুণ ব্যবস্থাপনায় গাড়ি মজুত। এবার গন্তব্যস্থল কক্সবাজার। কর্ণফুলি নদী পার হয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলল। মেঘলা আকাশ, পথও পিছল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে অবশ্য আকাশের মুখে হাসি। দুপুরে আহারাদির পর সমুদ্রসৈকতে নামলাম। কি অপরূপ সন্ধ্যার দৃশ্য -- অস্তগামী সূর্যের রং জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নয়নাভিরাম।

রাতে গেলাম বার্মিজ মার্কেটে। নানা ধরণের শুকনো মাছ বিক্রির জন্য ঝোলানো আছে। তাছাড়া আছে বার্মিজ মহিলাদের সুদৃশ্য দোকান। এক অসাধারণ সুন্দরীর দোকান থেকে কিছু উপহারসামগ্রী কিনলাম।

একটা ব্যাপার লক্ষনীয় -- বাংলাদেশের প্রায় প্রতি জায়গাতেই এত গরীব মানুষ দোকানে বাজারে রেস্টুরেন্টের বাইরে ভিক্ষার হাত বাড়িয়েই রাখেন। আমাদের দোকানের মালকিন এইরকম এক গরীব মানুষকে ধমক দিয়ে বলেন -- 'যাও যাও, ফরেনার আইসে, এখন সইর‍্যা পড়।' এই প্রথম ফরেনার শুনে নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতটি বিশ্বের দীর্ঘতম, প্রায় ১২০ কিমি। পরদিন ঐ পথ ধরেই আমরা গেলাম রোহিঙ্গা শিবিরে। এই রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ সরকার টিনের চালার ঘর করে দিয়েছে। দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর সাহায্যও আসছে। পথেই দেখলাম ট্রাক বোঝাই খাদ্যদ্রব্য, জলের ড্রাম, ওষুধপত্র আরো কত কি। সীমান্ত এলাকায় কোলে বাচ্চা নিয়ে কত পরিবার হেঁটে চলেছে। সেনাবাহিনীর বাধা পেয়ে আবার ফিরেও আসছে। গাড়ি আরো কিছু দূর এগোতেই একটা ইঁটের টুকরো এসে পড়ল। আর সামনে যাওয়া উচিত হবে না ভেবে ফিরে এলাম।

দেখে নিলাম ২৫০০ খৃ.পূ. সময়ের পঞ্চবটী আশ্রম। এর ঐতিহাসিক মুল্য নিরূপণ করতে পারলাম না। তবে প্রতিবছর রামনবমীতে এখানে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। রক্ষণাবেক্ষণ আশানুরূপ নয়।

রাতে চট্টগ্রাম সিনিয়র সিটিজেন ক্লাবে থাকলাম। নৈশভোজে আপ্যায়ন করলেন প্রদীপ দত্ত মহাশয়। তাঁর বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। চট্টগ্রামের বহু ইতিহাস আমরা তাঁর কাছ থেকে শুনলাম।

পরদিন সকালে মাস্টারদা সূর্য সেনের স্মৃতিবিজড়িত কয়েকটি স্থান ঘুরে নিলাম। প্রদীপবাবু আমাদের ভুল শুধরে বললেন -- 'সূর্য সেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বলবেন না, বলুন অস্ত্রাগার দখল।' বুঝলাম, মাস্টারদার প্রতি চট্টগ্রামবাসীর গভীর শ্রদ্ধা এখনও কর্ণফুলির স্রোতের মতই সজীব।

কিছু দূরে ইউরোপীয়ান ক্লাব। চট্টগ্রামের বীরকন্যা প্রীতিলতা মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁর গুরু বিপ্লবী সূর্যসেনের নির্দেশে ছদ্মবেশে এই ক্লাবটি দখল করেন। ধরা পড়ে বিষ খেয়ে তিনি আত্মবিসর্জন করেন। এই ক্লাবটিতে এখনও সাইনবোর্ড ঝুলছে 'কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ'। প্রীতিলতা ও মাস্টারদার প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে চট্টগ্রাম স্টেশনে এসে আবার আখাউড়া যাবার ট্রেন ধরলাম।

ট্রেনে একটি অল্পবয়সী ছেলে কথাপ্রসঙ্গে বলে উঠল-- 'আসলে কি জানেন দুইভাইয়ের একই বাড়ি ছিল, মাঝে শুধু একখান পাঁচিল উইঠ্যাসে' -- বাংলাদেশ যতটুকু ঘুরলাম অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলাম তার কথার সারসত্যকে। একটি ভাষার সূত্রে বাঁধা দুটি দেশ, কল্পনাতীত।

আখাউড়া স্টেশন থেকে ত্রিপুরা ফিরে যাবার পথে বিদায় জানালেন শ্রীদুলাল দত্ত মহাশয় (সাংবাদিক, প্রথম আলো)। আমাদের এ যাত্রায় ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছিলেন।

অটোয় চড়ে আবার চেকপোস্ট। দূর থেকে দেখতে পেলাম সীমান্তে দুই দেশের কর্তব্যরত বাহিনী দুদেশের পতাকা উত্তোলন করছেন। আবেগার্দ্র হৃদয়ে সেই দৃশ্য দেখলাম। ডিউটি অফিসাররা পাসপোর্ট, ছবি, আমাদের মুখ সব মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেন। সব সন্দেহের নিরসন না ঘটিয়ে তাঁরাও আমাদের ছাড়বেন না। হঠাৎ মনে পড়ে, মাত্র কয়েক দিন আগেই ঢাকার একটি পরিবারে রান্নাঘরে নূপুর ওমলেট ভেজেছিল। আমি ভোরে উঠে সকালের জলখাবারের আনাজপত্র কুটেছিলাম। একটা কাঁটাতারের এপারে চলে এলেই কি সেই স্মৃতি মন থেকে চলে যাবে? আবার উপলব্ধি করলাম, – যিনি আত্মার নিকটে, তিনিই পরমাত্মীয়। ঐ কাঁটাতারের কোনো ক্ষমতা নেই, বিনি সুতোর বন্ধন তার চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়। আমি উত্তর কলকাতার কয়েক দশকের বাসিন্দা– বাংলাদেশের এক সাধারণ পরিবারে এত মূল্যবান হৃদয়রত্ন লুকিয়ে আছে, কখনও ভাবি নি। হলফ করে বলতে পারি, যে আতিথেয়তা ঐ কদিনে পেয়েছি, কোনো মহার্ঘ্য সম্পদের বিনিময়ে সেই ঋণ শোধ করতে পারব না কোনদিন...।

বঙ্গবন্ধুর বাড়ি

কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত

প্রীতিলতার স্মৃতিবিজড়িত ইউরোপীয়ান ক্লাব

অঙ্কন ঃ রাহুল দেবনাথ
কলা বিভাগ, ১ম বর্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
(২০১৮-২০১৯)

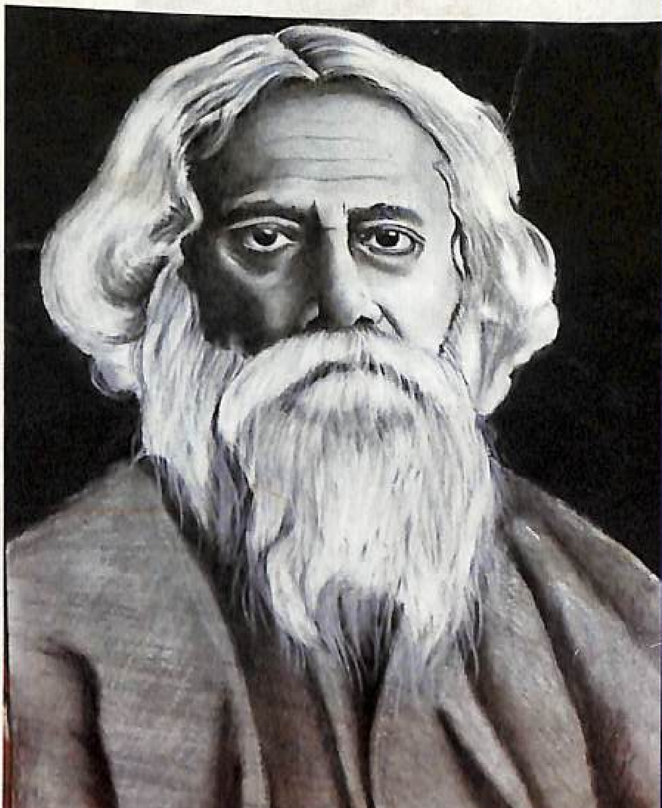

অঙ্কন ঃ রাহুল দেবনাথ
কলা বিভাগ, ১ম বর্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ
(২০১৮-২০১৯)